উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ৩০ ফাল্গুন ১৪৩২ রবিবার ৭.০০ টাকা 15 March 2026 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 294

পশ্চিমবঙ্গে সুনিশ্চিত কৃষক কল্যাণ

প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধির আওতায় প্রায় **১৩,০০০ কোটি টাকার** আয় সহায়তা প্রদান করা হয়েছে, যার ফলে **৫৪ লক্ষ** কৃষক উপকৃত হয়েছেন

কৃষি পরিকাঠামো তহবিলের মাধ্যমে **২৮০০ কোটিরও বেশি টাকা** প্রদান করা হয়েছে, ফলে কৃষিজ পণ্য সংরক্ষণ এবং বাজারের সঙ্গে সংযোগ আরও শক্তিশালী হয়েছে

মৎসজীবীদের জীবিকা সহায়তার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার আওতায় **৫৪০ কোটি টাকারও বেশি** বিনিয়োগ করা হয়েছে

কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে প্রায় **৫৮০ কোটি টাকার** ঋণ প্রদান করা হয়েছে, ফলে **৮৮ হাজারেরও বেশি** পশুপালক ও মৎস্য চাষি উপকৃত হয়েছেন

পার ড্রপ মোর ক্রপ উদ্যোগের আওতায় **১.২৫ লক্ষ হেক্টর** জমিকে মাইক্রো সেচ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে

১ কোটিরও বেশি সয়েল হেলথ কার্ড প্রদান করা হয়েছে, ফলে কৃষি উৎপাদনশীলতা উন্নত হয়েছে

প্রায় **৩৮০টি** কৃষক উৎপাদক সংগঠনের মাধ্যমে কৃষকদের উন্নত বাজারে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে

কাঁচা পাটের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য **২.৩৫ গুণ** বৃদ্ধি করা হয়েছে, ফলে সরাসরি **৪০ লক্ষ** কৃষক পরিবার উপকৃত হয়েছে

বিকশিত বাংলা
বিকশিত ভারত
প্রধানমন্ত্রী মোদির সংকল্প

“ভারত সরকারের অব্যাহত প্রয়াস পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের ভিত্তিকে আরও সুদৃঢ় করেছে এবং রাজ্যের উন্নত ভবিষ্যৎ নির্মাণে সহায়তা করছে।” – প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি

CBC 01101/13/0037/2526

আইপিও-তে লগ্নির পূর্বে সতর্ক থাকা জরুরি

প্রাইভেট কোম্পানি থেকে পাবলিক কোম্পানি হতে হলে বাজারে শেয়ার বিক্রি করতে হয় কোনও সংস্থাকে। সেই প্রক্রিয়াই হল ইনিশিয়াল পাবলিক অফারিং বা আইপিও। বিগত কয়েক বছরে বহু সংস্থা আইপিও-র মাধ্যমে শেয়ার বাজারে নথিভুক্ত হয়েছে।

আইপিওতে লগ্নির প্রবণতাও এখন ঊর্ধ্বমুখী। আগে মিথ ছিল, আইপিও-তে লগ্নি বড় মুনাফা দেয় লগ্নিকারীদের। বিগত কয়েক বছরে সেই মিথ ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে। অধিকাংশ আইপিওতে লগ্নিকারীদের লোকসানের বোঝা বইতে হচ্ছে। ২০২৪ থেকে এখনও পর্যন্ত বাজারে এসেছে ১৯৮টি আইপিও। এর মধ্যে মাত্র ৩৫টি লগ্নিকারীদের মুনাফা দিয়েছে। অর্থাৎ সাফল্যের হার মাত্র ১৮ শতাংশ। বাকি ৮২ শতাংশ আইপিওতেই লোকসানের কবলে পড়তে হয়েছে লগ্নিকারীদের।

বাজারে দুই ধরনের আইপিওতে লগ্নির সুযোগ পাওয়া যায়— মেনবোর্ড আইপিও এবং এসএমই আইপিও।

এসএমই আইপিও

ছোট সংস্থাতে লগ্নির জন্য সেবি এসএমই আইপিও চালু করেছে। এই ধরনের সংস্থার শেয়ার সংখ্যা কম হওয়ার জন্য দামে কারসাজি করা সহজ হয়। স্বচ্ছতা বাড়াতে সেবি ন্যূনতম বিনিয়োগ প্রায় ২ লক্ষ টাকা করেছে। ফিউচার অ্যান্ড অপশনের মতো এখানেও লট হিসেবে শেয়ার কেনা-বেচা করতে হয়। এসএমই আইপিও-এর কয়েকটি মানদণ্ড রয়েছে।

- সংস্থার কাছে অবশ্যই ৩ কোটির পেড-আপ মূলধন থাকতে হবে।
- পূর্ববর্তী তিনটি আর্থিক বছরের মধ্যে দুটিতে লাভ থাকতে হবে।
- ন্যূনতম ট্রেডিং লট ১০০ থেকে ১০০০০ পর্যন্ত হতে পারে।

মূলত দেশের ছোট ও মাঝারি আকারের সংস্থাগুলির জন্য এই সুবিধা দিয়েছে সেবি। বিগত ৫ বছরে এসএমই আইপিওতে লগ্নির প্রবণতা বহুগুণ বেড়েছে। কয়েকটি ভালো রিটার্ন দিলেও বিগত ৫ বছরে ৮০ শতাংশেরও বেশি এসএমই আইপিও লগ্নিকারীদের বিনিয়োগ ডুবিয়ে দিয়েছে। সেই রকম এসএমই আইপিওগুলি হল – কনিষ্ক (-৬৯.৮ শতাংশ), আরিটাস (-৩৫.২ শতাংশ), আরমার (-৩৪.৯৭ শতাংশ), ব্রাশ (-৬০.০ শতাংশ), জজুর ফাইবার (-৬৭.০ শতাংশ), ভিকট্রি ইলেক্ট্রিক (-৫৫.২ শতাংশ), সানড্রেক্স অয়েল (-৬৯.৮ শতাংশ), ডাচপল্লি পাবলিশার্স (-৩৫.২ শতাংশ), মার্ক টেকনক্র্যাটস (-৩৪.৯৭ শতাংশ), নেপচুন লজিটেক (-৬৪.০ শতাংশ), সিপওয়েভস (-৬৩.৪ শতাংশ), রিদ্ধি ডিসপ্লে (-৬৩.১ শতাংশ), মেমেধূব সফট (-৩৭.১ শতাংশ), ওয়েস্টার্ন ওভারসিজ (-৬২.৬ শতাশ), শ্রী কানহা (-৭৩.১ শতাংশ), অ্যাস্ট্রন মাল্টিগ্রেন (-৬৯.৯ শতাংশ), লজিক্যাল সলিউশন (-৭৭.৭ শতাংশ), কেকে সিল্ক মিলস (-৬৩.৮ শতাংশ), এসএসএমডি অ্যাগ্রোটেক (-৬২.৪ শতাংশ), এক্সেলসফট টেক (-৩১.৯১ শতাংশ), সাইনিং টুলস (-৪৬.২ শতাংশ), সেফকিউর সার্ভিসেস (-৬৬.৬ শতাংশ), স্লোকা ডাইজ (-৭২.৩ শতাংশ), মিত্তাল সেকশন (-৭৯.৪ শতাংশ), চিরহরিৎ (-৬৪.০ শতাংশ) ইত্যাদি।

মেইনবোর্ড আইপিও

বড় আকারের সংস্থাগুলি এই আইপিওয়ের মাধ্যমে বাজার থেকে মূলধন সংগ্রহ করে। সাধারণত ১০ কোটি টাকার বেশি মূলধনের প্রয়োজন হলে মেনইবোর্ড আইপিও আনা হয়। এই ধরনের আইপিওতে ন্যূনতম বিনিয়োগ ১২-১৫ হাজারের মধ্যে হয়। সংস্থার আর্থিক স্বচ্ছতা, ট্র্যাক রেকর্ড এবং মুনাফা অর্জনের ক্ষমতা যাচাই করে তারপরই ছাড়পত্র দেয় সেবি। এসএমইয়ের তুলনায় স্থিতিশীল হলেও এই ধরনের আইপিও-তেও বিনিয়োগের ঝুঁকি রয়েছে।

২০২৬-এ এখনও পর্যন্ত ৭টি আইপিও এসেছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই আইপিওর ইস্যু প্রাইসের নীচে ট্রেড করছে ওইসব সংস্থার শেয়ার। ২০২৪ থেকে বাজারে আসা যে আইপিওগুলি লগ্নিকারীদের বড় অঙ্কের লোকসান করিয়েছে তার মধ্যে কয়েকটি হল—ওলা ইলেক্ট্রিক (-৮০ শতাংশ), বাজাজ হাউসিং ফিন্যান্স (-৫৩ শতাংশ), আরবান কোম্পানি (-৪০ শতাংশ), ফার্স্ট ক্রাই (-৬৮ শতাংশ), স্ট্যানলি (-৫৫ শতাংশ), ফিজিক্সওয়ালা (-৪০ শতাংশ), সুইগি (-৪৬ শতাংশ), সোলার ওয়ার্ল্ড (-৪০ শতাংশ), জারো ইন্সটিটিউট (-৫০ শতাংশ), কনকর্ড এনভায়রো (-৫০ শতাংশ) ইত্যাদি।

আইপিও নিয়ে এই আশঙ্কার মধ্যেও লগ্নিকারীদের দুটি ইস্যুর দিকে নজর রাখতে হবে। সেগুলি হল, রিলায়েন্স জিও এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ। এই দুই আইপিও দীর্ঘমেয়াদে লগ্নিকারীদের বাম্পার রিটার্ন দিতে পারে।

লগ্নির আগে সতর্ক থাকার পাশাপাশি, আইপিও-এর প্রাথমিক বিষয়গুলি জেনে নিতে হবে। লগ্নি তো করবেন কিন্তু তার আগে আইপিওর প্রাথমিক বিষয়গুলি জেনে নিতে হবে—

আইপিও'র প্রকারভেদ

আইপিও মূলত দুই প্রকার

- ফিক্সড প্রাইস : যেক্ষেত্রে কোনও সংস্থা আগে থেকেই শেয়ার মূল্য নির্ধারণ করে দেয়, তাকে ফিক্সড প্রাইস অফারিং বলা হয়।
- বুক বিল্ডিং : এক্ষেত্রে শেয়ার মূল্য একটি ২০ শতাংশের প্রাইস ব্যান্ডে অফার করা হয়। নীচের লেবেলকে ফ্লোর প্রাইস এবং ওপরের লেবেলকে ক্যাপ প্রাইস বলা হয়। প্রাইস ব্যান্ডের মধ্যে যে কোনও একটি দাম নির্ধারণ করতে পারেন বিনিয়োগকারীরা।

কীভাবে আবেদন করবেন?

- অফলাইন পদ্ধতিতে আপনাকে ফর্ম পূরণ করে 'এএসবিএ' সহ আইপিও ব্যাংকার বা ব্রোকারের কাছে জমা দিতে হয়।
- অনলাইন পদ্ধতিতে সরাসরি আপনার ব্রোকারের ওয়েবসাইট বা মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে আবেদন করা যায়। এক্ষেত্রে 'ইউপিআই' পেমেন্ট গেটওয়ে থাকতে হবে।

কারা আবেদনযোগ্য

যে কোনও প্রাপ্ত বয়স্ক আইপিও-তে আবেদন করতে পারেন। আবেদনকারীর প্যান কার্ড, ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে। এর পাশাপাশি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, ইউপিআই-ও থাকতে হবে।

আবেদনের আগে যাচাই করতে হবে

আইপিও আনা সংস্থাগুলি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা কম থাকে। তাই বিনিয়োগের আগে এই বিষয়গুলি জেনে নিতে হবে।

- প্রথমে কোম্পানির ব্যাকগ্রাউন্ড ভালোভাবে জানতে হবে। সংস্থার অতীতের পারফরমেন্স অর্থাৎ ব্যালেন্স শিট, আগামীদিনে ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখে তবেই আবেদনের কথা ভাবা যেতে পারে।
- আইপিও আনার প্রক্রিয়ায় কোন ব্যাংক বা আর্থিক সংস্থা যুক্ত তা জানতে হবে। সাধারণত গুণগত মানে ভালো সংস্থার ক্ষেত্রে নামী প্রতিষ্ঠান যুক্ত থাকে।
- বিনিয়োগের আগে সম্ভাব্য ঝুঁকি এবং লাভের মূল্যায়ন করে নিতে হবে।

জ্বালানি তেলের ছ্যাঁকা লাগছে ভারতীয় বাজারে

বোধিসত্ত্ব খান

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ কবে থামবে কেউ জানে না। ইতিমধ্যেই গাল্ফ দেশগুলির সম্মিলিত ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়ে গিয়েছে ১৫ বিলিয়ন ডলারের কাছে। একের পর এক বন্ধ হচ্ছে বিভিন্ন তেল এবং এলএনজি টার্মিনাল। ইতিমধ্যেই ক্রুড অয়েল ৯৮.৭১ ডলার প্রতি ব্যারেল পৌঁছে গিয়েছে। ব্রেন্ট ক্রুড পৌঁছেছে ১০৩.১৪ ডলার প্রতি ব্যারেল।

১ ফেব্রুয়ারি ক্রুডের দাম ছিল ৬৫.৩১ ডলার প্রতি ব্যারেল। স্ট্রেট অফ হরমুজ দিয়ে তেলবাহী জাহাজ পার করানো এখন কার্যত চ্যালেঞ্জের মুখে। তিনটি তেলবাহী জাহাজ, ইরানের ড্রোন আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়েছে। এলএনজির চাহিদা ভারতে বিপুল। এমনিতেই প্রয়োজনের মোট ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ এলএনজি আসত কাতার থেকে। তা আপাতত বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এলএনজির অভাবে ধুঁকতে পারে সার, গাড়ি, স্টিল প্রভৃতি সেক্টর। এলএনজি যা প্রাকৃতিক গ্যাসের একটি বিশেষ উপাদান হল মিথেন। এই মিথেন ব্যবহার করে তৈরি হয় অ্যামোনিয়া, যা ইউরিয়ার মূল উপাদান। ভারতে প্রাকৃতিক গ্যাসের উপস্থিতি রয়েছে নামমাত্র। অন্যদিকে, এলপিজি বা লিকুইফায়েড পেট্রোলিয়াম গ্যাসের মূল উপাদান বিউটেন এবং প্রোপেন। বিশ্বের সর্বাধিক এলপিজি উৎপাদনে প্রথম স্থানে রয়েছে আমেরিকা। ৫ নম্বরে আছে ভারত। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে বিপুল চাহিদার ফলে তা নিয়ে আসতে হয় কাতার, সৌদি আরব এবং ইউএই থেকে। এলপিজির আমদানি এই যুদ্ধের ফলে একইরকম ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ক্ষতি হচ্ছে হোটেল, রেস্টুরেন্ট, বিভিন্ন ছোট কারখানার।

এই যুদ্ধের কারণে নতুন করে আঘাত নেমে এসেছে টাকার ওপর। ডলার বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মুদ্রার তুলনায় আরও শক্তিশালী হয়ে উঠছে। এখন প্রতি ডলার ট্রেড করছে ৯২.৫৪ টাকায়। সমস্যা আরও গভীর হচ্ছে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের ক্রমাগত শেয়ার বিক্রির ফলে। কেবলমাত্র মার্চের ১৩ তারিখ অবধি তারা মোট ৫৬৮৮৩.২২ কোটি টাকার শেয়ার বিক্রি করেছে। কেবলমাত্র ১৩ মার্চ তারা বিক্রি করেছে মোট ১০৭১৬.৬৪ কোটি টাকার শেয়ার। ভারতীয় শেয়ার বাজারের ওপর এই যুদ্ধের প্রভাব যে কী ভয়াবহ তা বোঝা যায় বাজারের অবস্থা দেখে। কেবলমাত্র ২০২৬-এ আড়াই মাসে নিফটি ৫০ পতন দেখেছে ১১.৪ শতাংশ। শুক্রবার ভারতীয় শেয়ার বাজার বন্ধ হওয়া অবধি নিফটি ৫০ ২৩১৫১.১০ পয়েন্টে নেমে এসেছে।

এই যুদ্ধের সরাসরি প্রভাব পড়েছে অটো সেক্টরে। নিফটি অটো ২০২৬-এ এখনও অবধি পতন দেখেছে ১৪.১৭ শতাংশ। মাত্র এক সপ্তাহে এই সেক্টরে ১০.৬৪ শতাংশ পতন এসেছে। সরাসরি প্রভাবিত না হলেও নিফটি ব্যাংকের পতন অব্যাহত। বিগত এক মাসে এই ইন্ডেক্স পতন দেখেছে ১০.৬৮ শতাংশ। প্রথম দুই মাসে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার আতঙ্কে একের পর এক আইটি কোম্পানিতে ধস নেমেছিল। তেলের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় মূল্যবৃদ্ধি বাড়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। আর তা নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রয়োজনে ঋণে সুদের হার বৃদ্ধি করতে পারে, এই আশঙ্কায় বিভিন্ন ব্যাংকিং শেয়ারে পতন হয়েই চলেছে।

শুক্রবার যে কোম্পানিগুলি তাদের ৫২ সপ্তাহের নিম্নস্তর ছোঁয় তার মধ্যে রয়েছে গোদরেজ ইন্ডাস্ট্রিজ, রেমন্ড, অম্বুজা সিমেন্ট, ইরকন ইন্টারন্যাশনাল, এক্সাইড ইন্ডাস্ট্রিজ, লেমন ট্রি হোটেলস, এসিসি, বার্জার পেন্টস, টাটা মোটরস প্যাসেঞ্জার ভেহিকলস, রেল বিকাশ, ইমামি, ডিএলএফ, ওলা ইলেক্ট্রিক, দীপক নাইট্রাইট প্রভৃতি কোম্পানি। বিভিন্ন সূত্র মারফত যেটা জানা যাচ্ছে যে, ইরান সবুজ সংকেত দিয়েছে স্ট্রেট অফ হরমুজ দিয়ে বিভিন্ন ভারতীয় তেলবাহী জাহাজ যাতে নিশ্চিন্ত তেল পরিবহণ করতে পারে।

তবে যুদ্ধের জটিলতা বৃদ্ধি পেলে সেটাও ঝুঁকির মুখোমুখি হতে পারে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। এমনিতেই মধ্যপ্রাচ্যে বিনিয়োগ করা কোম্পানিগুলি বিপদের মধ্যে রয়েছে। যুদ্ধ খুব দ্রুত বন্ধ না হলে বিশ্বের সব অর্থনীতি ভালো বিপদে পড়তে পারে।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodi.khan@gmail.com

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

২০২২-এর জুনের পর এই সপ্তাহে সব থেকে বড় পতনের সাক্ষী থাকল ভারতীয় শেয়ার বাজার। পাঁচদিনের লেনদেন শেষে সেনসেক্স মোট ৪৩৫৪.৯৮ পয়েন্ট খুইয়ে ৭৪৫৬৩.৯২ পয়েন্টে থিতু হয়েছে। একইভাবে এই পাঁচদিনে নিফটি ১২৯৯.৩৫ পয়েন্ট খুইয়ে ২৩১৫১.১০ পয়েন্টে পৌঁছেছে। বড় থেকে ছোট সব সংস্থার শেয়ারদরই উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। লগ্নিকারীরা খুইয়েছেন কয়েক লক্ষ কোটি টাকা। পরিস্থিতির বড় কোনও পরিবর্তনের সম্ভাবনা এখনই নেই। এই অস্থিরতা আরও গভীর হতে পারে। ধৈর্য, সাহস এবং সঠিক সিদ্ধান্তই এই মুহূর্তে লগ্নিকারীদের এই কঠিন সময়ে সঠিক পথের সন্ধান দেবে।

শেয়ার বাজারের এই ধসের নেপথ্যে রয়েছে একাধিক কারণ। এর নেপথ্যে সব থেকে বড় ভূমিকা নিয়েছে অশোধিত তেল। বিশ্ব বাজারে ব্রেন্ট ক্রুড ফিউচারের দাম ব্যারেল প্রতি ১০০ মার্কিন ডলার পেরিয়েছে। ইরান যুদ্ধের যা গতিপ্রকৃতি তাতে এই দাম আরও বাড়তে পারে। তেল আমদানি নির্ভর ভারতের অর্থনীতিতে তা নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। এই আশঙ্কায় শেয়ার বাজার থেকে লগ্নি তোলার হিড়িক পড়েছে। যা শেয়ার বাজারে ধস নামিয়েছে। এতে মদত দিয়েছে আন্তর্জাতিক শেয়ার বাজারের পতন, মার্কিন ডলারের তুলনায় ভারতীয় মুদ্রা টাকার পতনও। চলতি সপ্তাহে সর্বকালীন রেকর্ড গড়ে ডলারের দাম ৯২ টাকা ৩৭ পয়সায় পৌঁছেছে।

ভারতীয় শেয়ার বাজারের সাম্প্রতিক পতনে বড় ভূমিকা নিয়েছে বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলিও। চলতি মার্চ মাসে এখনও পর্যন্ত প্রায় ৩৯ হাজার কোটি টাকার শেয়ার বিক্রি করেছে তারা। এর পাশাপাশি ব্যাংক এবং অটোমোবাইল সেক্টরের সংস্থাগুলির শেয়ারদরে বড় পতনও সার্বিকভাবে শেয়ার বাজারের পতনে বড় ভূমিকা নিয়েছে। ১৭ মার্চ ঋণনীতি পর্যালোচনায় বসবে মার্কিন শীর্ষ ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ। এবার সুদের হার অপরিবর্তিত রাখার সম্ভাবনা বেশি। যুদ্ধের আবহে অন্য কোনও সিদ্ধান্ত নিলে সারা বিশ্বের শেয়ার বাজারে তার গভীর প্রভাব পড়বে। চলতি সপ্তাহে প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশে মূল্যবৃদ্ধির হার ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে। যা লগ্নিকারীদের উদ্বেগ বাড়িয়েছে।

অন্যদিকে রেকর্ড গড়ার পর ফের কিছুটা দাম কমেছে সোনা-রুপোর। আগামী কয়েক সপ্তাহে এই দুই মূল্যবান ধাতুর দামে অস্থিরতা বজায় থাকতে পারে।

এই সপ্তাহের শেয়ার

■ **পিএনবি :** বর্তমান মূল্য-১১১.৭০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৩৫/৮৭, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-১০০-১০৭, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১২৮৩৭৬, টার্গেট-১৪৮।

■ **হিন্দালকো :** বর্তমান মূল্য-৯১০.০৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১০৩০/৫৪৬, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-৮৬৫-৯০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২০৪৫০৮, টার্গেট-১০৮০।

■ **ভিবিএল :** বর্তমান মূল্য-৪০১.৩০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৫৬৮/৪০০, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-৩৮৫-৪০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৩৫৭২৩, টার্গেট-৫২০।

■ **এবিবি ইন্ডিয়া :** বর্তমান মূল্য-৬৩৯২.৫০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৬৫৫৪/৪৬৩৭, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-৬০০০-৬২৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৩৫৪৬২, টার্গেট-৭৫০০।

■ **এইচসিএল টেক :** বর্তমান মূল্য-১৩২৫.৪০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৭৮০/১৩০৩, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-১২৬৫-১৩০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩৫৯৬৬৯, টার্গেট-১৫৭০।

■ **সিপলা :** বর্তমান মূল্য-১৩১৪.৭০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৬৭৩/১২৮২, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-১২৮০-১৩১০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১০৬১৯৯, টার্গেট-১৪৫০।

■ **রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ :** বর্তমান মূল্য-১৩৮০.৭০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৬১২/১১১৫, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-১৩৪০-১৩৭৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৮৬৮৪২৮, টার্গেট-১৫৮০।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন।প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

বিধ্বস্ত খার্গ, পালটা হানায় ধ্বংস ৫ বিমান
ইরানের শর্তে সমঝোতা নয় ৯

অবশেষে কারামুক্ত সোনম ওয়াংচুক ৮

ব্রিগেডের আগে রণক্ষেত্র গিরিশ পার্ক ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৯°	১৮°	২৮°	১৯°	২৭°	১৯	২৫°	১৬°

শিলিগুড়ি ৩০ ফাল্গুন ১৪৩২ রবিবার ৭.০০ টাকা 15 March 2026 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 294

রংদার

উত্তরবঙ্গের কাঠের এই এক টুকরো জায়গার নস্টালজিয়া থেকে আধুনিক ফ্ল্যাটের গ্রিলবন্দি চার-বাই-চার 'কিউবিকল'— সময়ের বিবর্তনে বদলেছে আমাদের নিভৃত অবসরের এই ঘরোয়া নাট্যমঞ্চ।

বারান্দা

১৩ থেকে ১৫-র পাতায়

নমোর মুখে বদল ও বদলা

চুন চুনকে হিসাব লিয়া জায়েগা

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৪ মার্চ : আগাগোড়া চড়া সুর। তৃণমূলকে কার্যত দেখে নেওয়ার কথা প্রধানমন্ত্রীর মুখে। কখনও বলেছেন, সবকা সাথ সবকা বিকাশের সঙ্গে সবকা হিসাব লিয়া জায়েগা। কখনও ভাষণে শোনা গিয়েছে, বদলা কিংবা বিজেপি ক্ষমতায় এলে জেলে পাঠানোর হুমকি। যে ভঙ্গিতে সাধারণত বাংলার বিজেপি নেতারা ভাষণ দেন, তাতেই যেন সিলমোহর দিলেন নরেন্দ্র মোদি। লক্ষ্য? তাঁর ভাষায়, 'নির্মম' সরকার। তৃণমূল সরকারের পরিচয় দিতে বারবার নির্মম শব্দ ব্যবহার করেন মোদি।

এরপর বারোর পাতায়

সব চাষের সঠিক সুরক্ষা
আলু ও অন্যান্য বীজ শোধনে
আধুনিক জৈব প্রযুক্তির একমাত্র অপকারী ছত্রাকনাশক
ট্রাইকোস্টার
(ট্রাইকোডার্মা ভিরিডি)
Trasco
Super Agro India Pvt. Ltd

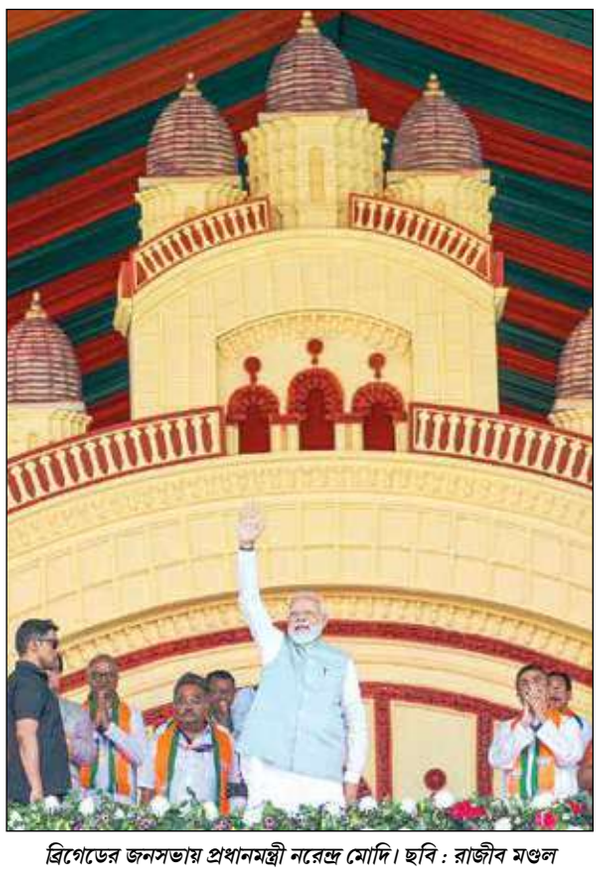

ব্রিগেডের জনসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ছবি : রাজীব মণ্ডল

পাস বিতর্কে পুলিশকে দোষারোপ উদ্যোক্তাদের

সৌরভ রায় ও রাহুল মজুমদার

ফাঁসিদেওয়া ও শিলিগুড়ি, ১৪ মার্চ : রাষ্ট্রপতির সফর বিতর্কের রেশ যেন মেটারই নয়। তবে শিলিগুড়িতে রাষ্ট্রপতির এই সফরকে কেন্দ্র করে রাজ্যের বিরুদ্ধে অব্যবস্থা, তাঁকে অসম্মানের অভিযোগের বিষয় সহ সবকিছুকে ছাপিয়ে ডেলিগেট পাসের বিষয়টিই এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাষ্ট্রপতি দৌপ্রদী মুর্মুকে দর্শনে ৭০০ টাকায় এই পাস আর্থিকভাবে দুর্বল আদিবাসীদের অনেকের পক্ষেই জোগাড় করা সম্ভব হয়নি। এনিয়ে শনিবার উত্তরবঙ্গ সংবাদে বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই বেশ জলঘোলা শুরু হয়।

এরপর বারোর পাতায়

DESUN HOSPITAL SILIGURI
যে কোনও বিপদে ভরসা থাক ডিসানে
• হার্ট অ্যাটাক • স্ট্রোক
• বার্ন • অ্যাক্সিডেন্ট
24x7 Emergency
90 5171 5171

ইজরায়েলের হানায় কালো ধোঁয়ায় ছেয়েছে লেবাননের আকাশ। নাবাতিয়ে শহরে। শনিবার।

ঘুরছেন প্রশান্ত, হাত গুটিয়েই পুলিশ

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১৪ মার্চ : দেশের সর্বোচ্চ আদালত জামিনের আবেদন পত্রপাঠ খারিজ করে দিয়েছে। জারি আছে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা। বিডিওর দায়িত্ব থেকেও তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নীল বাতির গাড়ি নিয়ে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছেন জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জের প্রাক্তন বিডিও প্রশান্ত বর্মন। সল্টলেকের স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যা খুনের মূল অভিযুক্ত প্রশান্ত পুলিশের খাতায় 'পলাতক'। বাস্তবে পুলিশের নাকের ডগাতেই ঘুরছেন তিনি। শনিবার রাজগঞ্জ বিডিও অফিসেই দেখা গিয়েছে প্রশান্তকে। বিডিও অফিস থেকে খানিক দূরেই থানা। পুলিশ বা প্রশাসনের কর্তারা প্রশান্তর এইসব কীর্তি জানেন না সেকথা মানতে নারাজ সাধারণ মানুষজন। ফলে প্রশাসন চোখে ঠুলি পরে বসে থাকায় ক্ষোভ বাড়ছে বিভিন্ন মহলে।

শনিবার রাজগঞ্জ বিডিও অফিসের দৃশ্য দেখে চক্ষু চড়কগাছ প্রত্যক্ষদর্শীদের। খাতায়-কলমে যে ব্যক্তিকে পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজছে, সেই প্রশান্তকে এদিন দু-দু'বার দেখা গেল বিডিও অফিসে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ নীল বাতির গাড়ি নিয়ে সটান অফিসে ঢোকেন তিনি। বিভিন্ন ঘরে গিয়ে কর্মীদের সঙ্গে কথা সেরে, কয়েকজন ঠিকাদারের সঙ্গে খোশমেজাজে আড্ডা দিয়ে আধ ঘণ্টা পর বেরিয়ে যান। ঘণ্টাখানেক পর ফের ফিরে আসেন। খুনের মামলার আসামির এমন 'অফিস ভিজিট' দেখে হকচকিয়ে যান ছুটির দিনও

এরপর বারোর পাতায়

RAMKRISHNA IVF CENTRE
Delivering A Miracle
ব্যয়বহুল নয় স্বল্প খরচে...
IVF TEST TUBE BABY
IUI • ICSI
isar আইএসএআর
আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি | M: 9800711112

সাদা চোখে সাদা কথায়

ভোটে ধর্মীয় পরিচিতিতে প্রতিযোগিতার সর্বনেশে ছবি

গৌতম সরকার

শুধু বিজেপিকে দোষ দিয়ে কী হবে? ধর্ম ছাড়া গীত নেই তো তৃণমূলেরও। তবে দুই পক্ষেরই ভক্তি, ঈশ্বরবন্দনা ছাপিয়ে ধর্মের রাজনীতিকরণে জোর বেশি। এই সেদিন ধর্মতলার ধর্নামঞ্চে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাটা ভাবুন। তিনি বলেছিলেন, 'একটি কমিউনিটি যদি জোট বাঁধে, এক সেকেন্ডে বারোটা বাজিয়ে দেবে।' এত স্পষ্ট ইঙ্গিত যে, আর ব্যাখ্যা দরকার হয় না।

প্রসঙ্গটির উল্লেখ করে মহাগুরু মিঠুন চক্রবর্তীর হুমকিটা

এরপর বারোর পাতায়

সোনা, রুপা না গলিয়ে মেশিনের সাহায্যে পরীক্ষা করা হয়।
নগদ অর্থের বিনিময়ে পুরাতন সোনা ও রুপা কেনা হয়!
ADYAMA GOLD JEWELLERY
Sevoke Road, Siliguri
9830330111

RICE ADAMAS GROUP
1ST TO BEGIN FIRST IN BENGAL
ADAMAS UNIVERSITY
NAAC GRADE A
AUJET 2026
17th April 2026
Avail upto 100% SCHOLARSHIP
Scan to Apply

At Adamas University, excellence isn't just a goal — it's a way of life. Ranked highly in Bengal across academics, research and student development, we don't just deliver top results; we nurture well-rounded individuals. Here, learning goes beyond the syllabus. From vibrant extracurricular to industry-ready programmes, we prepare our students to thrive — in the classroom, in the workplace and in life. With stellar recruitment opportunities, transformative experiences and a culture that fosters curiosity, creativity and confidence, Adamas University shapes not just careers, but complete human beings.
For students who aim to bloom in every aspect, Adamas University leads the way.

PLACEMENT RECORDS
1000+ Companies
8.5 LPA Average CTC
5000+ Job Offers
1000+ Multiple Job Offers
5000+ Paid Internships

1 IN BENGAL
To host three Nobel Prize winners across three consecutive convocations
NOBEL LAUREATES
Professor Ada E. Yonath who won the Nobel Prize in Chemistry in 2009, visited the campus on the occasion of our Sixth Convocation.
Kailash Satyarthi who won the Nobel Peace Prize in 2014, visited the campus on the occasion of our Seventh Convocation.
Prof. Sir Gregory Paul Winter who won the Nobel Prize in Chemistry in 2018, visited the campus on the occasion of our Eighth Convocation.

1 IN BENGAL
Accredited with NAAC A grade as a state private university
NAAC NATIONAL ASSESSMENT AND ACCREDITATION COUNCIL
Additional Accreditations
UGC Recognized
AICTE Approved
NCTE Approved
QS E-LEAD Certified
AERB Recognized
BCI Approved
PCI Approved

1 IN BENGAL
To achieve a ₹1 Crore placement milestone.
Shaswata Kapat
Associate Legal Counsel & Data Protection Officer
DIFX Technology LLC
B.Sc. & LL.B School of Law & Justice
Pass out Batch 2023

1 IN BENGAL
Ranked 2nd in Eastern India (out of 150+ universities)
25th in India (out of 700+ universities) in the Khelo India rankings

1 IN BENGAL
To house the highest-configuration supercomputer at a university in the state

1 IN BENGAL
Cultivating the spirit of innovation & entrepreneurship
The E-YUVA Centre at Adamas University was established with the support of the Biotechnology Industry Research Assistance Council (BIRAC), a Govt. of India enterprise. It is one of only 10 such centres in India.
Adamas University hosts the first research unit in eastern India dedicated to research on stem cells and regenerative sciences – the Subhash Mukhopadhyay Centre for Stem Cell Biology and Regenerative Medicine (SMC-SCBRM).
The SMC-SCBRM was inaugurated by Nobel Laureate Prof. Ada E. Yonath.

Earn Industry Certifications from AWS, IBM, SAP, Infosys,Wipro,Cybertech & ORACLE at Adamas University

6292 190 233 1800 419 7423
www.adamasuniversity.ac.in | Visit us on:
Campus: Adamas University, Barasat-Barrackpore Road, Barbaria, P.O Jagannathpur, District-24 Parganas (North), Kolkata-700 126, West Bengal, India
City Office: Haute Street, 86A, Topsia Road (2nd Floor), Topsia, Kolkata - 700046
STATE OFFICES: - Ranchi: Panchsheel Apartment | Bhubaneswar: Near Sisu Bhavan Flyover | Jamshedpur: Seagull Apartment | Patna: Hera Enclave, Dakbunglow Road | Agartala: Opposite Women's College | Siliguri: International Market, Sevoke Road | Durgapur: City Centre | Jammu & Kashmir: Taing Mohalla Shopian | Guwahati: Ffort Complex, Ulubari

পাত্র চাই

■ পাত্রী B.A., Eng.(H), 36/5', SC, SBI স্থায়ী কর্মী। এক বোন। পিতা অবসরপ্রাপ্ত SBI কর্মী। মা গৃহিণী। চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। 6295933518. (C/119772)

■ ব্রাহ্মণ, কাশ্যপ, মকর, দেব, 30/5'-5", M.Sc., B.Ed., Health Dept. চাকরিরত, কোচবিহার নিবাসী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত স্বঃ/অসঃ পাত্র চাই। Ph : 9475247544 (W), 9382084797. (C/120495)

■ ৩৯/৫'-৫", সঃ চাঃ রতা। ৪৪-এর মধ্যে চাকরিজীবী পাত্র চাই। Distance no bar. (M) 8768776048. (C/115475)

■ Saha, 25+/5'-2", M.A. English, ফর্সা পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। (M) 9474334837. (C/121021)

■ কায়স্থ, 28/5'-3", শিক্ষিতা, ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিরত পাত্র কাম্য। 7031809100. (C/121022)

■ 25/5'-2", USA স্থায়ী বাসিন্দা, Graduate, সুন্দরী পাত্রীর জন্য সুশিক্ষিত, সুদর্শন, 5'-8"-এর বেশী উচ্চতার পাত্র চাই। (M) 9679832996. (C/121026)

■ অবসরপ্রাপ্ত (সঃ) পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান, পাত্রী 5'-2", B.A. Comp. (Dip.), 30 বৎসর, পাত্রীর জন্য কেবলমাত্র শিলিগুড়ি মহকুমার অন্তর্গত চাকরিজীবী পাত্র চাই। ঘরজামাই অগ্রগণ্য। Mob : 9434352445. (C/121030)

■ ৩১+, উচ্চতা ৫'-৩", এমএ, বিএড, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, একমাত্র মেয়ে, চুক্তিভিত্তিক সরকারি চাকরিরত। কায়স্থ সম্প্রদায়ের রায়গঞ্জ অথবা আশপাশের এলাকার চাকরিজীবী পাত্র চাই। ম্যাট্রিমনি নিষ্প্রয়োজনীয়। (M) 7063023321. (C/121031)

■ জলঃ, কায়স্থ, 34/5'-4", প্রাঃ শিক্ষিকা, এক কন্যা, 10 বছর সহ সুন্দরী পাত্রীর প্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই (বিপত্নীক চলিবে)। (M) 9064577190, 7384174011. (C/120275)

■ ক্ষত্রিয় রাজবংশী, 31, B.Sc., D.El.Ed., অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার, সংসারী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত সরকারি কর্মচারী বা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র চাই। (M) 7063611045. (C/120837)

■ রাজবংশী, SC, 36, সঃ চাকরিরতা। সঃ চাকরিজীবী পাত্র চাই। বয়সে ছোট চলবে। কাস্ট নো বার। (M) 7076784540. (C/120143)

পাত্র চাই

■ কায়স্থ, ২৮/৫'-২", M.A., B.Ed., নামমাত্র ডিভোর্সি। এইরূপ পাত্রীর জন্য ৩৭-এর মধ্যে উপযুক্ত পাত্র কাম্য। ম্যাট্রিমনিয়াল সাইট অনাবশ্যক। যোগাযোগ নং- 9434208025. (C/121037)

■ স্বল্পদিনের ডিভোর্সি, পূঃ বঃ কায়স্থ, ৩৪/৫'-২", M.A., B.Ed. (Sanskrit), MLIS, বেঃ সরকারি স্কুলের Librarian পদে কর্মরত। সরকারি চাকরিজীবী/শিক্ষক/ উপযুক্ত পাত্র কাম্য। নরগণ বাদে ডিভোর্সি, সন্তানহীন অথবা অবিবাহিত পাত্র চাই। কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলা অগ্রগণ্য। প্রকৃত অভিভাবক যোগাযোগ করুন। (M) 9800421362. (C/120618)

■ কায়স্থ, শিলিগুড়ি নিবাসী, বয়স 29+/5'-3", ফর্সা, M.A., B.Ed., পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী/ প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, 33-34 বছরের বয়সের মধ্যে শিলিগুড়ি বা তার আশপাশের এলাকার মধ্যে পাত্র কাম্য। (M) 9735043271, 7602900249. (C/121105)

■ ব্রাহ্মণ, 32, সঃ চাকরিজীবী পাত্রীর জন্য সঃ/বেঃ সঃ/ব্যবসায়ী 33-36 বছর বয়সি ব্রাহ্মণ পাত্র কাম্য। 7047498016. (C/120619)

■ জেনারেল, 31, BHMS, 5'-3", ফর্সা, সুশ্রী, একমাত্র কন্যার সরকারি/ বেসরকারি উপযুক্ত স্বঃ/অসবর্ণ পাত্র চাই। (M) 9733067702, 7980677976. (S/C)

■ আলিপুরদুয়ার নিবাসী, 31/5'-2", M.A., B.Ed., (Eng.), Asstt. Teacher, Bihar Govt., পিতা অবসরপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী, একমাত্র কন্যার জন্য চাকরিজীবী সুপাত্র চাই। (M) 9734957975. (U/D)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, 36+/5'-4", Slim, সুশ্রী, M.Sc., স্কুল শিক্ষিকা (Govt.), পাত্রীর জন্য উত্তরবঙ্গ নিবাসী চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। (M) 8145713208 (7 P.M. - 9 P.M.). (B/S)

■ পূর্ববঙ্গ, ক্ষত্রিয়, রাজ্য সরকারি চাকরিরতা, 31+/5'-2", পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী অনূর্ধ্ব 37 পাত্র কাম্য। (M) 8016690615. (K)

■ Gen., 28/5'-3", সুশ্রী, ফর্সা, শান্ত, M.A., B.Ed., পাত্রীর জন্য ভদ্র পরিবারের সুপ্রতিষ্ঠিত ভদ্র পাত্র চাই। সত্বর বিবাহ। Mob : 8597635530. (C/120842)

■ বারুজীবী, 32+/5', Eng.(H), প্রাথমিক শিক্ষিকা, স্বঃ/অসঃ, চাকুরে/ ব্যবসায়ী পাত্র চাই। জলপাইগুড়ি। (M) 8101692289. (C/120840)

পাত্র চাই

■ কায়স্থ, 29/5'-4", বিএ (অনার্স), মাঙ্গলিক দোষ কাটানো, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, অবসরপ্রাপ্ত রাজ্য সরকারি কর্মীর একমাত্র কন্যার জন্য জলপাইগুড়ি বা নিকটবর্তী স্থায়ী সরকারি/নামী বেসরকারি দপ্তরের উপযুক্ত পদে কর্মরত পাত্র কাম্য। Ph.No. 8167750090. (C/120834)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, গুহ, ৩৭/৫'-৩', কন্যা রাশি, নরগণ, এমএ, ডিএড, উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) ৭০০১৭৫৮১৬৭. (C/120841)

■ পূঃ বঃ কুলীন কায়স্থ, সঃ প্রাঃ শিক্ষিকা (3.2.94), সম্ভ্রান্ত প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পরিবারের পাত্রীর জন্য চাকরি/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (পাত্রী মাঙ্গলিক প্রতিকার করা)। উঃ+দঃ দিনাজপুর অগ্রগণ্য। (M) 9434347259. (C/121059)

■ গভর্নমেন্ট স্কুল টিচার, 37, স্বল্প ডিভোর্সি, সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। +91 9732855401. (C/121060)

■ রাজবংশী ক্ষত্রিয়, 30+/5'-3", B.A.(H), B.Ed., পাত্রীর জন্য উপযুক্ত চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। মোঃ 7584083311. (D/S)

■ আলিপুরদুয়ার নিবাসী, ঘোষ, 35/5'-2", M.A. (Eng.), B.Ed., ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। (M) 9734189905. (C/120144)

■ কায়স্থ, উঃ দিঃ কালিয়াগঞ্জ নিবাসী, 27/5'-1", M.A., D.El. Ed., বাবা সরকারি কর্মচারী (অবসরপ্রাপ্ত), মা সরকারি কর্মরতা। এইরূপ পাত্রীর জন্য সরকারি/ প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য, অনূর্ধ্ব 35। ঘটক নিষ্প্রয়োজন। (M) 7478333805. (C/121076)

■ ব্রাহ্মণ, শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য অধ্যাপক/সঃ অফিসার/ব্যাংক/রেল কর্মী 36-এর মধ্যে পাত্র চাই, শীঘ্রই। 9002875953. (C/121062)

■ রাজবংশী, ক্ষত্রিয়, 27/5', LLM, Legal Practitioner, সুশ্রী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 8617664721. (C/121064)

■ নমশূদ্র, 26/5', বেঃ সঃ নার্স পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী যোগ্য পাত্র কাম্য। পিতা অবঃ সেন্ট্রাল গভঃ কর্মচারী। (M) 7074627258. (C/120838)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ব্রাহ্মণ, ২৮ বছর, M.Sc., প্রাইভেট স্কুলে কর্মরতা, ভালো গান জানে, পিতা অবসরপ্রাপ্ত, এরূপ পাত্রীর যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9382769159. (C/121069)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, ২৯+/৫'-৪", B.A.(H), আবৃত্তিশিল্পী পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। ঘটক/ ম্যাট্রিমনি সাইট নিষ্প্রয়োজন। (M) 9434872730. (C/121038)

■ PSU Bank অফিসার, M.Sc. Math, জন্ম 1991, March, 5 ft. ফর্সা, উপযুক্ত পাত্র কাম্য। 7601941915. (C/121042)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, একমাত্র কন্যা, B.A. Hons., ফর্সা, তুলা রাশি, দেবারিগণ, 34+/5', কায়স্থ, চৌধুরী, ঘরোয়া পাত্রীর জন্য সরকারি, বেসরকারি কর্মী, শিলিগুড়ি নিবাসী, সুশ্রী পাত্র কাম্য। যোগাযোগ- 9434876231. (C/121046)

■ পাত্রী কায়স্থ, ৫ ফুট, ৩০ বছর, সরকারি হাসপাতালের স্টাফ নার্স, (B.Sc. Nursing পাশ), পিতা রিটায়ার্ড সরকারি চিকিৎসক, সরকারি চাকরিজীবী/ প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র চাই। (M) 9800600609. (C/121041)

■ ব্রাহ্মণ, ২৮/৫'-৫", গ্র্যাজুয়েট পাত্রীর জন্য সরকারি চাকুরে পাত্র কাম্য। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। (Mb.) 7029430704. (C/120835)

■ 28/5'-4", শ্যামবর্ণ, কনভেন্ট Educated MCA পাশ (KIITEE), দেবনাথ, TCS Mumbai কর্মরত, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 7548969595. (C/121111)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬, ফর্সা, সুন্দরী, M.Tech. MNC-তে কর্মরতা। এইরূপ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। 8637896519. (C/121069)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬, MBA, সরকারি ব্যাংক-এ কর্মরতা, এইরূপ পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী/ ব্যবসায়ী উপযুক্ত পাত্র কাম্য। 9382435745. (C/121069)

■ কায়স্থ, 43+/5', পোস্ট গ্র্যাজুয়েট, MNC-তে কর্মরতা কোলকাতায়। বাড়ি শিলিগুড়ি, ইস্যুলেস ডিভোর্সি পাত্রীর জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত/চাকরিজীবী পাত্র চাই। সিঙ্গল সন্তানে আপত্তি নেই। M/W No. 7551880692. (C/121115)

পাত্র চাই

■ প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষিকা, 36/5'-3", কায়স্থ, M.A./B.Ed. পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। (M) 8250470063. (C/120146)

■ বিএসসি, ৩৩+/৫'-২", নমশূদ্র। পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকে অফিসার পদে কর্মরতা, স্বঃ/অসবর্ণ উপযুক্ত চাকরিজীবী পাত্র চাই। পাত্রীর বাড়ি ইসলামপুরে। মোঃ ৮০১৬৯৮৬৬৪৭. (C/121071)

■ বয়স 58, বিধবা, পেনশন+ঘর ভাড়া বাবদ মাসিক আয় ৬৫ হাজার। সঠিক জীবনসঙ্গী প্রয়োজন। 6297679754. (K)

■ বয়স 27, প্রকৃত সুন্দরী, প্রাইভেট হাসপাতালে নার্স, পিতা সরকারি কর্মচারী। পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। 6296019989. (K)

■ বয়স 45, স্বল্পকালীন ডিভোর্সি, নিঃসন্তান, সরকারি ব্যাংকে কর্মরতা পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। Mob : 9230648121. (K)

■ ইসলামপুর নিবাসী। সমাজবিজ্ঞানে স্নাতক, উচ্চমাধ্যমিক বিজ্ঞান বিভাগে, গান জানা মেয়ে বর্তমানে চাকরির প্রস্তুতি নিচ্ছে, বয়স 31 বছর, উচ্চতা 5'-1", বাবা প্রাইমারী স্কুল শিক্ষক ও সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, বিজ্ঞান বিভাগ ও চাকরিজীবী পাত্র অগ্রাধিকার। 8108984537. (C/121072)

■ কায়স্থ, 31/5'-4", Ph.D., দেবারি, মাঙ্গলিক, ফর্সা, সুন্দরী, বাবা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, শিলিগুড়ি নিবাসী, একমাত্র কন্যার জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। 8167510226. (C/121114)

■ রাজবংশী, শিলিগুড়ি নিবাসী, 29/5'-2", M.A., D.El.Ed., সুশ্রী পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 7679975768. (C/121114)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, ব্রাহ্মণ, শাণ্ডিল্য গোত্র, ফর্সা, সুন্দরী, 5'-8", B.Tech., সঃ ব্যাংক অফিসার, জন্ম Nov. '92, পাত্রীর জন্য অমাঙ্গলিক, অদেবারী উপযুক্ত চাকরিরত ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। Mob., W/Ap : 6294650128. (C/121113)

■ পূর্ণিয়া নিবাসী চৌধুরী, 24/5'-3", B.Sc. Pass, সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। 7439663702. (C/121113)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬+, পাত্রী শিক্ষিতা, সুন্দরী এবং নিজস্ব বুটিক-এর ব্যবসা করেন। পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ও মাতা গৃহবধূ। পাত্র কাম্য। (M) 8101178439. (C/121113)

■ পাত্রী ২৮+, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, M.A. পাশ, নামমাত্র ডিভোর্সি, বর্তমানে ICDS-এ সুপারভাইজার পদে কর্মরতা। পিতা ও মাতা সরকারি চাকরিজীবী। এইরূপ পাত্রীর জন্য উত্তরবঙ্গ নিবাসী পাত্র চাই। (M) 9242295120. (C/121113)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, সুশ্রী, ২৫, M.Sc. পাশ ও বর্তমানে সরকারি ব্যাংকে কর্মরতা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। (M) 9874206159. (C/121113)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, সুশ্রী, ২৩, B.Sc. পাশ ও গানে বিশারদ। পিতা সরকারি চাকরিজীবী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। (M) 9330394371. (C/121113)

■ জন্ম ১৯৯৭, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, কন্যা সুশ্রী, M.Sc. পাশ ও প্রাইভেট স্কুলে কর্মরতা, পিতা ব্যবসায়ী। এইরূপ পরিবারের পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7596994108. (C/121113)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬, B.Tech. পাশ ও বর্তমানে নামী MNC-তে চাকরিরতা। পিতা গভঃ চাকরিজীবী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/121113)

■ উত্তরবঙ্গের রাজবংশী পরিবারের কনিষ্ঠ কন্যাসন্তান, বয়স ২৫+, শিক্ষিতা, গৃহকর্মে নিপুণা। পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত। যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/121113)

■ কায়স্থ, 29+/5'-3", B.A. (Hons., Journalism), প্রকৃত সুন্দরী, ফর্সা, সাংসারিক, একমাত্র সন্তান পাত্রীর জন্য প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী/ উচ্চপদস্থ সঃ কর্মী, শিলিগুড়ি নিবাসী (30-32 মধ্যে) সুপাত্র কাম্য। (M) 9775125875.

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, 26/5'-3", B.Sc. Pass, Govt. Bank কর্মরতা, ভদ্র পরিবারের পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। 9330848518. (C/121113)

■ সাহা, 30/5'-3", M.A.Pass, হোমটিউটর, ভদ্র পরিবারের পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। 7407777995. (C/121113)

■ ব্রাহ্মণ, 23/5'-3", M.A. পাঠরতা, সুন্দরী, ঘরোয়া, গান জানা পাত্রীর জন্য সুপাত্র চাই। 9836935367. (C/121113)

■ নমশূদ্র, 28+/5'-2", M.A., D.El. Ed., BLIS Pass, মা পেনশনভোগী, এইরূপ সুশ্রী পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী/ প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 7479165780. (C/121113)

■ Gen., 35/4'-11", স্লিম, শ্যামলা, MSW, T.G.W. Off. পাত্রীর প্রতিষ্ঠিত পাত্র কাম্য। ঘটক বাদে জলপাইগুড়ি/ শিলিগুড়ি সন্নিহিত অগ্রগণ্য। (M) 9382437462. (C/121116)

পাত্রী চাই

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, পাত্রের বয়স ২৯+, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, হিন্দু বাঙালি পরিবার। পিতা ব্যবসায়ী ও মাতা গৃহবধূ। যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 8101178439. (C'/121113)

পাত্রী চাই

■ জয় রাধে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা, জেনারেল, 32+/5'-9", ডিভোর্সি। শুধু পাত্রীপক্ষ যোগাযোগ করুন। (M) 9933133251. (C/121113)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ডিভোর্সি, জোড়া এমএ, ইংরেজি কোচিং সেন্টার আর অস্থায়ী শিক্ষক সরকারি স্কুলে, আয় ৫০,০০০/-, বয়স ৪৩, ঘরোয়া পাত্রী চাই। (M) 8944000543. (C/113721)

■ ভরদ্বাজ, কায়স্থ, 38/5'-6", নরগণ, একমাত্র সন্তান, শিলিগুড়ি নিবাসী, W.B.Govt-এর Gr.-A পদে কর্মরত, এরূপ পাত্রের জন্য উপযুক্ত সরঃ/শিক্ষিকা/প্রফেসর/পিসিউ-তে কর্মরতা চাকরিজীবী, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। 7679932953. (C/113722)

■ বৈদ্য পাত্র, 28+, উঃ বঙ্গ নিবাসী, মাল্টিন্যাশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানীতে কর্মরত, পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব 26, স্বঃ/অসবর্ণ, শিক্ষিত, সুশ্রী পাত্রী চাই। 9002314520. (C/121027)

■ ব্রাহ্মণ, 40+/5'-5", M.A. (ইতিহাস), সুউপায়ী, মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ ঘরের সুশ্রী, শিক্ষিতা, ঘরোয়া পাত্রী চাই। (M) 9563655723. (S/T)

■ কোচবিহার নিবাসী, ডিভোর্সি, কায়স্থ, চাকরিজীবী, B.A. Hons., 45+/5'-4", পাত্রের জন্য সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। 9933992593. (C/120608)

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, 31/5'-9", প্রাইভেট কোম্পানীতে কর্মরত, একমাত্র সন্তান। সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। কেবলমাত্র অভিভাবক যোগাযোগ করবেন। (M) 9474680961. (K/D/R)

■ কায়স্থ, 37+/5'-1", গৃহশিক্ষক। সুপাত্রী কাম্য। 7432934723. (C/121040)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, একমাত্র পুত্র, B.Tech., S.R.M. Chennai, 31+/6 ft., কায়স্থ, পালচৌধুরী, দেবারিগণ, বৃষ রাশি, MNC কর্মরত, পাত্রের জন্য ঘরোয়া, সুশ্রী, শিক্ষিত পাত্রী কাম্য। যোগাযোগ-8101074356. (C/121047)

■ পাত্র কায়স্থ, মকর, দেবগণ, 33/5'-11", M.Sc., B.Ed., বেঃ সঃ ইংরেজি-মাধ্যম স্কুল শিক্ষক (উঃ মাঃ), বেতন 75K p.m., সুশ্রী, নম্র ও উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 8637803885. (A/K)

■ পাত্র Hons. Graduate, Engineer, 30/5'-8", মাহিষ্য, বড় Co.-তে উচ্চপদে কর্মরত শিলিগুড়িতে। পিতা Govt. Gazatted Officer, বাড়ি শিলিগুড়ি। উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 7001265165, 9734969993, রাত্রি ৮টার পর। (No Agency contact). (C/120845)

পাত্রী চাই

■ বারুজীবী, আলিপুরদুয়ার শহর নিবাসী, 34/5'-6", M.A., B.Ed., সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী চাই। (M) 9679269053. (U/D)

■ সাহা, 34/5'-10", B.Com., প্রাইভেট কোম্পানিতে জোনাল ম্যানেজার পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী চাই। (M) 9593674181. (C/121109)

■ পাত্র কায়স্থ, উচ্চতা 5'-5", H.S. Pass, দক্ষিণ দিনাজপুর বালুরঘাটের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য স্নাতক, অনূর্ধ্ব 33 বৎসর-এর মধ্যে সুপাত্রী কাম্য। উত্তরবঙ্গবাসী অগ্রগণ্য। Mo. 9647849115. (C/121050)

■ কায়স্থ দাস, ধূপগুড়ি নিবাসী, 35/5'-7", Telecom Engineer (রিলায়েন্স), ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। (M) 6296903310. (C/120624)

■ WB, ব্রাহ্মণ, 35/5'-3", কেঃ সরকারি কর্মচারী। অনূর্ধ্ব 28, ব্রাহ্মণ/ উচ্চবর্ণীয় শিক্ষিতা, সুশ্রী, উঃ বঙ্গ পাত্রী কাম্য। ম্যাট্রিমনি নিষ্প্রয়োজন। (M) 7001917551. (C/120969)

■ কুলীন কায়স্থ, ঘোষ, 38/5'-8", রায়গঞ্জ নিবাসী, B.Sc. (Hons.), Software, সরকারি স্কুলের ICT শিক্ষকের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। কর্মরতা অগ্রগণ্য। (M) 7872818924. (C/121059)

■ রায়গঞ্জ, সুদর্শন, কায়স্থ পাত্র, 44+/5'-2", সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসা। মাধ্যমিক পাশ ও ঘরোয়া পাত্রী চাই। (M) 8101753704. (C/121059)

■ রায়গঞ্জ, কায়স্থ, 31+/5'-1/2", M.A., B.Ed., M.Ed., প্রাইভেট B.Ed. কলেজের অধ্যাপক। পিতা-মাতার একমাত্র পুত্র, পিতা অবসরপ্রাপ্ত উঃ মাঃ শিক্ষক। বর্তমানে B.Ed. College, Pharmacy College, অনুষ্ঠান ভবন, আবাসিক হোটেল প্রভৃতি ব্যবসার সাথে যুক্ত। উপযুক্ত শিক্ষিতা পাত্রী চাই। অভিভাবক সরাসরি যোগাযোগ করবেন। (M) 9932076314. (C/121059)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, 37/5'-7", স্নাতক, বৃষ রাশি, বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত পাত্রের ঘরোয়া, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। যোগাযোগের সময়-সন্ধে 6টা থেকে রাত 10 টার মধ্যে। (M) 9832738345, 9547959800. (C/121114)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, পাত্র 36/5'-6", অ্যাথলেটিক, প্রতিষ্ঠিত Fitness Centre Owner, অনূর্ধ্ব 29, শিক্ষিতা, ভদ্র পাত্রী প্রার্থনীয়। দাবিহীন, সরল রেজিস্ট্রি বিবাহ। 9641337168 (12-4টা)। শুধুমাত্র সিরিয়াস পরিবার। (C/121063)

পাত্রী চাই

■ পাত্র কায়স্থ, BCA, MBA, 28 বছর, আলিম্যান গোত্র, ব্যবসায়ী, সুন্দর, ফর্সা, অমাঙ্গলিক, 5'-2" উচ্চতা, উত্তরবঙ্গীয় সুন্দরী পাত্রী কাম্য। একই গোত্র চলিবে না। (M) 9474379205. (C/121068)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৪ বছর, PWD-তে উচ্চপদে কর্মরত, পিতা অবসরপ্রাপ্ত। এরূপ পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9382769159. (C/121069)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ৩২, M.Tech., MNC কর্মরত। এরূপ পাত্রের জন্য সুপাত্রী কাম্য। (M) 9832125114. (C/121069)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, 'রাজবংশী', ৩০, সেন্ট্রাল গভঃ কর্মরত, এরূপ পাত্রের জন্য সুপাত্রী কাম্য। (M) 9832125114. (C/121069)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ২৯, M.Sc., অ্যাগ্রিকালচার অফিসার, পিতা-মাতা অবসরপ্রাপ্ত টিচার, এরূপ প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই, দাবিহীন। 9382435745. (C/121069)

■ যাদব, 37/5'-7", M.Sc. (Phy.), B.Ed., Pvt. ইং-মাধ্যম শিক্ষক, সংগীত শিল্পী, জলপাইগুড়িতে নিজস্ব Reputed কোচিং সেন্টার, নিজ বাড়ি, গাড়ি, দাবিহীন, নেশাহীন সচ্ছল পাত্রের দেবারি বাদে সুশ্রী পাত্রী কাম্য। 7478175730 (রাত্রি 7টা-11টা)। (C/120843)

■ দঃ দিনাজপুর, 29, Ph.D. অসম্পূর্ণ, কন্ট্রাঃ চাকরি (ছেড়ে শিলিঃ/অন্যত্র যেতে চায়), নিরামিষ, ব্রাহ্মণ পাত্রী অগ্রগণ্য। 9832608747. (C/121073)

■ বারুজীবী, 29/5'-3", H.S. শিলিগুড়ি নিবাসী, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9832451507. (C/121114)

■ পাত্র 58+, প্রতিষ্ঠিত, নিজস্ব ফ্ল্যাট। পাত্রের 40+, সুশ্রী পাত্রী চাই। নিঃসন্তান ডিভোর্সিও চলিবে। শর্তসাপেক্ষে। 8900575289. (C/121114)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, পাত্রের বয়স ৩৪+, ডিভোর্সি, পাত্র PWD-তে ইঞ্জিনিয়ার পদে কর্মরত। পিতা ব্যবসায়ী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পরিবারের ছেলের জন্য পাত্রী চাই। (M) 9242295120. (C/121113)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩২, M.Tech. পাশ ও বর্তমানে সেন্ট্রাল গভঃ-এর এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া-তে কলকাতাতে কর্মরত। পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9874206159. (C/121113)

পাত্রী চাই

■ রাজবংশী, 41/5ft. 6", জলপাইগুড়িতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক 2011, উপযুক্ত পাত্রী চাই। 9733631106. (C/121065)

■ ৩৩+, কায়স্থ, ৫'-৯", মাঙ্গলিক, M.Tech. in Civil Eng. (Structure), ব্যবসায়ী, একমাত্র পুত্রের জন্য সুশ্রী, ফর্সা, শিক্ষিতা, ঘরোয়া পাত্রী চাই। ৯৪৩৪৮২৬৭১৬. (C/113720)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ব্রাহ্মণ, ২৯, MBA পাশ ও সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী (EPFO), কারেন্ট পোস্টিং কলকাতা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত গভঃ চাকরিজীবী, মাতা গৃহবধূ। পাত্রী কাম্য। (M) 9330394371. (C/121113)

■ জন্ম ১৯৯৩, জলপাইগুড়ি বাসিন্দা, M.Tech পাশ ও ইন্ডিয়ান রেলওয়ে-তে ইঞ্জিনিয়ার পদে কর্মরত পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 7596994108. (C/121113)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩২, M.Tech. ও বর্তমানে MNC-তে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত গভঃ চাকরিজীবী ও মাতা মৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/121113)

■ উত্তরবঙ্গের রাজবংশী পরিবারের একমাত্র পুত্রসন্তান, বয়স ৩২+, শিক্ষিত, রাজ্য সরকারি চাকরিজীবী পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী খোঁজা হচ্ছে। (M) 7679478988. (C/121113)

■ আলিপুরদুয়ার নিবাসী, 32/5'-8", B.Tech., MBA, PWD Engineer এবং উচ্চ ব্যবসায়ী পরিবারের পাত্রের জন্য শান্তস্বভাবের পাত্রী চাই। 9734488968. (C/121113)

■ নামমাত্র ডিভোর্সি, 5'-8", B.Tech., MBA, SBI Bank উচ্চপদে কর্মরত পাত্রের জন্য শিক্ষিত, সাধারণ পরিবারের পাত্রী চাই। 9733066658. (C/121113)

■ সাহা, শিলিগুড়ি, ৩১/৫'-৯", শিক্ষিত, বেসরকারি চাকরিরত পাত্রের জন্য ফর্সা সুপাত্রী চাই। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। মোবাইল : 6296355104. (C/121116)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ মিলন ওয়েডলক ম্যাট্রিমনি সেন্টার, কলিকাতা, শিলিগুড়ি, গুয়াহাটি ও দুর্গাপুর। পুরোপুরি অফলাইন। ফ্রি রেজিস্ট্রেশন। (M) 9007016088. (C/121113)

■ একমাত্র আমরাই পাত্রপাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 999/-, Unlimited Choice. (M) 9038408885. (C/120495)

ALLEN Results Validated by
Official result validator
EY
Shape the future with confidence

ALLEN
WHERE CHAMPIONS ARE MADE

JEE Main 2026 (Session 1)

8 Out of 12 ALLENites achieved Overall 100%ile

100%ile RAJASTHAN TOPPER
Kabeer Chhillar
Classroom Course

100%ile RAJASTHAN TOPPER
Arnav Gautam
Classroom Course

100%ile BIHAR TOPPER
Shubham Kumar
Classroom Course

100%ile ODISHA TOPPER
Bhavesh Patra
Classroom Course

100%ile RAJASTHAN TOPPER
Chiranjib Kar
Classroom Course

100%ile GUJARAT TOPPER
Purohit Nimay
Classroom Course

100%ile HARYANA TOPPER
Anay Jain
Classroom Course

100%ile DELHI (NCT) TOPPER
Shreyas Mishra
Online Recorded+Test Series Course

Scan to Meet Our Champions

ALLEN SILIGURI CHAMPIONS

99.895 %ile
ADITYA AGARWAL
Classroom Course

99.840 %ile
OJAS KUMAR
Classroom Course

99.587 %ile
ABHIGYAN CHAK.
Classroom Course

99.538 %ile
HARSH KUMAR
Classroom Course

99.248 %ile
ABHIROOP MAJUMDER
Classroom Course

99.231 %ile
ADITYA SINGHAL
Classroom Course

99.219 %ile
AYUSH KUMAR JHA
Classroom Course

99.204 %ile
SAYAK DAS GUPTA
Classroom Course

JEE (ADV.) 2025

AIR 892
IIT, BHU
Pranshu Goyal
Classroom Course

AIR 965
IIT, BHU
Vatsal Varenya
Classroom Course

AIR 1584
IIT, Bombay
Pritish Nandy
Classroom Course

AIR 1688
IIT, Indore
Mayank Khoria
Classroom Course

AIR 4338
IIT, Roorkee
Abhirup Mahato
Classroom Course

NEET (UG) 2025

AIR 785
AIIMS, Bhubaneswar
Maahir Hasan
Classroom Course

AIR 2802
AIIMS, Guwahati
Sankalan Roy
Classroom Course

AIR 5287
GMCH, Guwahati
Deboleena Hazarika
Classroom Course

AIR 9739
NRSMC&H, Kolkata
Prathama Banerjee
Classroom Course

AIR 10430
CMC, Kolkata
Bodhisattwa Basak
Classroom Course

4226 ALLENites out of 18160 seats in IIT (2025)

459 ALLENites out of 2257 seats in AIIMS (2025)

They made it possible with ALLEN, Now it's your turn.

ADMISSIONS OPEN
JEE | NEET | OLYMPIADS | CLASSES 7TH TO 10TH

SIGN UP FOR ASAT
GET UP TO **90%** SCHOLARSHIP*

Test Dates
22 & 29 March 2026

Class 10th to 11th
Nurture Course
JEE (Main+Adv.): 2 April
NEET (UG): 2 April

Class 11th to 12th
Enthusiast Course
JEE (Main+Adv.): 24 March
NEET (UG): 24 March

Class 12th pass
Leader Course
JEE (Main+Adv.): 21 April
NEET (UG): 28 April

WEEKEND BATCH
Nurture + Enthusiast +PNCF
JEE (Main+Adv.): 2 April
NEET (UG): 2 April
CLASS 7th to 10th: 2 April

Class 7th to 10th
Pre-Nurture & Career Foundation
CLASS 7th to 10th: 2 April

*Subject to the scholarship rules and the T&Cs.

For test dates & course start dates visit website or nearest centre.

ALLEN SILIGURI
95137 84242
allen.ac.in/siliguri

ALLEN KOTA
86906 60111
allen.in

Disclaimer: We provide an academic ecosystem and environment to prepare students for their target examinations. Studying in a coaching institute does not guarantee selection for the examination. Selection depends on preparation, admission seats in competitive exam and the number of applicants appearing. All the students mentioned are part of paid courses.

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ব্যবসার মন্দাজনিত কারণে একটু চিন্তা থাকলেও সপ্তাহের মধ্যভাগ থেকে তা কেটে যাবে। বিপন্ন কোনও পরিবারের পাশে দাঁড়াতে পেরে শান্তি পাবেন। পথে চলতে খুব সতর্ক থাকা দরকার। পুরোনো সম্পর্ক ফের জোড়া লাগবে। দীর্ঘদিন ধরে কর্মক্ষেত্রে চলা কোনও সমস্যা এ সপ্তাহে মিটে যাবে।

বৃষ : নিজের শরীর নিয়ে ভোগান্তি বাড়বে। সন্তানের পরীক্ষার সাফল্যে খুশি হবেন। পরিবার নিয়ে ভ্রমণে আনন্দলাভ। বাড়িতে নতুন অতিথির আগমনে আনন্দ। কোমর ও ঘাড়ের ব্যথায় দুর্ভোগ বৃদ্ধি। পাওনা আদায় হওয়ায় স্বস্তি মিলবে। মধুর কথাবার্তার জন্য সমাজে বিশেষভাবে প্রশংসিত হবেন। দামি উপহারপ্রাপ্তির যোগ।

মিথুন : মায়ের পরামর্শে দাম্পত্যে সমস্যা কাটবে। নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা গ্রহণ। উচ্চ রক্তচাপের রোগীরা সাবধানে থাকুন। বিদেশে যাওয়ার বাধা কেটে যাবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার সব সিদ্ধান্তই গৃহীত হবে। অভিনয় ও সংগীতের ব্যক্তিরা এ সপ্তাহে নতুন কোনও সুযোগ পেয়ে খুশি হবেন। নতুন কোনও কাজ শুরু করতে পারেন।

কর্কট : সন্তানের উচ্চশিক্ষায় ব্যয় বাড়বে। নতুন সম্পদ কিনে লাভবান হবেন। মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা হতে পারে। প্রেমের সঙ্গীর সঙ্গে অকারণে সমস্যা হতে পারে। ভ্রমণের পরিকল্পনায় বাধা পড়তে পারে। দীর্ঘদিনের কোনও আশা পূরণ হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির খবর পেতে পারেন।

সিংহ : অন্যায় কাজ থেকে নিজেকে দূরে রাখুন। আপনার উদারতার সুযোগ নিয়ে কেউ ঠকাতে পারে। দূরের কোনও প্রিয়জনের সুসংবাদ পেয়ে খুশি হবেন। বাড়ি সংস্কারে নেমে হিসাববহির্ভূত ব্যয় হওয়ায় দুশ্চিন্তা। প্রেমের সঙ্গীকে ভুল বুঝবেন। সংসারের কাজের জন্য দূরে যেতে হতে পারে। বাড়িতে বয়স্কজনের শরীর নিয়ে চিন্তা থাকবে। সামান্য কথা নিয়ে বন্ধুর সঙ্গে মনোমালিন্য হতে পারে।

কন্যা : বাবার পরামর্শে ব্যবসায় উন্নতি। আপনার সাহসী সিদ্ধান্তে সাফল্য মিলবে। নতুন কর্মক্ষেত্রে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। নিজের শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা কেটে যাবে। সন্তানের কৃতিত্বে গর্ব। নতুন ব্যবসা নিয়ে টাকার সমস্যা কেটে যাবে। বাড়িতে আত্মীয়স্বজনের আগমনে খরচের বহর বাড়বে।

তুলা : ভ্রমণে বের হয়ে সামান্য আর্থিক সমস্যায় পড়তে পারেন। নতুন ঘর ও জমি কেনার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ। ব্যবসার কারণে ঋণ নিতে হতে পারে। উচ্চ রক্তচাপের রোগীরা সাবধানে থাকুন। চাকরিপ্রার্থীর সংবাদে খুশি। কারও উপকার করতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। এ সপ্তাহে একটু সতর্ক হয়ে চলাফেরা করুন।

বৃশ্চিক : এ সপ্তাহে খুব হিসেব করে সিদ্ধান্ত নিন। কোনও রকম আবেগকে প্রশ্রয় দেবেন না। সন্তানের বিদেশযাত্রা নিয়ে যে সমস্যা ছিল তা এ সপ্তাহে কেটে যাবে। হাঁটু ও কোমরের ব্যথায় দুর্ভোগ। সেবামূলক কাজে অংশ নিয়ে তৃপ্তি পাবেন। নতুন জমি কিনে লাভবান হবেন। শরীর নিয়ে চিন্তা কাটবে।

ধনু : বাড়িতে পুজার্চনায় উদ্যোগ গ্রহণ। বাবা ও মায়ের পরামর্শ মেনে লাভবান হবেন। ব্যবসায় বাড়তি বিনিয়োগ করা যাবে। স্বর্ণ ও বস্ত্র ব্যবসায় লাভবান হবেন। মূল্যবান দ্রব্য হারাতে পারে। সংগীতশিল্পী হলে নতুন সুযোগ পেতে পারেন। প্রেমের সম্পর্ক বাড়িতে মেনে নাও নিতে পারে। কর্মক্ষেত্রে পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে।

মকর : অন্যায়কারীকে এ সপ্তাহে চিহ্নিত করতে পারায় স্বস্তি। পরীক্ষার ফল ভালো করবেন। এই সপ্তাহে দুটি চাকরির সুযোগ মিলতে পারে। জনকল্যাণমূলক কাজের সঙ্গে থাকায় মানসিক তৃপ্তিলাভ। বহুদিন আগের কোনও কাজের ফল এ সপ্তাহে মিলবে। অধ্যাপক ও চিকিৎসকগণের শুভ। কোনও ধর্মীয় কাজে যোগ দিয়ে মনে শান্তি পাবেন। তীর্থভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হবে।

কুম্ভ : সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে। দাম্পত্যের অশান্তিকে সর্বসমক্ষে আনলেই তা আরও জটিল হয়ে উঠবে। দূরের কোনও বন্ধুর সহায়তায় ব্যবসায় অগ্রগতি। ভ্রমণে জলপথ বাদ রাখার চেষ্টা করুন। সন্তানের পড়াশোনা নিয়ে চিন্তা বাড়তে পারে। এ সপ্তাহে আর্থিক উপার্জন ভালোই থাকবে।

মীন : পাওনা আদায় হওয়ায় মানসিক শান্তি ফিরবে। নতুন ব্যবসায় প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখোমুখি হলেও লাভবান হবেন। সংসারের কোনও সদস্যের উন্নতির জন্য আনন্দলাভ। পেটের রোগের কারণে কোনও অনুষ্ঠান বাতিল হতে পারে। নতুন বাড়ি ও জমি কেনার সিদ্ধান্ত নিতেই পারেন। সপ্তাহের শেষদিকে দাঁত ও বাতের ব্যথায় ভোগান্তি বাড়বে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৩০ ফাল্গুন, ১৪৩২, ভাঃ ২৪ ফাল্গুন, ১৫ মার্চ, ২০২৬, ৩০ ফাগুন, সংবৎ ১১ চৈত্র বদি, ২৫ রমজান। সূঃ উঃ ৫।৫২ অঃ ৫।৪২। রবিবার, একাদশী দিবা ৭।১৮। শ্রবণানক্ষত্র শেষরাত্রি ৪।৩৪। পরিঘযোগ দিবা ৯।১৩। বালবকরণ দিবা ৭।১৮ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ৭।৩৯ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, শেষরাত্রি ৪।৩৪ গতে রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা। মৃতে - একপাদদোষ, দিবা ৭।১৮ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- অগ্নিকোণে, দিবা ৭।১৮ গতে নৈর্ঋতে। বারবেলাদি ১০।১৮ গতে ১।১৬ মধ্যে। কালরাত্রি ১।১৮ গতে ২।৪৯ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- দিবা ১১।৪৭ মধ্যে দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দ্বাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। দিবা ৭।১৮ গতে চন্দ্রগ্রহা। একাদশীর উপবাস (পাপমোচনী)। শ্রীশ্রী সত্যনারায়ণ ব্রত। বিশ্ব ক্রেতা সুরক্ষা দিবস। মাহেন্দ্রযোগ – দিবা ৬।১৫ মধ্যে ও ১২।৫২ গতে ৩।৪১ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৩৬ গতে ৭।২২ মধ্যে ও ১২।১৫ গতে ৩।৩৬ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ৬।১৫ গতে ৯।৩৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২২ গতে ৮।৫৬ মধ্যে।

আপাতত ভোগ বন্ধ বুড়াকালী মন্দিরে

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ১৪ মার্চ : জ্বালানি গ্যাস সংকটে বিপাকে বালুরঘাটের ঐতিহ্যবাহী বুড়াকালী মন্দির। ভক্তদের তরফে নিবেদিত প্রতিদিনের অন্নভোগের রান্না আপাতত বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্দির কর্তৃপক্ষ। মন্দিরের সামনে একটি বিজ্ঞপ্তিমূলক ব্যানার টাঙিয়ে সেই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে শনিবার। সেখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে, জ্বালানি গ্যাস সংকট কাটলে ফের আগের মতো ভোগ রান্না ও প্রসাদ বিলি শুরু হবে।

তবে মন্দির কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ভক্তদের নিবেদিত অন্নভোগের ব্যবস্থা বন্ধ থাকলেও দেবীর নিত্যভোগের নিয়মে কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না। মন্দিরের পুরোহিত বিট্টু মুখোপাধ্যায় বলেন, 'সকালে ফলমূল, দুপুর ও রাতে অন্নভোগ এবং সন্ধ্যায় শীতলভোগ দেওয়া হবে। বিশেষ করে শনি ও মঙ্গলবার এবং পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় ভোগের আয়োজন বেশি থাকে। কয়েকদিনের মধ্যেই অমাবস্যা পড়ায় সেদিন ভক্তদের জন্য প্রসাদের আয়োজন হয়তো হতে পারে।'

বালুরঘাট শহরের প্রায় ৪০০ বছরের পুরোনো অধিষ্ঠাত্রী দেবী বুড়াকালীর এই মন্দিরে প্রতিদিনই ভোগ রান্না হয়। দুপুর ও রাতে অন্নভোগের মধ্যে থাকে পাঁচ রকমের ভাজা, ডাল, বিভিন্ন সবজি এবং পায়েস। আবার সন্ধ্যায় লুচি ও সুজির ভোগ রান্না করে দেবীর উদ্দেশে নিবেদন করা হয়। পরে সেই প্রসাদ ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। কিন্তু এলপিজি সিলিন্ডারের অমিল হওয়ায় আপাতত এই সমস্ত ভোগ রান্না বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে মন্দির কর্তৃপক্ষ। মন্দির কমিটির দাবি, বিভিন্ন ভোগ রান্নার জন্য সপ্তাহে অন্তত দুটি এলপিজি সিলিন্ডার প্রয়োজন। ডিস্ট্রিবিউটার সহ বিভিন্ন মহলে বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত সিলিন্ডার মেলেনি। ফলে ফের কবে ভোগ রান্না চালু করা যাবে, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।

বুড়াকালী মাতা পুজো সমিতির সম্পাদক অমিত মোহন্ত বলেন, 'সপ্তাহে গড়ে ৭০০ হাঁড়ি ভোগ প্রস্তুত করা হয়। পাশাপাশি মন্দিরের তরফে বিলির জন্য আরও প্রায় ৫০০ হাঁড়ি ভোগ রান্না করা হয়। সেই ভোগ মন্দিরের বাইরে থাকা দুঃস্থ, ভিক্ষুক সহ বহু মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও এলপিজি সিলিন্ডার পাওয়া যাচ্ছে না। শুক্রবার পর্যন্ত কোনওরকমে চালানো হলেও শনিবার থেকে ভোগের ব্যবস্থা বন্ধ রাখতে হচ্ছে।' ঘটনায় কিছুটা হতাশ স্থানীয় ভক্তরা। ব্যবসায়ী সন্দীপ কর্মকার বলেন, 'ভোগ দেওয়ার জন্য মন্দিরে এসে বিজ্ঞপ্তি চোখে পড়ল। প্রশাসন মন্দিরে সিলিন্ডারের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার উদ্যোগ নিক।'

e-TENDER NOTICE
Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invites e-Tenders vide e-NIT No.: WBMAD/JM/Elec/eNIT-3/25-26
Memo No.: 6847/JM dt. 14.03.2026
Tender ID: 2026_MAD_1022872_1
Last Date of bidding (online): 07.04.2026 up to 18.55 Hrs (6.55 P.M.). For details please visit: www.wbtenders.gov.in.
Sd/- Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

Walk-In-Interview
A Walk-In-Interview will be conducted on 24 March 2026 in Tea Board Head office, 14, BTM Sarani, Kolkata - 700001 from 11.30 a.m for engaging one Accountant purely on contract & temporary basis. For details, please visit the vacancy section of Tea Board's website **www.teaboard.gov.in.**

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৭৮০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৮৫৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫০৭০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৫৮৯৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৫৯০৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

বক্সায় হরিণ প্রজননকেন্দ্রে শাবকের জন্ম

আলিপুরদুয়ার, ১৪ মার্চ : বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পে বাঘের থাকার পরিবেশ তৈরির জন্য গত ১৩ ফেব্রুয়ারি চালু হয়েছিল হরিণ প্রজননকেন্দ্র। আর সেই কেন্দ্র চালুর এক মাসের মধ্যেই জন্ম হল এক শাবকের। যদিও যে চিতল হরিণটির শাবক হয়েছে, সেটি এই কেন্দ্রে আনার আগে থেকেই গর্ভবতী ছিল। প্রকল্পের উপ ক্ষেত্র অধিকর্তা (পশ্চিম) হরিকৃষ্ণন পিজে বলেন, 'শাবকটি সুস্থ রয়েছে। বনকর্মীরা শাবকের গতিবিধির উপর নজর রাখছেন।'

প্রজননকেন্দ্রে নদিয়ার বেথুয়াডহরি অভয়ারণ্য থেকে ১১টি হরিণ আনা হয় ১৩ ফেব্রুয়ারি। যার মধ্যে তিনটি মর্দা এবং আটটি মাদি চিতল হরিণ। সেই হরিণগুলির মধ্যে একটি হরিণ শাবকের জন্ম দিয়েছে।

বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের জঙ্গলে বিভিন্ন সময় অন্য জঙ্গল থেকে এনে হরিণ ছাড়া হয়েছে প্রায় এক হাজারের মতো। তবে বাইরে থেকে হরিণ না এনে এখানেই স্থায়ী ব্যবস্থা করার জন্য বন দপ্তর বক্সায় হরিণ প্রজননকেন্দ্র তৈরির উদ্যোগ নেয়। সেইমতো বক্সার পশ্চিম ডিভিশনের অন্তর্গত পশ্চিম রাজাভাতখাওয়া রেঞ্জ এলাকায় ২.২০ হেক্টর জমির উপর ওই কেন্দ্র করা হয়।

আজ টিভিতে

স্টার জলসা পরিবার অ্যাওয়ার্ডস ২০২৬ সন্ধে ৭.০০ স্টার জলসা

জি সিনে অ্যাওয়ার্ডস ২০২৬ সন্ধে ৭.৩০ মিনিট থেকে জি সিনেমায়

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ অপরাধী, দুপুর ১.০০ শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ, বিকেল ৪.০০ মহাগুরু, সন্ধে ৭.৩০ বন্ধন, রাত ১০.৪৫ বাজি-দ্য চ্যালেঞ্জ

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ তিনমূর্তি, বেলা ১১.৩০ প্রধান, দুপুর ২.০০ বচ্চন, বিকেল ৫.০০ প্রজাপতি, রাত ৮.০০ বস-টু, ১১.০০ সুইৎজারল্যান্ড

জলসা মুভিজ : সকাল ৯.৪৫ অগ্নিশপথ, দুপুর ১২.৪৫ মন মানে না, বিকেল ৩.৩০ লভ এক্সপ্রেস, সন্ধে ৬.৩০ চ্যাম্প, রাত ৯.৪৫ ককপিট

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ মনের মতো মন, সন্ধে ৭.৩০ স্বামীর দেওয়া সিঁদুর

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ চ্যাম্পিয়ন

স্টার গোল্ড সিলেক্ট : সকাল ১০.৩৯ সিদ্দত, দুপুর ১.০০ রাজনীতি, বিকেল ৩.৩৪ তু হ্যায় মেরা সানডে, ৫.৪৫ কাবিল, সন্ধে ৭.৫৯ ডিয়ার জিন্দেগি, রাত ১০.২৪ ট্রাফিক

সোনি ম্যাক্স টু : সকাল ১০.১২ আখেঁ, দুপুর ১.৫৫ তকদিরওয়ালা, বিকেল ৫.৩০ সড়ক, সন্ধে ৭.৫২ ওয়াক্ত কি আওয়াজ, রাত ১০.৫২ অকেলা

লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ সন্ধে ৭.০০ সান বাংলা

রাঁধুনিতে এবার নতুন চমক! শুরু হচ্ছে মহারানির লড়াই। প্রত্যেক রবিবার দুপুর ১.৩০ এবং বিকেল ৫.০০ আকাশ আট

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৫৭ রক্ষা বন্ধন, দুপুর ২.০৯ ইন্ডিয়ান, বিকেল ৫.০৯ কিসি কা ভাই কিসি কি জান, সন্ধে ৭.৩০ স্পাইডার, রাত ১০.০৫ দেবা

জি সিনেমা : সকাল ১০.০৬ কোই মিল গ্যয়া, দুপুর ১.৩০ বিবাহ, বিকেল ৪.৫৩ ক্রু

সন অফ সর্দার-টু (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার) রাত ৮.০০ স্টার গোল্ড

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক ...ভরোসে কা প্রতীক ! punjab national bank ...the name you can BANK upon !

অ্যাসেট রিকভারি মনিটরিং ব্রাঞ্চ, এন.জে.পি (শিলিগুড়ি), ইউনাইটেড ব্যাংক বিল্ডিং, তৃতীয় তলা, হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১, জেলা- দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ [ইমেল : CS8289@pnb.bank.in, ফোন নং- ০৩৫৩-২৪৩২৬৬৪]

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর অনুবিধি রুল ৮(৬)-এর দ্বারা পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনানসিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিশ। সাধারণভাবে জনসাধারণ নির্দিষ্টভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা (গণ)-কে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধকী ঋণদাতাকে বন্ধক দেওয়া/চার্জ দেওয়া সম্পত্তির গঠনমূলক/প্রকৃতিগত/প্রতীকী দখল ব্যাংকের অনুমোদিত আধিকারিক/সুরক্ষিত ঋণদাতার দ্বারা নেওয়া হয়েছে। নির্দিষ্ট ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা (গণ) থেকে ব্যাংক/ সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে 'যেখানে যেমন আছে,' 'যেখানে যা কিছু আছে,' 'যেখানে যাই থাকুক' ভিত্তিতে নিম্নের তালিকাতে উল্লেখিত তারিখের হিসেবে সম্পত্তিগুলি বিক্রয় করা হবে। নির্দিষ্ট সম্পত্তির হিসেবে সংরক্ষিত অর্থমূল্য এবং অগ্রিম অর্থমূল্য জমা দেওয়ার তারিখ নিম্নের তালিকাটিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

সুরক্ষিত সম্পত্তির অনুসূচি

ক্রমিক নং	ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্টের নাম গ) ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার অ্যাকাউন্টের নাম এবং ঠিকানা	ঘ) বন্ধকরত/মালিকের নামে [সম্পত্তি(গুলির) বন্ধকদাতা] স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	ঙ) সারফাইসি অ্যাক্ট ২০০২-এর ১৩(২) সেকশনের অধীনে চাহিদা নোটিশের তারিখ চ) বকেয়া অর্থমূল্য ছ) সারফাইসি অ্যাক্ট ২০০২-এর ১৩(৪) সেকশনের অধীনে দখলের তারিখ জ) দখলের প্রকৃতি প্রতীকী/প্রকৃতিগত/গঠনমূলক	ক) সংরক্ষিত অর্থমূল্য খ) ইএমডি (ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ) গ) দর বৃদ্ধির পরিমাপ	ঘ) ই-অকশনের তারিখ/সময়	ঙ) দায়বদ্ধতার বিস্তারিত বিবরণ * সুরক্ষিত ঋণদাতার দ্বারা জ্ঞাত
১.	ক) হরিরামপুর (০৩৮১২০) খ) মেসার্স তারা মা মাল্টিপার্পাস কোল্ড স্টোরেজ ০৩৮১২০৮৭০০০০১১২৩, ০৩৮১২০ সিএন ০০০০০০১৬ এবং ০৩৮১২ আইএলজি ০০০২২৪ গ) ঋণগ্রহীতা ঃ- মেসার্স তারা মা মাল্টিপার্পাস কোল্ড স্টোরেজ, গ্রাম এবং পোস্ট- হরিরামপুর, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর, ৭৩৩১২৫ অংশীদার/ জামিনদাতা/ বন্ধকদাতা :- শ্রীমতী সুচরিতা পাল শ্রী শুভাশিস পালের স্ত্রী, ঠিকানা- পূর্বপল্লী, হরিরামপুর, জেলা-দক্ষিণ দিনাজপুর-৭৩৩১২৫, মোবাইল- ৯৫৬৪৫০৬৮৪৫ অংশীদার/জামিনদাতা ১) শ্রী শুভাশিস পাল ভূপেন্দ্র নারায়ণ পালের পুত্র, ঠিকানা- পূর্বপল্লী, হরিরামপুর, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর- ৭৩৩১২৫ ২) শ্রীমতী সংকলিতা পাল শ্রী শুভাশিস পালের কন্যা, ঠিকানা- পূর্বপল্লী, হরিরামপুর, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর-৭৩৩১২৫ ৩) শ্রী নিরাঙ্কুশ দাস শিশির কুমার দাসের পুত্র, ঠিকানা- চকভবানী, মালোপাড়া, বালুরঘাট, জেলা – দক্ষিণ দিনাজপুর- ৭৩৩১০১	**সিকিউরিটি-১** ঘ) আনুমানিক প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি আসবাব এবং বন্ধন, ব্যাংক ফিনান্স এবং ঋণগ্রহীতা অবদান ১.১৮০ কেভিএ জ্যাকসন সাইলেন্ট ডিজি সেট পুরাতন এবং ব্যবহার একটি, ২. স্টারটার এবং কপার কেবলস বিভিন্ন আকারের, ৩. পাফ দরজাগুলির স্টেইনলেস স্টীল সঙ্গে পাফ, ৪. আচোর সুইচেস, সকেট পিভিসি সার্কুলার বক্স, ৫. স্টীল ব্লক থার্মোস কোল সঠিক বসানোর জন্য, ৬. টিইফি-২ ফ্ল্যান্স প্লাগ, এলবো, সর্ট পিসের জিএম গেট ভালভ, ৭. ইনসুলেশন/গাউস তাপ প্রবাহের জন্য, ৮. ইনসুলেশন/ গাউস তাপ প্রবাহের জন্য, ৯. রিওয়ারেবেল সুইচেস, চেঞ্জওভার সুইচেস, অন্যান্য, ১০. প্রোটেকস কেজস ২ ইলেকট্রিক মোটরের জন্য, ১১. কেসিএস ৩ ও ৪ কম্প্রেসার নং ০২ কিরলোস্কার, ১২, ১৫ ও ২০ এইচপি পাম সেট সঙ্গে কাপলিং, ১৩. স্পাইরাল বাঙ্কার টাইপ কুলিং কয়েল, ১৪. গ্লোব ভালভ ওয়েলডেড, ১৫. ইনসুলেশন/গার্ডস তাপ প্রবাহের জন্য, ১৬. অয়েল সেপারেটার, সার্জ ড্রাম, এমএস সাকশান ট্রাপ, ১৭. অ্যামোনিয়া রিসিভার ২০ ফিট লম্বা ৩০" ডাই, ১৮. গ্লোব ভালভ নিডেল, স্কিউ, ১৯. স্পাইরালফিঞ্জ প্রকার বাঙ্কার কুলিং কয়েল, ২০. এমএস সকেট, নিপেল এলবো, ফ্ল্যাঙ্গ ইত্যাদি-১২৯, ২১. স্লুইস ভালভ নাট বোল্ট, ২২. এমএস এলবো নিপেল ইত্যাদি, ২৩. এমএস অ্যাঞ্জেল, ২৪. পিভিসি বুলড, ফ্ল্যাস নাট স্ক্রিউ স্ট্যাপেল ইত্যাদি, ২৫. স্পাইরাল ফিঞ্জ টাইপ বাঙ্কার কুলি কয়েল, ২৬. এমএস চ্যানেজ এবং অ্যাঞ্জেল টি- ১০৪৬২, ২৭. এইচ. ডেনসিটি আইএনএসইউ গার্ড তাপ প্রবাহের জন্য, ২৮. আইএনএসইউ গার্ড তাপ প্রবাহের জন্য, ২৯. প্রয়োজনীয় হার্ডওয়ার অ্যাক্সেসারি, ৩০. প্রয়োজনীয় হার্ডওয়ার অ্যাক্সেসারি, ৩১. ক্লাস ৩পি জিআই পাইপ, ৩২. টাটা এমএস শিট, ৩৩. গ্লোভ ভালভ, ৩৪. গ্লোভ ভালভ ৩৫. গ্লোভ ভালভ, ৩৬. গ্লোভ ভালভ, সেফটি ভালভ, নিডেল ভালভ, ৩৭. কোল্ড স্টোরেজের যন্ত্রাংশ, ৩৮. মেশিনারি, ৩৯. হাই ডেনসিটি থার্মোকোল, ৪০. ১৫৩ বিএইচপি কমোনস ইঞ্জিন, সঙ্গে পেরিফেরালস, ৪১. চার্জার প্লেট, কেবলস পিইউএফ লিফট দরজা, পিইউএফ দরজা, ৪২. ৬ প্রকারের ডিস্ট্রিবিউশন বক্স এক্সপণ দুটি দরজা, ১২ প্রকারের ডিস্ট্রিবিউশন বাক্স, ৪৩. ৫০০ কেভিএ স্টেপডাউন ট্রান্সফর্মার, ৪৪. ভালভ কন্ট্রোলার সঙ্গে ইন্ডিকেটর, সোলেনয়েড ভালভ সঙ্গে স্ট্রেইনার, ৪৫. এমএস সার্জ ড্রাম ৪৮*২০, ৪৬. আইএনএসইউ গার্ড তাপ প্রবাহের জন্য। **সিকিউরিটি-২** জমি এবং বাড়ি সমেত সম্পত্তিটির সমস্ত অবিভাজ্য অংশ জে.এল নং ঃ ৯৬ (পুরাতন), ১৩৩ (নতুন), পুরাতন খতিয়ান নং- ৭৪২, এলআর খতিয়ান নং -৮৯৫, এলআর প্লট নং-১৪, এলাকা-৫৭ ডেসিমেল, পুরাতন খতিয়ান নং- ৬৩৩, এলআর খতিয়ান নং- ৮৯৫, এলাকা- ২৩ ডেসিমেল এল আর প্লট নং- ১৪ এবং এলাকা-৩১ ডেসিমেল এল আর প্লট নং-১৬, মোট এলাকা- ১৬৫ ডেসিমেল, মৌজা ঃ গুরখাইর, থানা- হরিরামপুর, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর, শ্রেণী- হিমঘর বন্ধকরত তিনটে (৩) নিবন্ধিত বিক্রিত দলিল যার দলিল নং- I-৭৩৩ তারিখ ০৫.০২.২০১০, শিরোনামাধৃত দলিল নং- I-৭৩৫ তারিখ ০৫.০২.২০১০, শিরোনামাধৃত দলিল নং- I-৭৩৬ তারিখ ০৫.০২.২০১০ এডিএসআর বুনিয়াদপুরে সুচরিতা পাল, শ্রী শুভাশিস পালের স্ত্রীর স্বত্তাধিকরণে নিবন্ধিত। **দলিল অনুসারে সীমানা ঃ-** উত্তর- সনাতন ঘোষ ও অন্যান্য, দক্ষিণ – বালিয়াহরিজন, পূর্ব- সনাতন ঘোষ ও অন্যান্য, পশ্চিম- বালিয়াহরিজন এবং **অন্যান্য মূল্য নির্ধারকের রিপোর্টের তারিখ ২৮.০৬.২০২৪ অনুসারে।** সীমানা ঃ- উত্তর- সনাতন ঘোষ, সনৎ কুমার ঘোষ এবং পঞ্চায়েতের রাস্তা। দক্ষিণ- বালি চরণহরিজন এবং অন্যান্য, পূর্ব- লক্ষ্মী ঘোষ এবং অন্যান্য, পশ্চিম- নয়নাঞ্জলি। **সিকিউরিটি-৩** জমি এবং তার সমেত সম্পত্তির সমস্ত অবিভাজ্য অংশ জে.এল নং ৫৬ (পুরাতন), ৭০ (নতুন), পুরাতন খতিয়ান নং ১৮২, এলআর খতিয়ান নং- ৮৫৯, এলআর প্লট নং-১, মৌজা শ্রীকোল, থানা-হরিরামপুর, জেলা-দক্ষিণ দিনাজপুর, সম্পূর্ণ জমির এলাকার সম্পত্তি : ১৫৭ ডেসিমেল, শ্রেণী হিমঘর, বন্ধকরত একটি ১) নিবন্ধিত বিক্রয়ের দলিল শিরোনামাধৃত দলিল নং-আই-৩০১৮ তারিখ ২৩.১২.২০১৩ এডিএসআর বুনিয়াদপুরে সুচরিতা পাল শ্রী শুভাশিস পালের স্ত্রীর স্বত্তাধিকারে নিবন্ধিত। **দলিল অনুসারে সীমানা ঃ-** উত্তর-খাড়ি, দক্ষিণ মোতরু প্রেমান, পূর্ব- মোস্তাফা, পশ্চিম- পঞ্চানন ভুইমালী, মূল্যনির্ধারকের রিপোর্ট অনুসারে ২৪.০৮.২০২৩ তারিখে সীমানা ঃ- উত্তর- খাড়ি, দক্ষিণ- মোতরুপ্রেমান, পূর্ব- মোস্তাফা, পশ্চিম- রাস্তা	ঙ) ১১.১১.২০২৪ চ) টাঃ ৯,৭১,৮৯,০৯০.৬৭ ২৯.১০.২০২৪ তারিখ অনুসারে সঙ্গে আরও সুদ ছ) ১৬.০১.২০২৫ জ) প্রতীকী	**সিকিউরিটি-১** ক) টাঃ ৩৩৬.০০ লক্ষ খ) টাঃ ৩৩.৬০ লক্ষ (৩০.০৩.২০২৬) দুপুর ৩:৩০ পর্যন্ত গ) টাঃ ০.২০ লক্ষ **সিকিউরিটি-২** ক) টাঃ- ১১৬৮.০০ লক্ষ খ) টাঃ- ১১৬.৮০ লক্ষ (৩০.০৩.২০২৬) দুপুর ৩:৩০ পর্যন্ত- গ) টাঃ- ১.০০ লক্ষ **সিকিউরিটি -৩** ক) টাঃ ৭৮.০০ লক্ষ খ) টাঃ ৭.৮ লক্ষ (৩০.০৩.২০২৬) দুপুর ৩:৩০ পর্যন্ত গ) টাঃ ০.২০ লক্ষ	ঘ) ৩০.০৩.২০২৬ ঙ) সকাল ১১:৩০ থেকে দুপুর ৩:৩০	ঙ) এসএ কেস নং ৬২/২০২৫ ডিআরটি শিলিগুড়িতে বিচারাধীন

শর্তাবলি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এবং আরও উল্লেখিত শর্তাবলি অনুসারে বিক্রয়ে নিয়ম এবং শর্তাবলি বিহিত করা হয়েছে।
১) সম্পত্তিটি বিক্রয় করা হয়েছে, 'যেখানে যেমন আছে,' 'যেখানে যা কিছু আছে', যেখানে যাই থাকুক' ভিত্তিতে।
২) নির্দিষ্ট সংরক্ষিত সম্পত্তিগুলির উপরে উল্লেখিত সময়সূচি অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা সঠিক তথ্য দ্বারা প্রেরিত, কিন্তু যদি কোনও প্রকার ভুল, ভুলবিবৃতি, অথবা ঘোষণার উপর কোনও প্রকার ভ্রান্তির সৃষ্টি হয় তবে তার জন্য অনুমোদিত আধিকারিক কোনওরকম উত্তর দিতে বাধ্য নন।
৩) নিম্নেস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই অকশন প্ল্যাটফর্ম প্রদানকারী ওয়েবসাইট- https://baanknet.in-এ ৩০.০৩.২০২৬ তারিখে সকাল ১১:৩০ থেকে বিক্রয়টি সম্পন্ন হবে।
৪) বিক্রয় সংক্রান্ত বিশদ শর্তাবলি জানার জন্য অনুগ্রহ করে https://baanknet.in এবং www.pnbindia.in- এ পরিদর্শন করুন।

তারিখ ঃ ১৩.০৩.২০২৬ স্থান ঃ শিলিগুড়ি

স্বাক্ষরকারী অনুমোদিত আধিকারিক, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক

বিধিবদ্ধ বিক্রয় নোটিশটি সারফাইসি অ্যাক্ট ২০০২-এর রুল ৮(৬) এর অন্তর্গত

TUITION

■ Maths, Sc., I.T. ব্যাচে/বাড়ি গিয়ে যত্নসহকারে পড়ানো হয়। (V-XI) (CBSE/ICSE/W.B) M : 9832034289. (C/113725)

স্পোকেন ইংলিশ

■ ৩ মাস চর্চায় স্বচ্ছন্দে ইংরেজি বলতে শেখার অভিনব কোর্স। আগ্রহী হলে দেখা করুন। M : 97335-65180, শিলিগুড়ি। (C/121113)

ডিস্ট্রিবিউটার চাই

■ জনপ্রিয় ব্র্যান্ড 'অহনা গোল্ড ঘি' বিক্রির জন্য এলাকাভিত্তিক ডিস্ট্রিবিউটার এবং বড় কাউন্টার বিক্রেতা চাই। 'অহনা গোল্ড ঘি' খেয়ে দেখুন। বাজারের সেরা না হলে ১০০% ফেরত! যোগাযোগ : 9749827856/ 7364855525. (A/K)

ভাড়া

■ Rent 1500 SFT 2nd floor on Children Park Siliguri no broker. Ph. 9641280805. (C/113724)

■ To-let (office/shop) (850 sq.mt) Baghajatin Road. Slg 9832302513. (K)

■ Rent 3/2/1 BHK 2nd Fl. Saktigar Road-4 near Highway Slg. M : 7319142221. (C/121113)

চিকিৎসা

■ অভিজ্ঞ MD Homoeopathy Dr. বেলাকোবা স্টেশন কলোনিতে প্রতি সোমবার বেলা ২টা থেকে বসবেন। যোগাযোগ- 8637889226. (C/121077)

জ্যোতিষী

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা-501/-। (C/121108)

বিক্রয়

■ শিলিগুড়ির সুভাষপল্লি নেতাজি বালিকা বিদ্যালয়ের কাছে 1st Floor-এ 3 BHK 975 S/F ফ্ল্যাট বিক্রয়। (দালাল নহে)। M : 6296224328. (C/113723)

■ নর্থ বেঙ্গল মেডিকেলের নিকটে সুপরিবেশে 2 BHK & 3 BHK ফ্ল্যাট বিক্রি। 94341-81429/8101905858. (C/121114)

■ 3 BHK New Flats for sale at Pradhan Nagar, Siliguri, 1100 & 1500 sqft (with lift) 9832071221/ 6294513955. (C/121111)

বিক্রয়

■ শিলিগুড়ি সুভাষপল্লীতে বাড়ি বিক্রি হবে। M : 7908547324. (C/113726)

■ শিলিগুড়ি রাজা রামমোহন রায় রোডে, ওয়ার্ড 38, বীরেন্দ্র অ্যাপার্টমেন্টে (2 BHK). 891 SQFT টপ ফ্লোরে ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। M : 98320-87658. (C/121116)

■ ২ কাঠা জমিতে তিনতলা ফাউন্ডেশনে ২ তলা বাড়ি বিক্রয়। শিবরামপল্লি, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি। M : 8637899151/ 8240978716.(C/121114)

■ শিলিগুড়ি রথখোলা নবীন সংঘ ক্লাবের পাশে ৭½ কাঠা জমি বিক্রয় হবে, সামনে ১৮' রাস্তা পিছনে ৮½' রাস্তা। ও ২ কাঠা জমি বিক্রয় হবে, রাস্তা ৮½'। (M) 9735851677. (C/121109)

■ সুভাষপল্লি নেতাজি মোড়েই তিনতলা বাড়ি তিনতলাটা সম্পূর্ণ বিক্রি হবে। Mob. 7797512180. (C/112114)

কর্মখালি

■ Petrol pump nozzlemen required. Minimum 1 year experience. Call : 7388337706/ 9832058373. (C/121117)

■ কাপড়ের দোকানে কাজ জানা সেলসমেন চাই। U & T Boutique, জলপাইমোড়, শিলিগুড়ি। M : 9332405559. (C/121115)

কর্মখালি

■ রায়গঞ্জে প্লাইউড কোম্পানিতে Salesman এবং Accountant প্রয়োজন। Bio Data send by Mail ID : rkpkrgj@outlook. com, Mob : 6294660763. (C/121078)

■ কোচবিহার শহরে একটি বস্ত্র প্রতিষ্ঠানের জন্য শাড়ির কাজ জানা সেলসম্যান চাই। M : 9434028924 (11 A.M. - 10 P.M.). (C/120625)

■ Gangtok Mall, hotel, Co. বিভিন্ন পদের :- পরিশ্রমী লোক চাই। (S) :- 30,000/- পর্যন্ত। 9434117292. (C/121113)

■ শিলিগুড়ি ও তার আশপাসের জন্য সিকিউরিটি গার্ড প্রয়োজন। যোগাযোগ- M : 7908342446/ 9733341899. (C/121113)

■ Require Marketing staff for Mediwin Diagnostic Centre, Siliguri. Send your CVs to 9239768271 or mediwinsiliguri15@gmail.com. (C/121113)

■ স্বামী ও স্ত্রী চাই। ফ্যামিলি কার ড্রাইভার ও বাড়ির কাজের মহিলা, মোট বেতন : 23000/- খাওয়া ছাড়া। Slg (M) : 9434019915. (C/121115)

■ বাড়ির কাজের/রান্নার জন্য 24 ঘণ্টার জন্য মহিলা/পুরুষ চাই। শিলিগুড়ি। M : 9332405559. (C/121115)

■ ফালাকাটায় Computer এ অভিজ্ঞ Account এর কাজ জানা লোক প্রয়োজন। M - 9952911736. (B/S)

কর্মখালি

■ হোটেলে ম্যানেজার চাই, থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে। যোগ্যতা গ্রাজুয়েট। বয়স ২৫-৪৫। যোগাযোগ ঃ ফোন নং ও ছবি সহকারে বায়োডাটা WhatsApp করুন। (M) 9832507779. (C/121048)

■ অভিজ্ঞ দায়িত্বশীল ফিল্ডওয়ার্ক ছেলে প্রয়োজন (কাজ : বিল সংগ্রহ, ক্রয়, বিক্রয়, ব্যাক অফিসের কাজ ইত্যাদি)। বেতন : 16K + বোনাস + খাবার। (নিজস্ব বাইক আবশ্যক), বয়স : ৩০+। (M):- 99320-20008. (C/121113)

■ শিলিগুড়িতে চা বানানোর জন্য ১ জন লোক প্রয়োজন। বেতন ১৫ থেকে ২৫। থেকে কাজ করতে হবে। (M):- 9434046002. (C/121112)

■ শিলিগুড়িতে প্রতিষ্ঠিত Medicine Shop এর জন্য দক্ষ Sales Man চাই। M:- 98323-27375. (W/A). (C/121116)

■ Walk In Interview for Laptop Bazaar IT Showroom at Sevoke Road, Siliguri. Required Local Smart Female Receptionist/Back Office Freshers/Experience. Cont - 9434012370. (C/121112)

■ A Siliguri based reputed Pvt. Ltd. Company engaged in import and distribution of agri-machinery requires an Accounts Executive. B.Com with knowledge of Tally & MS Office may send CV to slgagrojobs@gmail.com (C/121112)

কর্মখালি

■ শিলিগুড়িতে মিষ্টির দোকানে উনুনের ও পাটার কাজ জানা কারিগর চাই। উপযুক্ত মাইনে দেওয়া হবে। M : 9433235671. (C/121116)

■ ডুয়ার্সে একটি নামী চা কোম্পানির ফ্যাক্টরির জন্যে কাঁচা পাতা লোডিং, ছড়িয়ে দেওয়া এবং fluffing জন্য ঠিকাদারের প্রয়োজন। ইচ্ছুক প্রার্থী WhatsApp :- 9733033221 যোগাযোগ করতে পারেন। (S/C)

■ North Eastern English Academy (CBSE), বুনিয়াদপুর -এর জন্য প্রিন্সিপাল, হস্টেল সুপার, কম্পিউটার, ইংরেজি, বিজ্ঞান এবং শারীর শিক্ষা বিভাগের শিক্ষক প্রয়োজন। Ph : 9775929069. (C/121066)

■ শিলিগুড়ির আইসক্রীম ফ্যাক্টরীতে ডেলিভারির জন্য লাইসেন্স থাকা, বাইক চালাতে সক্ষম কর্মী নিয়োগ। বেতন (8000-9000). (M) 98324-66411. (C/121067)

■ Walk In Interview on 16 to 17/03/26 at 11 am onward for right candidate At : Moderin Commercial Corporation, Sevoke Road, Siliguri : Cell Nos : 9775155331 Elect/Mechanical - Diploma /B Tech with Experience. Accounts Clerk : M/F conversant in Tally & Excell works General Candidates - To learn Electrical & Plumbing works General Candidates : H.S./Graduate with good hand writing for counter/godown.

কর্মখালি

■ এনজিও হোমের শিশুদের হোম সহযোগী, পরিচালিকা, রাঁধুনি প্রয়োজন। স্থান - জলপাইগুড়ি থাকা, খাওয়া + PF, ESI, Bonus. শিক্ষা - নামসই - স্নাতক, বয়স : 22-50, যোগাযোগ - 6292120325. স : 11 টা - বি : 4 টে। (C/121049)

WE ARE HIRING

■ Purepack Foods & Beverages Pvt. Ltd is a fast growing beverage manufacturing company in Siliguri searching for experienced professionals in the Beverage industry for the following positions : Assistant Sales Manager / Field Sales Executives/Sales Coordinator/ Dispatch & Logistics Supervisor/ Operations Supervisor. Location : Siliguri. Candidates must have relevant industry experience. Send CV to : info@purepackfb.com Ph : +919046304821. (C/121116)

অভিজ্ঞ Accountant চাই

■ ফুলটাইম কাজের জন্য অভিজ্ঞ অ্যাকাউন্ট্যান্ট চাই। বেতন 25000/- to 35000/- Interview সোমবার 16th March, 5 PM - 7 PM. যোগাযোগ - প্রবীন আগরওয়াল, ন্যাশনাল কমার্স হাউস, 2nd Fl, চার্চ রোড, শিলিগুড়ি। (M) 9733073333. (C/121113)

কর্মখালি

■ শিলিগুড়ি ঝংকার মোড়ে অবস্থিত ঔষধ দোকানের জন্য কাজ জানা স্থানীয় স্টাফ চাই। বেতন সাক্ষাতে। M : 9832385729. (C/121116)

■ Pharma Experienced so earn more, start business in PPE Model, Not PD, Kolkata Com. Send CV 9230495678. (K)

Wanted Urgently

■ Optometrist - Diploma/Bachelor Mission Hospital Mathabhanga, Coochbehar. Contact No - 9933455499, 7797192262. (C/121113)

REQUIRED

IntellifyAI, a UK & Banglore based IT & ITES company, is hiring 5060 candidates for its new operations in Siliguri (Sevoke Road). Open positions include HR Recruitment, Operations Manager, Team Leader, Domestic & International Process Executives, and Data Processing roles. Candidates must be fluent in Bengali, Hindi, and English. Walk-in interviews from 16th to 21st March, 10:00 AM to 4:30 PM, at 4th Floor, D L Infiniti, Don Bosco More, Sevoke Rd, Ward 43, Siliguri 734001. This marks IntellifyAI's first operational center in Siliguri. Interested candidates may walk in with an updated CV or send their CV to hr@myintellify.ai For more information visit https://www.intellifyai.ai

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

পোস্টিং অপছন্দ, গুলি অফিসারকে

সাসপেন্ড এএসআই, তদন্ত শুরু

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৪ মার্চ : বেশ কয়েকমাস ধরেই নাকি পোস্টিং চাইছিলেন এএসআই উমেশ ছেত্রী। কিন্তু আবেদনে সাড়া না পাওয়ায় ক্ষোভে পুলিশলাইনের রিজার্ভ অফিসারকে (আরও-২) লক্ষ্য করে গুলি চালানোর অভিযোগ উঠল তাঁর বিরুদ্ধে। দার্জিলিংয়ের পুলিশলাইন ডালিতে শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটে।

জখমকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অন্যদিকে, অভিযুক্তকে রাতেই গ্রেপ্তার করেছে দার্জিলিং সদর থানার পুলিশ। ধৃতকে শনিবার দার্জিলিং জেলা আদালতে তুলে বিচার বিভাগীয় হেপাজতে পাঠানো হয়। দার্জিলিংয়ের পুলিশ সুপার প্রতীক্ষা ঝারখারিয়ার বক্তব্য, 'অভিযুক্তকে দ্রুত গ্রেপ্তার করে আদালতে তোলা হয়েছে। তাঁকে চাকরি থেকে সাসপেন্ড করা হয়। পাশাপাশি বিভাগীয় তদন্ত চলছে।'

- দার্জিলিং ট্রাফিক বিভাগে কর্মরত উমেশকে গতবছর পুলিশলাইনে বদলি করা হয়
- সম্প্রতি তিনি ফের ট্রাফিক গার্ডে পোস্টিং পেতে দরবার শুরু করেন
- আবেদনে সাড়া না পাওয়ায় ক্ষোভের পারদ চড়ছিল, শুক্রবার রাতে বিনোদের সঙ্গে বচসায় গুলি চালিয়ে দেন উমেশ

> **অভিযুক্তকে দ্রুত গ্রেপ্তার করে আদালতে তোলা হয়েছে। তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। তদন্ত চলছে।**
>
> **প্রতীক্ষা ঝারখারিয়া**
> পুলিশ সুপার, দার্জিলিং

উমেশ দার্জিলিং জেলা পুলিশের ট্রাফিক বিভাগে কয়েকবছর ধরে কর্মরত ছিলেন। মিরিক ট্রাফিক পুলিশে থাকাকালীন তাঁর বিরুদ্ধে প্রচুর অভিযোগ ওঠে। যার জেরে গত বছর তাঁকে ডালি পুলিশলাইনে পাঠানো হয়। একে পুলিশের ভাষায় বলা হয় 'ক্লোজ করা'।

পুলিশ সূত্রে খবর, ডালি পুলিশলাইন থেকে ওই এএসআই কিছুদিন ধরে আরও-২ পদে কর্মরত সাব-ইনস্পেকটর (এসআই) বিনোদ ছেত্রীকে জেলার পাহাড় বা সমতলের কোনও একটি ট্রাফিক গার্ডে পোস্টিং দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছিলেন।

সাধারণত, জেলার পুলিশকর্তাদের পরামর্শ এবং নির্দেশ মেনে কনস্টেবল থেকে এএসআই, এসআইদের পোস্টিংয়ের তালিকা আরও-রাই তৈরি করেন। সেই তালিকা খতিয়ে দেখে জেলার পুলিশ সুপার সই করার পর ডিপার্টমেন্টাল অর্ডার বা ডিও হিসাবে স্বীকৃতি পায়।

উমেশ বারবার নিজের পছন্দের পোস্টিংয়ের জন্য দাবি জানালেও পুলিশলাইন থেকে জেলার কোনও থানা বা ট্রাফিক পুলিশ গার্ডে তাঁকে বদলি করা হয়নি। প্রচুর অভিযোগ থাকায় উমেশকে পুলিশলাইনের বাইরে পোস্টিং দিতে জেলার কর্তারাই আগ্রহী ছিলেন না। ফলে, ক্ষোভের পারদ চড়ছিল।

অভিযোগ, শুক্রবার সন্ধ্যায় অফিসে গিয়ে আরও-২ বিনোদের সঙ্গে তর্কাতর্কি জুড়ে দেন উমেশ। বারবার বলার পরেও কেন তাঁকে পোস্টিং দেওয়া হচ্ছে না, সেই প্রশ্ন তোলেন। বিনোদ তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, এখানে তাঁর কিছু করার নেই। পুরো বিষয়টি কর্তারা দেখছেন।

অভিযোগ, সেসময়ই নিজের সার্ভিস রাইফেল বের করে চেয়ারে বসে থাকা বিনোদের মাথায় তাক করেন উমেশ। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ঝটকা মেরে সরে যেতে চান বিনোদ। কিন্তু চেয়ার থেকে পড়ে যান। উমেশের চালানো গুলি গিয়ে তাঁর পায়ে লাগে। শব্দ পেয়ে অন্য পুলিশকর্মীরা ছুটে আসেন। উমেশকে ঘিরে ফেলেন সকলে। দ্রুত বিনোদকে চিকিৎসার জন্য দার্জিলিং জেলা সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

কংগ্রেস প্রার্থী নিয়ে দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে

ইসলামপুর, ১৪ মার্চ : আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষ্যে কংগ্রেস নেতাদের নিয়ে শনিবার ইসলামপুরে বৈঠক সারেন দলের উত্তর দিনাজপুর জেলার অবজার্ভার তথা লাক্ষাদ্বীপের সাংসদ মহম্মদ হামদুল্লা সাইদ। তবে বৈঠকে গোয়ালপোখরের প্রার্থী নিয়ে কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্ব এদিন প্রকাশ্যে চলে আসে। বৈঠক চলাকালীন কংগ্রেসের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে তুমুল বচসা বেধে যায়। যা সামাল দিতে গিয়ে হিমসিম খেতে হয় নেতৃত্বকে।

দীর্ঘক্ষণ বৈঠকের পর ক্ষোভ দেখা গিয়েছে কংগ্রেস নেতা আলি ইমরান রমজ (ভিক্টর)-এর অনুগামীদের মধ্যে। তাঁদের মধ্যে নাফে হাবিব নামে এক সক্রিয় কংগ্রেস কর্মী বলছেন, 'কংগ্রেস নেতা ভিক্টরকেই গোয়ালপোখরে প্রার্থী করতে হবে।' অন্যদিকে, গোয়ালপোখরের কংগ্রেস নেতা নাসিম এহসানের কথায়, 'যাঁরা ভিক্টরকে সমর্থন করছেন, তাঁরা মন থেকে কংগ্রেসকে ভালোবাসেন না। দল যাঁকে প্রার্থী করবে, সবাই তাঁকেই মেনে নেবেন।' এদিকে, ভিক্টর বলছেন, 'দলকে চাঙ্গা করার জন্য যা যা করার করেছি। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যা সিদ্ধান্ত নেবে, তা মেনে নেব।'এদিন ইসলামপুর সার্কিট হাউসে চোপড়া, ইসলামপুর ও গোয়ালপোখর, এই তিনটি বিধানসভা এলাকার ব্লক নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করেন কংগ্রেসের অবজার্ভার। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেসের জেলা সভাপতি মোহিত সেনগুপ্ত। যদিও প্রার্থী নিয়ে দলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কথা অস্বীকার করেন অবজার্ভার মহম্মদ হামদুল্লা সাইদ। তিনি বলছেন, 'সকলেই নিজের মত প্রকাশ করেছেন। যা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। কে কোথায় প্রার্থী হবেন, তা শীর্ষ নেতৃত্ব স্থির করবে।'

গ্রেপ্তার ১

রাজগঞ্জ, ১৪ মার্চ : নাবালিকার শ্লীলতাহানির অভিযোগে শনিবার এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে গজলডোবা ফাঁড়ির পুলিশ। ধৃত নাবালিকার প্রতিবেশী। শুক্রবার গভীর রাতে নাবালিকার নির্মীয়মাণ বাড়িতে ঢুকে ওই ব্যক্তি শ্লীলতাহানি করে বলে অভিযোগ। এরপর নাবালিকার চিৎকারে সে পালিয়ে যায়। পরে অভিযোগের ভিত্তিতে ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

আলু ক্রয়

জলপাইগুড়ি, ১৪ মার্চ : বৃহস্পতিবারের ঝড়ে ধূপগুড়ি ব্লকে ক্ষতিগ্রস্ত আলুচাষিদের কাছ থেকে ১০৫ কুইন্টাল আলু কিনল কৃষি বিপণন দপ্তর। প্রবল ঝড়-বৃষ্টিতে ধূপগুড়ির বেশ কয়েকটি এলাকার আলুচাষিরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এই অবস্থায় চাষিদের আর্থিক ক্ষতি সামলাতে দপ্তর থেকে শনিবার আলু কেনা হয়।

শিলিগুড়ির টিকিয়াপাড়া ময়দানে বামেদের সমাবেশে। শনিবার। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

এসআইআর নিয়ে দুই ফুলকে নিশানা সেলিমের

বামের ভোট রামে নয় : অশোক

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৪ মার্চ : তৃণমূল কংগ্রেসকে ঠেকাতে বামেদের ভোট যাতে বিজেপিতে না যায়, বিধানসভা ভোটের আগে সাধারণ মানুষকে তা নিয়ে সতর্ক করলেন বর্ষীয়ান সিপিএম নেতা তথা প্রাক্তন মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য। শনিবার শিলিগুড়িতে বামেদের সমাবেশে তিনি দলের কর্মী-সমর্থকদের এই সাবধান বাণী শুনিয়েছেন। এই সমাবেশে প্রধান বক্তা সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, 'এসআইআর-এর নামে মানুষকে হয়রান করা হচ্ছে।' শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, বনরক্ষা এবং উন্নত সমাজ গড়তে বামেদের সরকারে ফেরানোর আহ্বান জানান সেলিম।

এদিকে, অশোকের বক্তব্য প্রসঙ্গে তৃণমূল নেতা গৌতম দেবের প্রতিক্রিয়া, 'বামেরাই তো বিজেপিকে ভোট দিয়ে জিতিয়েছে।' শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ সিপিএমকে কটাক্ষ করে বলেন, 'বিজেপি ধর্মীয় রাজনীতি করছে? আর মহম্মদ সেলিম হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে রাতের অন্ধকারে দেখা করতে গিয়ে কী রাজনীতির পরিচয় দিয়েছেন, সেটা যদি রাজ্যের মানুষের কাছে বলেন, তাহলে ভালো হয়।'

শনিবার বাম দলগুলির ডাকে শিলিগুড়ির টিকিয়াপাড়া ময়দানে জনসভা হয়। মূলত, ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) নিয়ে সাধারণ মানুষের হয়রানি, রাজ্য সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে এই সমাবেশ হয়। সভাস্থলে থাকা সব চেয়ার পরিপূর্ণ ছিল। প্রচুর মানুষ দাঁড়িয়েও নেতাদের বক্তব্য শুনেছেন।

ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়া, বিচারাধীন থাকা এমন বেশকিছু নাগরিককে সভাস্থলে হাজির করা হয়। নকশালবাড়ি থেকে আসা জাকির হুসেনের কথায়, '২০০২ সালে ভোটার তালিকায় নাম ছিল। অথচ আমাকে শুনানিতে ডাকা হয়। সেখানে সব নথিপত্র দেওয়ার পরেও নাম বিচারাধীন কেন, বুঝতে পারছি না।' মহম্মদ ইসলাম নামে আরেকজন বলছেন, 'বাবার নামের বানান ভুল থাকায় আমার নাম বিচারাধীন রয়েছে।' তাঁদের সামনেই মহম্মদ সেলিম প্রশ্ন তোলেন, 'কেন এসআইআর-এর নামে বৈধ ভোটারদের হয়রান করা হচ্ছে? মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, রাজ্যে এসআইআর হতে দেবেন না। কিন্তু যখন প্রক্রিয়া শুরু হল, তখন তিনি আর কিছু বললেন না। তৃণমূল ও বিজেপির যে বন্ধুত্ব রয়েছে, তা এর থেকেই স্পষ্ট।' বক্তব্যের শেষে সিপিএমের হাল ফেরাতে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কথা টেনে সেলিম বলেন, 'এ লড়াই লড়তে হবে, এ লড়াই জিততে হবে।'

> **মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, রাজ্যে এসআইআর হতে দেবেন না। কিন্তু যখন প্রক্রিয়া শুরু হল, তখন তিনি আর কিছু বললেন না। তৃণমূল ও বিজেপির যে বন্ধুত্ব রয়েছে, তা এর থেকেই স্পষ্ট।**
>
> **মহম্মদ সেলিম** রাজ্য সম্পাদক, সিপিএম

এদিন অশোক ভট্টাচার্য বলেন, 'বিজেপি, তৃণমূল নির্বাচন কমিশনকে ব্যবহার করছে। দুটি দলই রাজ্যে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করছে।'

গত বছর প্রাকৃতিক দুর্যোগে ঘর হারানো মিরিকের তিন বাসিন্দার হাতে সিপিএমের তরফে তৈরি করে দেওয়া ঘরের চাবি তুলে দেন সেলিম। ঘর প্রাপক সুস্মিতা রাই বললেন, 'গত বছরের অক্টোবর মাসের দুর্যোগে আমাদের ঘরবাড়ি পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সেই সময় থেকে আমরা মিরিক কমিউনিটি হলেই আশ্রয় নিয়ে আছি। অনেক রাজনৈতিক দল প্রতিশ্রুতি দিলেও পরে কেউ ফিরে তাকায়নি। সিপিএমই একমাত্র আমাদের জন্য ঘর তৈরি করে দিয়েছে।'

সমাবেশে সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য গৌতম ঘোষ, দার্জিলিং জেলা সম্পাদক সমন পাঠক, আরএসপি-র বিনয় চক্রবর্তী, ফরওয়ার্ড ব্লকের অনিরুদ্ধ বসু, সিপিআই (এমএল) লিবারেশনের অভিজিৎ মজুমদার সহ বিভিন্ন বাম সংগঠনের নেতৃত্ব ছিলেন।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভবনের শিলান্যাস

খড়িবাড়ি, ১৪ মার্চ : খড়িবাড়ি ব্লকের নন বেডেড রাঙ্গালি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র বেডেড প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অনুমোদন পেল। নতুন ভবন তৈরির জন্য ১ কোটি ৪২ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা বরাদ্দ হয়েছে। শনিবার বিকেলে ভবনের শিলান্যাস করেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক তুলসী প্রামাণিক, ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক শফিউল আলম মল্লিক, খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রত্না রায় সিংহ, মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ প্রমুখ।

একমাত্র নির্ভরযোগ্য পঞ্জিকা

সর্বাধিক প্রচলিত

বাম আমলে বুড়াগঞ্জে রাঙ্গালি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি তৈরি হয়। এতদিন শুধু বহির্বিভাগে রোগীদের চিকিৎসা করা হত। রোগী ভর্তি রাখার কোনও ব্যবস্থা ছিল না। দীর্ঘ আন্দোলনের পর বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি বেডেড প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অনুমোদন পেল। জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক তুলসী প্রামাণিক বলছেন, '১ কোটি ৪২ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকায় নতুন ভবন তৈরি হলে এখানে রোগীদের ভর্তি করে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হবে। ইতিমধ্যেই এই হাসপাতালের জন্য ডাক্তার ও নার্স নিয়োগ করেছে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর।' শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ বলেছেন, 'নতুন ভবনে ডাক্তার, নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য থাকার ব্যবস্থা থাকবে। এখানে চিকিৎসা ও রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থাও থাকবে।'

১৪ দিনের জেল হেপাজত

শিলিগুড়ি, ১৪ মার্চ : প্রথম বিয়ে টেকেনি এক তরুণীর। তবে এরপর সামাজিক মাধ্যমের সূত্র ধরে দাগাপুরের বাসিন্দা এক তরুণের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল ওই তরুণীর। এরপর ধীরে ধীরে তাঁদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ওই তরুণীর অভিযোগ, ভালোবাসার এই সূত্র ধরে ওই তরুণের সঙ্গে একাধিবার শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন হয়। এরপরেই ঘটে বিপত্তি। ওই তরুণী গর্ভবতী হয়ে যাওয়ায় ওই তরুণকে বিয়ে করার কথা বলেন। অভিযোগ, এরপরই দূরত্ব তৈরি করতে থাকেন ওই তরুণ। শেষমেশ প্রতারণার অভিযোগ তুলে প্রধাননগর থানার দ্বারস্থ হন ওই তরুণী। শুক্রবার রাতে ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতকে এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

রাস্তার সংস্কার শুরু

চাকুলিয়া, ১৪ মার্চ : গোয়ালপোখর-২ ব্লকের চিকনি থেকে বলঞ্চা মোড় পর্যন্ত প্রায় পাঁচ কিলোমিটার রাস্তার সংস্কারকাজ শুরু হল। এলাকাবাসী চাইছেন, রাস্তাটি ভালোভাবে তৈরি করা হোক। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তাটি বেহাল অবস্থায় পড়ে ছিল। ফলে স্কুল, কলেজের শিক্ষার্থী, অফিসকর্মী ও নিত্যযাত্রীদের ঝুঁকি নিয়ে এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে হত। স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, এর আগে রাস্তা সংস্কারের দাবিতে এলাকাবাসী বারবার আন্দোলন করেছেন। এমনকি পথ অবরোধ করে বিক্ষোভও দেখিয়েছেন। অবশেষে শনিবার রাস্তার সংস্কারকাজ শুরু হল। কাজের সূচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদ সদস্যা নুবাহার ইরাম নুরি, প্রাক্তন জেলা পরিষদ সদস্য সাহিদ সিদ্দিকী, সাহাপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান উমর আলি প্রমুখ।

সাহাপুরের বাসিন্দা নরেশচন্দ্র সিংহের কথায়, 'এর আগে এলাকায় অনেক রাস্তার কাজ হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কোনও রাস্তা এক বছরের বেশি টেকেনি। পিচের চাদর উঠে কার্যত রাস্তার কঙ্কাল বেরিয়ে পড়েছে। প্রায় ১০ বছর ধরে এমন অবস্থায় পড়ে ছিল রাস্তাটি। রাস্তা সংস্কারের জন্য বারবার আন্দোলন করতে হচ্ছে। এই রাস্তাটি সংস্কার করা হলে চিকনি, আমলিয়া, গোদাশিমুল, বলঞ্চা, বাক্কা, ডুমুরিয়া, বারসালপুর প্রভৃতি গ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ হবে।' জেলা পরিষদ সদস্যা নুবাহার ইরাম নুরি বলছেন, 'দীর্ঘদিন পর রাস্তার সংস্কারকাজ শুরু করতে পেরে ভালো লাগছে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর থেকে রাস্তাটি সংস্কারের কাজ হচ্ছে। আমরাও চাই রাস্তার কাজ ভালো হোক। সাধারণ মানুষের সহযোগিতার প্রয়োজন।'

লরিতে পিষ্ট চা শ্রমিকের মৃত্যু

শুভাশিস বসাক

গয়েরকাটা, ১৪ মার্চ : সাতসকালে কাজে যাওয়ার পথে লরিতে চাপা পড়ে এক মহিলা চা শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় আরও দুই চা শ্রমিক গুরুতর জখম হয়েছেন। তাঁদের প্রথমে ধূপগুড়ি মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হলেও অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁদের জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। শনিবার সকালে গয়েরকাটা চা বাগানের বাঁশ লাইনের সামনে এশিয়ান হাইওয়ের ওপর দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ জানায়, মৃত শ্রমিকের নাম পতনু খাচুয়া (৫৫)। আফ্রিলা লাকড়া ও রাজকুমারী বরা আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে দল বেঁধে মহিলা শ্রমিকরা কাজে যাচ্ছিলেন। সেই সময় একটি লরি বেপরোয়া গতিতে এসে তিনজনকে মেরে দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এরপরই অন্য শ্রমিকরা ধূপগুড়ি থেকে বীরপাড়াগামী এশিয়ান হাইওয়ে ৪৮ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান।

প্রায় দেড় ঘণ্টা এশিয়ান হাইওয়ে অবরুদ্ধ থাকায় ওই পথে ব্যাপক যানজট হয়। পরে বানারহাট থানা এবং বিন্নাগুড়ি ফাঁড়ির বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। তবে অবরোধকারীদের সরিয়ে দিতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল পুলিশকেও। এশিয়ান হাইওয়ে থেকে সরিয়ে দেওয়ার পর চা শ্রমিকরা পুনরায় গয়েরকাটা চা বাগানের ফ্যাক্টরির সামনে গিয়ে বিক্ষোভ দেখান। খবর পেয়ে বানারহাট থানার পুলিশ ফ্যাক্টরির সামনে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। শ্রমিকরা জানান, রাস্তা পার হয়ে কাজে যাচ্ছিলেন সকলে। তখনই দ্রুতগতিতে একটি লরি এসে তিনজনকে ধাক্কা মারে এবং তাদের ওপর দিয়ে লরি উঠিয়ে দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। পরে অবশ্য বানারহাট থানার পুলিশ লরিটিকে আটক করেছে। এদিন বিক্ষোভের পরিস্থিতি এতটাই বড় আকার ধারণ করেছিল যে, বানারহাট থানার আইসি সুরজ থাপাকে ঘটনাস্থলে নামতে হয়। খবর পেয়ে ধূপগুড়ি ও বানারহাট ট্রাফিক গার্ডের ওসি ঘটনাস্থলে যান। পুলিশ অবরোধ তুলতে গেলে শ্রমিকরা কিছুতেই রাজি হননি। পরে পুলিশ তদন্তের আশ্বাস দিলে তবেই অবরোধ তুলে নেন শ্রমিকরা। সেই সময় অবরোধ তোলা হলেও পরে বাগানের ফ্যাক্টরির সামনে গিয়ে পুনরায় বিক্ষোভ শুরু করেন শ্রমিকরা।

> **একজনের মৃত্যু হয়েছে এবং বাকি দুজন চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছেন। অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা।**
>
> **অরিন্দম পালচৌধুরী**
> পুলিশ আধিকারিক

স্কুলে মারামারির অভিযোগ

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১৪ মার্চ : শনিবার নজিরবিহীন ঘটনা ঘটল ইসলামপুর হাইস্কুলে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহম্মদ সলিমুদ্দিন আহমেদের সামনেই স্কুল পরিচালন কমিটির পার্সন ইন্টারেস্টেড ইন এডুকেশন (পিআইই) দেবাশিস মজুমদার (শম্ভু) শিক্ষক দীপক মাহাতোকে মারধর করেন বলে অভিযোগ। যদিও শম্ভুর পিআইই-র মেয়াদ নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। শম্ভু বর্তমানে ইসলামপুর গার্লস হাইস্কুলের পরিচালন কমিটির সভাপতি। দীপক সিপিএম অনুমোদিত অল বেঙ্গল টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের (এবিটিএ) জেলা কমিটির সদস্য।

দীপক ইসলামপুর থানায় শম্ভু ও প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। তবে, খবর লেখা পর্যন্ত পুলিশ তাঁকে রিসিভ কপি দেয়নি। যদিও স্কুলের সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখে তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছে ইসলামপুর থানার পুলিশ। শম্ভু বলছেন, 'ওই শিক্ষক মদ্যপ অবস্থায় স্কুলে আসেন। এমনকি পড়ুয়াদের গালমন্দ করেন।

ইসলামপুর

তা নিয়ে আজ তাঁকে সতর্ক করলে প্রথমে তিনিই আমার ওপর চড়াও হন।' প্রধান শিক্ষক বলেছেন, 'দীপক প্রথমে হাত তুলেছিলেন। পঠনপাঠনকে লাটে তুলে স্কুলে রাজনীতি শুরু হয়েছে। ডিএ-র দাবিতে শুক্রবার বামেদের যৌথ মঞ্চের ডাকা ধর্মঘটে দীপক স্কুলের গেটে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন।' দীপক অবশ্য শম্ভুর তোলা অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন। তবে ধর্মঘট সফল করতে স্কুলে ঝান্ডা লাগিয়েছিলেন বলে স্বীকার করেছেন।

২০১৬ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত প্রথমে, তারপর আরও দু'বছর ইসলামপুর হাইস্কুলে পরিচালন কমিটির সভাপতি ছিলেন কাইজার চৌধুরী। দুজন পিআইই-র মধ্যে শম্ভু ছিলেন একজন, অপরজন আনওয়ারুল ইসলাম। ২০২১ সালে নয়া কমিটিতে শুধুমাত্র আনওয়ারুলকে সভাপতি পদে মনোনয়ন দেওয়া হয়। শম্ভুকে গার্লস হাইস্কুলের সভাপতি করা হয়। এরপর স্কুলগুলো থেকে আবেদন যায়, তাদের আরও ২ জন পিআইই প্রয়োজন। শম্ভুর দাবি, 'এরপর জেলা শিক্ষা দপ্তর থেকে বলা হয়, রাজ্য থেকে নির্দেশ আসেনি। তাই, আগে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের দিয়েই কাজ চালাতে হবে। তাই আমি এখনও প্রধান শিক্ষকের নির্দেশে পিআইই পদে আছি।' সহমত প্রকাশ করেছেন প্রধান শিক্ষকও।

দীপকের কথায়, 'আমি স্কুলে ছিলাম। আচমকা শম্ভু তর্ক জুড়ে দেন। উনি তো স্কুলের কেউ নন। অনেকদিন ধরেই আমাকে ওঁরা হয়রান করার চেষ্টা করছেন। আজ প্রতিবাদ করতেই আমাকে প্রধান শিক্ষকের সামনে মারধর শুরু করেন। প্রধান শিক্ষক সব দেখেও নীরব ছিলেন। তাই তাঁর বিরুদ্ধেও অভিযোগ জানিয়েছি।' দীপকের আরও সংযোজন, 'আমি এসসি এবং এসটি আইনে মামলা রুজু করতে পুলিশকে লিখিত আর্জি জানিয়েছি। আমার বিচার চাই।'

এদিন বামপন্থী শিক্ষকরা দীপকের সঙ্গে লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে থানায় পৌঁছান। শম্ভুর অভিযোগের প্রশ্নে দীপক বলেন, 'আমি নেশার ধারপাশে থাকি না। কেন এমনটা বলছেন বুঝতে পারছি না। নিজের দোষ ঢাকার জন্য আমার চরিত্র হনন করছেন।'

REQUIRE

Need one Sorting Babu for our Tea Estate at North Bank Assam candidate must have knowledge of sorting and look after job from Drier Mouth to Packing Immediate Joining pls what's app your CV

8777682768

ডাম্পার ভাঙচুরে ধৃত

শিলিগুড়ি, ১৪ মার্চ : মাটিগাড়া থানা এলাকার গোঁসাইপুর টার্নিংয়ের কাছে তিনটি ডাম্পার ভাঙচুরের ঘটনায় মূল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল মাটিগাড়া থানার পুলিশ। ধৃতের নাম বাপ্পু রায়। তিনি রঙ্গিয়া এলাকার বাসিন্দা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার রাতে রঙ্গিয়া থেকে তারাবাড়ি যাওয়ার পথে গোঁসাইপুর টার্নিংয়ের কাছে তিনটি ডাম্পারকে আটকায় কয়েকজন ব্যক্তি। প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে ওই গাড়িগুলো আটকে 'গুন্ডা ট্যাক্স' চাওয়া হয়। 'গুন্ডা ট্যাক্স' দিতে না পারায় ডাম্পারগুলিতে ভাঙচুর চালানো হয়। ঘটনায় বাপ্পুর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন ডাম্পার মালিক। তদন্তে নেমে শুক্রবার রাতে ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতকে শনিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

দ্বিতীয় কিস্তির টাকা কম, বিপাকে পঞ্চায়েত

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১৪ মার্চ : পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের দ্বিতীয় কিস্তির টাকা ঢুকেছে পঞ্চায়েতের ত্রিস্তরেই। প্রশাসন সূত্রে খবর, প্রথম কিস্তির যত টাকা ঢুকেছিল, সমপরিমাণ টাকাই দ্বিতীয় কিস্তিতে ঢোকার কথা। কিন্তু তার মধ্যে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ এবং পঞ্চায়েত সমিতিতে নিয়ম মতো প্রথম কিস্তির প্রায় সমপরিমাণ টাকা ঢুকেছে। অথচ গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি দ্বিতীয় কিস্তিতে প্রথম কিস্তির প্রায় অর্ধেক টাকা পেয়েছে বলে অভিযোগ। আর এতেই বিপাকে পড়েছে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি। এদিকে কম টাকা ঢোকা নিয়ে বিজেপির অভিযোগ, টাকা ঠিকই ঢুকেছে, কিন্তু রাজ্য সেসব অন্যখাতে লাগিয়েছে। তবে অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে তৃণমূল।

সূত্রের খবর, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বরাদ্দ টাকা খরচ করতে প্রশাসন পঞ্চায়েতগুলিতে আগাম ওয়ার্ক অর্ডার করে রাখতে বলে। কিছু পঞ্চায়েত টাকা না ঢুকলেও আগাম সেই টাকার কাজ করে রেখেছে বলে দাবি। কিন্তু টাকা কম ঢোকায় সেই পঞ্চায়েতগুলির মাথায় হাত পড়েছে। এক পঞ্চায়েত প্রধান বলছেন, 'বরাদ্দ অর্থ সঠিক সময়ে কাজে লাগানোর জন্য প্রশাসনের চাপ থাকে। সেজন্য আগাম পরিকল্পনা, কিছু কাজও করে রাখা হয়। কিন্তু কে জানত, কম টাকা দেবে।' যদিও মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ বলছেন, 'কেন কম টাকা ঢুকেছে, জানি না। তবে পঞ্চায়েতগুলিতে সমস্যা হওয়ার কথা নয়। আগাম কাজ করে রেখে থাকলে তা খতিয়ে দেখে আলোচনা করা হবে। যে সব গ্রাম পঞ্চায়েত আগাম করেছে, তাদের নতুন করে ওয়ার্ক অর্ডার করতে হবে।'

পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রথম কিস্তিতে ২৭ লক্ষ টাকা পেয়েছিল। হিসেব মতো দ্বিতীয় কিস্তিতেও তাদের সেই টাকা পাওয়ার কথা। পঞ্চায়েতের

সমস্যায় আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতও।

তরফে দাবি করা হয়েছে, তারা এবার মাত্র ১৫ লক্ষ টাকা পেয়েছে। কিন্তু তারা প্রায় ২৭ লক্ষ পাবে ধরে নিয়ে টেন্ডার করে রাখে। পঞ্চায়েতের এক আধিকারিক বলছেন, 'সমস্যার সমাধান কীভাবে হবে, জানি না।'

চম্পাসারি, আঠারোখাই, মাটিগাড়া-১, বিধাননগরের মতো গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে আগাম পরিকল্পনা করে রাখা হয়েছিল। কিন্তু কম টাকা ঢোকায় ওই গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিও সমস্যায় পড়েছে। যদিও আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান যূথিকা রায় খাসনবিশ বলছেন, 'যে পরিমাণ টাকা এসেছে, সেটারই কাজ হবে। পরে বাকি টাকা এলে বণ্টন হবে। এতে সমস্যা হবে না।' কিন্তু পঞ্চায়েতগুলির আধিকারিকদের একাংশ জানাচ্ছে, পরের বছর থেকে ষষ্ঠদশ অর্থ কমিশন শুরু হবে। সে ক্ষেত্রে পঞ্চদশের বকেয়া টাকা কীভাবে মিলবে, তা নিয়ে চিন্তা রয়েছে।

পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টাকা দেয় কেন্দ্রীয় সরকার। এদিকে বিজেপির অভিযোগ, কেন্দ্রের তরফে রাজ্যকে দ্বিতীয় কিস্তির সম্পূর্ণ টাকাই দেওয়া হয়েছে। রাজ্য পঞ্চায়েতগুলিতে বণ্টন করার ক্ষেত্রে বরাদ্দ কমিয়ে দিয়েছে। তাতে উন্নয়ন বাধা পাওয়ার আশঙ্কা করছেন মহকুমা পরিষদে বিরোধী দলনেতা বিজেপির অজয় ওরাওঁ। তাঁর কথায়, 'খেলা, মেলায় কেন্দ্রের টাকা কাজে লাগাচ্ছে তৃণমূল। পাড়ায় সমাধানে পঞ্চদশের টাকা দেওয়া হয়েছে কি না খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।' অবশ্য বিজেপির তরফে তোলা অভিযোগ অস্বীকার করে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ তৃণমূলের কিশোরীমোহন সিংহ বলছেন, 'কেন্দ্রীয় বঞ্চনার পরেও রাজ্য সরকার উন্নয়ন করে যাচ্ছে।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন মুর্শিদাবাদ-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, মুর্শিদাবাদ - এর একজন বাসিন্দা বিক্রম ঘোষ - কে 16.12.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 41G 62371 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন " যে কোনো ব্যক্তির জীবনে স্থিতিশীলতার যে কোনো আর্থিক চাহিদা পূরণে ক্ষমতা দ্বারা সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে। ডিয়ার লটারি যে কাউকে আর্থিকভাবে শক্তিশালী করার জন্য এমন একটি সেরা পদ্ধতি প্রদান করছে এবং এটি কয়েকটি দশ টাকা ব্যয় করেই সম্ভব। ডিয়ার লটারিকে ধন্যবাদ।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

তৃণমূলের কমিটি গঠনে বিতর্ক মাটিগাড়ায়

নেতৃত্বের সামনে হাতাহাতি!

শিলিগুড়ি, ১৪ মার্চ : ভোটের মুখেও কমিটি গঠন নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের বিতর্ক মিটছে না। শনিবার মাটিগাড়া-১ অঞ্চল কমিটি গঠনকে ঘিরে দলের দুই গোষ্ঠীর বিরোধ কার্যত হাতাহাতির পর্যায়ে চলে যায়। হইচই বাধিয়ে দেন অঞ্চল কমিটির চেয়ারম্যান খগেন্দ্রনাথ দাস। তাঁকে না জানিয়ে কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং চিফ অ্যাডভাইজার হিসাবে তাঁর মাথার ওপরে কৃষ্ণ সরকারকে বসিয়ে দেওয়ায় সরব হয়েছেন তিনি। অভিযোগ, তাঁকে অন্ধকারে রেখে অঞ্চল সভাপতি কমিটি তৈরি করেছেন। তিনি কিছুতেই এই কমিটি মানবেন না। এই কমিটি রাখতে হলে চেয়ারম্যান পদ থেকে তিনি ইস্তফা দেবেন।

পালটা বক্তব্য রাখেন অঞ্চল সভাপতি হরেন্দ্রনাথ বর্মন ও তাঁর অনুগামীরা। দলের জেলা চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়াল সহ নেতৃত্বের সামনে কমিটি গঠন ঘিরে তুমুল হইচই শুরু হওয়ায় জেলা নেতৃত্বও অস্বস্তিতে পড়ে। দু'পক্ষকে সামলাতে কার্যত হিমসিম খেতে হয় নেতৃত্বকে। পরে সভাস্থল ছেড়ে বেরিয়ে যান অঞ্চল চেয়ারম্যান। জেলা চেয়ারম্যান সঞ্জয় অবশ্য বলেছেন, 'কমিটি গঠন ঘিরে কোনও বিতর্ক নেই। দল বড় হচ্ছে। মতভেদ থাকতেই পারে। কিন্তু, সবটা দলের অন্দরে মিটিয়ে নেওয়া হচ্ছে।'

ক'দিন আগে তৃণমূলের খড়িবাড়ি ব্লক কমিটি গঠন নিয়ে বিতর্ক হয়। কমিটিতে মাদক কারবারি, জমি এবং বালি মাফিয়াদের জায়গা দেওয়া নিয়ে তীব্র ক্ষোভ ছড়ায়। তবে, এখনও খড়িবাড়ির ব্লক কমিটিতে কোনও পরিবর্তন করেনি তৃণমূল।

এরমধ্যে শনিবার অঞ্চল কমিটি ঘোষণার জন্য পঞ্চানন ভবনে

- শনিবার মাটিগাড়া-১ অঞ্চল কমিটি গঠনকে ঘিরে দলের দুই গোষ্ঠীর বিরোধ কার্যত হাতাহাতিতে পৌঁছে যায়
- অঞ্চল কমিটি ঘোষণার জন্য পঞ্চানন ভবনে বৈঠক ডেকেছিল তৃণমূল। উপস্থিত ছিলেন জেলা চেয়ারম্যান
- ক'দিন আগে তৃণমূলের খড়িবাড়ি ব্লক কমিটি গঠন নিয়ে বিতর্ক হয়। কমিটিতে মাদক কারবারি, জমি এবং বালি মাফিয়াদের জায়গা দেওয়া নিয়ে ক্ষোভ ছড়ায়

বৈঠক ডেকেছিল তৃণমূল। উপস্থিত ছিলেন জেলা চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে অন্য নেতৃত্ব। বৈঠকে মাটিগাড়া-১ অঞ্চল কমিটি ঘোষণা হতেই বিতর্কের সূচনা। কমিটিতে চেয়ারম্যান, সভাপতির মাথার ওপরে চিফ অ্যাডভাইজার হিসাবে বসিয়ে দেওয়া কৃষ্ণ এখন মাটিগাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান।

এর প্রতিবাদ করে অঞ্চল চেয়ারম্যান খগেন্দ্রনাথের বক্তব্য, 'অন্য অঞ্চলে তো চিফ অ্যাডভাইজার নেই! তাহলে আমাদের এখানে কেন জোড়া হল? আমি অঞ্চল চেয়ারম্যান। আমাকে না জানিয়ে কমিটি তৈরি হয়ে অনুমোদনও পেয়ে গিয়েছে! তাহলে আমার পদে থাকার অর্থ কী? আমি আজই ইস্তফা দিচ্ছি।' তিনি সভাকক্ষ থেকে বেরিয়ে যেতে তৎপর হতেই অপরপক্ষ হইচই শুরু করে। হরেন্দ্রনাথ এবং তাঁর অনুগামীরা বলেন, একাধিকবার চেয়ারম্যানকে ডাকা হলেও তিনি বৈঠকে আসেননি। এখন বিতর্ক তৈরি করছেন! পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে জেলা নেতৃত্ব দু'পক্ষকে শান্ত করার চেষ্টা করে। খগেন্দ্রনাথকে বলা হয়, কোনও বক্তব্য বা কোনও নাম সুপারিশ করার হলে নেতৃত্বকে জানান। তাঁরাই যা করার করবেন। কিন্তু খগেন্দ্রনাথ সভা ছেড়ে বেরিয়ে যান।

রাতে দলীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে তিনি বলেন, 'জেলা চেয়ারম্যান বলেছেন, দ্রুত ব্যবস্থা নেবেন। দেখি উনি কী করেন। না হলে অন্য কিছু ভাবতে হবে।' অঞ্চল সভাপতি অবশ্য বলেছেন, 'কমিটি গঠন নিয়ে কোনও বিতর্ক হয়নি।'

অরাজনৈতিক রাখাই চ্যালেঞ্জ

রামনবমীর শোভাযাত্রার রাশ হাতে রাখতে উদ্যোগী দুই ফুল

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১৪ মার্চ : ভোট যত এগিয়ে আসছে রাজ্যে যুযুধান দুই রাজনৈতিক দল তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপির মধ্যে টক্কর তত বাড়ছে। শিলিগুড়িতেও দুই দলের নেতাদের বিভিন্ন সময় বাগযুদ্ধে জড়াতে দেখা গিয়েছে। এরইমধ্যে আগামী ২৭ মার্চ রামনবমীর শোভাযাত্রাকে অরাজনৈতিক রাখাই চ্যালেঞ্জ বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কাছে।

বিগত বছরগুলিতে রামনবমীর শোভাযাত্রায় রাজনৈতিক দলের নেতাদের দেখা গিয়েছে। বিজেপি নেতা, বিধায়ক, সাংসদরা তো ছিলেনই। তবে গত কয়েক বছরে তৃণমূল নেতাদেরও মিছিলে দেখা গিয়েছে। সামনে বিধানসভা ভোট। এই পরিস্থিতিতে দু'দলের নেতারাই চাইবেন হিন্দু ভাবাবেগকে কাজে লাগিয়ে ভোটবাক্সে ফায়দা তুলতে। ফলে শোভাযাত্রাকে কীভাবে রাজনীতিমুক্ত রাখবে সেটাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কাছে।

সংগঠনের উত্তরবঙ্গ প্রান্তের সম্পাদক লক্ষ্মণ বনসালের বক্তব্য, 'যে কোনও হিন্দু শোভাযাত্রায় হাঁটতে পারেন। তাতে বাধা নেই। তৃণমূলকেও যদি আমরা জয় শ্রীরাম বলাতে পারি সেটা তো হিন্দুদের ক্ষেত্রেই ভালো। রাজনীতি ভুলে মিছিলে হাঁটতে হবে। রাশ হিন্দুদের হাতেই থাকবে।'

সংগঠন সূত্রে খবর, চলতি বছরের শোভাযাত্রাকে সফল করতে ৩৫টি সামাজিক সংগঠন যুক্ত হয়েছে। তারা নানাভাবে সাহায্য করবে। বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে ছোট শোভাযাত্রাগুলি প্রধান শোভাযাত্রার সঙ্গে যুক্ত হবে। শহরে দুশোটির বেশি মন্দির রয়েছে। সাতদিন আগে থেকে এই মন্দিরগুলিতে ভজন, কীর্তন চলবে।

এদিকে, অনেক সময় ওয়ার্ডের ছোট মিছিলগুলির খরচ, মন্দিরের পুজোর আয়োজনে তৃণমূল নেতাদের সাহায্য থাকে বলে খবর। ফলে ঘুরপথে সেগুলির রাশ তৃণমূলের

- রামনবমীর শোভাযাত্রাকে 'অরাজনৈতিক' রাখাই চ্যালেঞ্জ বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কাছে
- বিগত বছরে তৃণমূল এবং বিজেপির নেতারা শোভাযাত্রায় হেঁটেছেন
- দু'দলই ভোটের আগে হিন্দু ভাবাবেগকে কাজে লাগাতে চাইছে

হাতে চলে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন সংগঠনের কর্তারা। এমনকি অতীতে শোভাযাত্রায় হাঁটা লোকেদের জল, শরবত, ফল দিয়েও সাহায্য করতে দেখা গিয়েছে তৃণমূল নেতৃত্বকে। মিছিলের অগ্রভাগে হাঁটতেও দেখা গিয়েছে তৃণমূল নেতাদের একাংশকে। মূল শোভাযাত্রার সঙ্গে মিশে গিয়ে তাঁরাও রাশ হাতে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন বলে অভিযোগ। তবে ভোটের প্রাক্কালে সেটা যাতে না হয়, সেদিকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ কঠোরভাবে নজর রাখছে।

সংগঠন সূত্রে খবর, তারা শোভাযাত্রায় হাঁটতে কাউকে বাধা দেবে না। কিন্তু কেউ যাতে মিছিলের অগ্রভাগে মধ্যমণি সাজার চেষ্টা না করে সেদিকে নজর রাখা হবে। শিলিগুড়ির মেয়র তথা তৃণমূল নেতা গৌতম দেব অবশ্য বলছেন, 'আমাদের ছেলেরা যেভাবে জল, শরবত খাওয়ায়, এবারও একইভাবে পরিষেবা দেবে।'

অন্যদিকে, বিজেপি এবার বিশ্ব হিন্দু পরিষদের শোভাযাত্রার ভাবাবেগকে কাজে লাগাতে মরিয়া। চলতি বছরের শোভাযাত্রায় দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্ট, রাজ্যসভার সাংসদ হর্ষবর্ধন শ্রিংলা, বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ, আনন্দময় বর্মন, শিখা চট্টোপাধ্যায়রা মিছিলে হাঁটতে পারেন।

শংকর বলছেন, 'রামকে নিয়ে যারা রাজনীতি করে তারা হিতের বিপক্ষে। অন্যদের সঙ্গে মিছিলে হাঁটব। অন্য দলের হিন্দুরাও হাঁটতে পারেন।' আনন্দময়ের কথায়, 'রামনবমীর মিছিলের রাশ অনেকেই নেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু কারা হিন্দুবিরোধী, মানুষের জানার বাকি থাকে না।'

তবে তৃণমূলের তরফে আলাদা করে রামনবমীর শোভাযাত্রা করা হবে কি না, সে নিয়ে নেতারা কিছু বলতে পারছেন না। শিলিগুড়ির ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বললেন, 'এখনও দলের তরফে কিছু বলা হয়নি।' দার্জিলিং জেলা (সমতল) তৃণমূলের চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়ালের দাবি, তাঁরা প্রত্যেক ধর্মের অনুষ্ঠানে থাকেন। দলের কেউ শোভাযাত্রায় অংশ নিতেই পারেন। তাঁর কথায়, 'রাম কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। যে কেউ পুজো, শোভাযাত্রা করতেই পারেন।'

বচসা দুই পরিবারের

চোপড়া, ১৪ মার্চ : মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের হাসখাঁড়ি এলাকায় শনিবার সীমানা প্রাচীরের কাজকে ঘিরে দুই পরিবারের মধ্যে বচসায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাস্থলে স্থানীয় কাঁচাকালী ক্যাম্পের পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। স্থানীয়দের সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দুপুরে লতিফুর রহমান ও জয়নাল আবেদিনের পরিবারের মধ্যে পুরোনো বিবাদের জেরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরে পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

বিষক্রিয়ায় মৃত্যু তরুণের

চোপড়া, ১৪ মার্চ : চোপড়া থানার বিলাতিবাড়ি এলাকার এক তরুণের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। মৃতের নাম কৃষ্ণ শিকদার (৩০)। কৃষ্ণর পরিবারের অভিযোগ, তাঁর শ্বশুরবাড়ি বিহার সীমান্তের বোগলাডাঙ্গি এলাকায়। শুক্রবার সেখানে বিষক্রিয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়লে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা

চোপড়া

হয়। সেখান থেকে শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে স্থানান্তরিত করা হয়। শনিবার সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওই তরুণের মৃত্যু হয়।

পরিবার সূত্রে খবর, দু'বছর আগে কৃষ্ণর বিয়ে হয়। দু'মাস আগে স্ত্রী বাপের বাড়িতে গিয়েছিলেন। স্ত্রীকে আনতেই সেখানে গিয়েছিলেন কৃষ্ণ। কৃষ্ণের পরিবারের অনুমান, শ্বশুরবাড়িতে মনোমালিন্যের কারণেই সম্ভবত এ ধরনের কাণ্ড ঘটেছে। তাঁর পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে চোপড়া থানার পুলিশ।

বৈষ্ণব সম্মেলন

চোপড়া, ১৪ মার্চ : শনিবার দাসপাড়ায় অনুষ্ঠিত হল গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মেলন। দাসপাড়া বৈষ্ণব গৌড়ীয় সম্মেলন কমিটির উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বল ফিল্ড ময়দানে এদিনের সম্মেলন ঘিরে এলাকায় এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়।

মেডিকেলে একাধিক সমস্যার সমাধান নেই

কয়েক লক্ষ টাকার নতুন চেয়ারে বিতর্ক

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৪ মার্চ : রোগী এবং তাঁদের পরিজনদের বিশ্রামের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা নেই। ফলে হাসপাতালের করিডরেই রাত কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন অনেকে। বিভিন্ন বিভাগে চিকিৎসক, নার্সদের বসার জন্য ভালো চেয়ার-টেবিল পর্যন্ত নেই। সেসব দিকে নজর না দিয়ে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষের অফিসের সভাকক্ষের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে নতুন চেয়ার, টেবিল কেনা হচ্ছে। মেডিকেলের এমন ঘটনা নিয়ে চিকিৎসক মহলেও ক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

অভিযোগ, রোগী পরিষেবায় নজর না দিয়ে অযথা সরকারি অর্থের অপচয় করা হচ্ছে। চিকিৎসকদের একাংশ বলছেন, অফিসের সাজসজ্জা না বাড়িয়ে রোগী পরিষেবার মানোন্নয়নে নজর দেওয়া উচিত। হাসপাতাল সুপার তথা ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক বলছেন, 'নতুন চেয়ারগুলি সভাকক্ষ ছাড়াও, টেলিমেডিসিন বিভাগে দিয়ে সেখানকার বর্তমান চেয়ারগুলি বিভিন্ন বিভাগে দেওয়া হবে।' হাসপাতালের রোগী পরিষেবার দিকেও নজর দেওয়া হচ্ছে বলে তিনি দাবি করেছেন।

সম্প্রতি মেডিকেল কলেজে বেশকিছু আধুনিক আরামদায়ক চেয়ার কেনা হয়েছে। অধ্যক্ষের অফিসের বাইরে একসঙ্গে প্রায় ৫০টি দামি চেয়ার রাখা রয়েছে। সূত্রের খবর, চেয়ারগুলি কিনতে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। এছাড়া নতুন টেবিলও আসবে বলে খবর। কলেজের কর্মীদের অনেকে

- অধ্যক্ষের অফিসের সভাকক্ষের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে নতুন চেয়ার, টেবিল কেনা হচ্ছে
- অভিযোগ, রোগী পরিষেবায় নজর না দিয়ে অযথা সরকারি অর্থের অপচয় করা হচ্ছে
- বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছেন হাসপাতালের কর্মী ও চিকিৎসকদের একাংশ

বলছেন, সভাকক্ষে তো ভালো ভালো চেয়ার রয়েছে। তাহলে আবার কেন সেখানকার জন্য এই চেয়ারগুলি কেনা হল?

মেডিকেলে রোগী পরিষেবার মান নিয়ে প্রতিনিয়ত প্রশ্ন উঠেছে। একটা হাসপাতালে ন্যূনতম পরিষেবা নেই বলেও অভিযোগ। প্রতিদিন রোগী, পরিজন মিলিয়ে অন্তত ১০ হাজার মানুষ আসেন। তাঁদের একটা বড় অংশ এখানে রাত্রিবাস করেন। কিন্তু মেডিকেলে রাত্রিবাসের কোনও ব্যবস্থা নেই। তাই বাধ্য হয়ে করিডরেই অনেক রোগী এবং পরিজনদের রাত কাটাতে হচ্ছে।

এমনকি প্রতিটি বিভাগেই সেই মান্ধাতা আমলের চেয়ার, টেবিলেই কাজ চালাতে হচ্ছে। অনেক বিভাগেই পর্যাপ্ত চেয়ারের ব্যবস্থা নেই। অভিযোগ, বারবার বলার পরেও বিভাগগুলিতে পর্যাপ্ত চেয়ার, টেবিল দেওয়া হচ্ছে না।

মনোরোগ বিভাগের প্রধান ডাঃ নির্মল বেরার বক্তব্য, 'ভীষণ সমস্যার মধ্যে দিয়ে বিভাগ চালাতে হচ্ছে। বহুবার লিখিতভাবে কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি, কিছুই কাজ হয়নি।' তাঁর অভিযোগ, 'বিভাগে প্রতিদিন প্রচুর নথিপত্র জমা হয়। সেগুলি সংরক্ষিত রাখা প্রয়োজন। কিন্তু পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকায় সমস্যা হচ্ছে।'

প্রসূতি বিভাগেও একই হাল। বিভাগের চিকিৎসক সন্দীপ সেনগুপ্তের কথায়, 'একেবারেই কিছু নেই তা নয়, তবে, একটা বিভাগে যত চিকিৎসক থাকেন সেই তুলনায় আমাদের পরিকাঠামো কম রয়েছে।' এরইমধ্যে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নতুন চেয়ার কেনা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

খেতমজুর সংগঠনের কর্মী সম্মেলন

গোয়ালপোখর, ১৪ মার্চ : বিধানসভা নির্বাচনের আগে খেতমজুর সংগঠনকে পুনর্গঠিত করতে জোর দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। শনিবার গোয়ালপোখর-১ ব্লকের ডুবকুল সাহাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খেতমজুদের কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে খেতমজুরদের স্বার্থ রক্ষা, আর্থিক সুরক্ষা ও সামাজিক ন্যায়ের বিষয়গুলি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়।

রাজ্য সরকার কৃষকবন্ধু প্রকল্পের আদলে খেতমজুরদের জন্যও আর্থিক সহায়তা প্রদান শুরু করেছে। সংগঠনের দাবি, এতদিন শুধু জমির মালিকরাই বছরে দু'বার আর্থিক সুবিধা পেতেন। কিন্তু যেসব অসহায় মানুষ অন্যের জমিতে দৈনিক মজুরিতে খেটে জীবন চালাতেন, তাঁরা মজুরি ছাড়া কিছুই পেতেন না। এই বৈষম্য দূর করতে রাজ্য সরকার এবার খেতমজুরদের জন্যও সহায়তা ঘোষণা করেছে।

গোয়ালপোখর তৃণমূল খেতমজুর সংগঠনের ব্লক সভাপতি দাবির আলম বলেন, 'এই সহায়তা খেতমজুরদের জীবনে আশার আলো জ্বালিয়েছে। এখন আর কেউ বঞ্চিত থাকবেন না। বিধানসভা ভোটে তৃণমূলের হয়ে সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করব।'

প্রতিবাদ

শিলিগুড়ি, ১৪ মার্চ : গ্যাসের কালোবাজারি এবং মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতির প্রতিবাদে শনিবার শিলিগুড়ির কোর্ট মোড়ে প্রতিবাদ কর্মসূচির আয়োজন করে এসইউসিআই(সি)। কুশপুতুলও দাহ করা হয়। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জেলা সম্পাদক গৌতম ভট্টাচার্য, জয় লোধ সহ অন্যরা।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

বেলাশেষে।। ইসলামপুরের বলঞ্চায় বাইপাসে ছবিটি তুলেছেন অভয় মোদক।

শিলিগুড়ির জন্য ১১ দাবিদার

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৪ মার্চ : বামেদের হাত ছেড়ে বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের একা লড়াইয়ের সিদ্ধান্তে নেতা-কর্মীরা যথেষ্ট উচ্ছ্বসিত। রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভা আসনে প্রার্থী হওয়ার জন্য ইতিমধ্যেই সাড়ে তিন হাজারের বেশি নাম প্রদেশ নেতৃত্বের কাছে জমা পড়েছে বলে খবর। গত ৯ মার্চ প্রদেশ নেতৃত্ব প্রতিটি জেলার নেতৃত্বকে নিয়ে কলকাতায় বৈঠকে বসেছিল। সূত্রের খবর, শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রায় ১১টি নাম প্রদেশ নেতৃত্বের কাছে জমা পড়েছে। তবে প্রদেশ নেতৃত্বের প্রথম পছন্দের তালিকায় থাকা শিলিগুড়ির তিনজন অভিজ্ঞ নেতার কেউই প্রার্থী হতে চাইছেন না বলে খবর।

যার মধ্যে দার্জিলিং জেলা কংগ্রেসের সভাপতি সুবীন ভৌমিক এবং শিলিগুড়ির ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সুজয় ঘটক রয়েছেন। তবে প্রার্থী হওয়ার দৌড়ে শিলিগুড়ির প্রাক্তন মেয়র গঙ্গোত্রী দত্ত, আইনজীবী অলোক ধাড়া এগিয়ে রয়েছেন। ১১ জনের যে তালিকা প্রদেশ নেতৃত্বের কাছে জমা পড়েছে তার শীর্ষে গঙ্গোত্রী ও অলোকের নাম রয়েছে।

এবারই প্রথম জেলা নেতৃত্বের পাশাপাশি নেতারা নিজেদের নাম প্রার্থী হওয়ার জন্য প্রদেশ নেতৃত্বের কাছে ব্যক্তিগতভাবে পাঠাতে পেরেছেন। সেই কারণে বহু নাম প্রদেশ নেতৃত্বের কাছে জমা পড়েছে। সংগঠনের দায়িত্ব কাঁধে থাকায় সুবীন আগেই প্রার্থী হওয়া থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'অনেক নাম জমা পড়েছে। জাতীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব সেই নাম স্ক্রুটিনি করতে শুরু করেছে। শীর্ষ নেতৃত্ব পছন্দের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করবে।'

> **অনেক নাম জমা পড়েছে। জাতীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব সেই নাম স্ক্রুটিনি করতে শুরু করেছে।**
>
> **সুবীন ভৌমিক**

এদিকে, সুজয়কে প্রদেশ নেতৃত্ব প্রার্থী করতে চাইলেও তিনি প্রার্থী হতে রাজি নন। সুজয় বলছেন, 'আমি নির্বাচনে লড়াই করব না। সেটা প্রদেশ নেতৃত্বকে জানিয়েছি। তবে দল যাঁকে প্রার্থী করবে তাঁর জন্য লড়াই করব।'

তৃণমূল এবং সিপিএমের সঙ্গে জোটের কারণে শিলিগুড়ি থেকে বহুদিন কংগ্রেস বিধানসভা নির্বাচনে কোনও প্রার্থী দিতে পারেনি। এবার সুযোগ থাকায় অনেক নেতা নিজেদের নাম প্রার্থী হওয়ার জন্য লিখিয়েছেন। গঙ্গোত্রী বললেন, 'আমাকে প্রার্থী করার জন্য নাম পাঠানো হয়েছে বলে জানতে পেরেছি। দল যদি প্রার্থী করতে চায় সেক্ষেত্রে ভোটে লড়াই করব কি না, ভেবে দেখব।' এদিকে, শিলিগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সম্পাদক অলোক ধাড়া প্রার্থী হলে তাঁর পক্ষে নির্বাচনে দৌড়ঝাঁপ করাটা যে সহজ হবে তা দলের নেতারা মানছেন। অলোকের কথায়, 'দল প্রার্থী করলে নির্বাচনে লড়াই করব। তবে সবটাই শীর্ষ নেতৃত্বের ওপর নির্ভর করছে।'

ভিবিডিসি কর্মীদের বনভোজনে রাজনীতির রং

শিলিগুড়ি, ১৪ মার্চ : বিধানসভা ভোটের আগে ভেক্টর বর্ন ডিজিজ কন্ট্রোল (ভিবিডিসি) কর্মীদের মন জয়ের চেষ্টা শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষের। ডেঙ্গি নিয়ন্ত্রণের কাজের সঙ্গে যুক্ত এই কর্মীদের নিয়ে শুক্রবার কর্মশালা এবং বনভোজনে গিয়েছিলেন তিনি। বাগডোগরা জঙ্গলে টিপুখোলাতে এই পিকনিক হয়। সেখানে মহকুমা পরিষদের তৃণমূলের কর্মাধ্যক্ষ, কয়েকটি পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান এবং দলের কয়েকজন নেতাকেও দেখা গিয়েছে। আর এ নিয়ে ভোটের আগে রাজনীতির অভিযোগ তুলেছে বিজেপি।

সভাধিপতি অবশ্য বলছেন, 'মহকুমা পরিষদের তরফে ডেঙ্গি নিয়ন্ত্রণে কর্মীদের কর্মশালা হয়েছে। প্রত্যেকবার তাঁদের খাওয়ানো হয়। কিন্তু এবার প্রথম সেটা বাইরে কোথাও হল।' রাজনীতির অভিযোগ ভিত্তিহীন বলেও দাবি করেছেন সভাধিপতি। পালটা মহকুমা পরিষদের বিরোধী দলনেতা বিজেপির অজয় ওরাওঁয়ের বক্তব্য, 'কর্মশালা এভাবে হয় আগে দেখিনি। মহকুমা পরিষদ প্রশাসন দায় এড়াতে পারে না। তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।'

শিলিগুড়ি মহকুমায় সাতশোজনের কাছাকাছি ভিবিডিসি কর্মী বাড়ি বাড়ি ঘুরে ডেঙ্গি সমীক্ষা, কোথায় জল জমে রয়েছে কি না, খোঁজ নেন। ফলে তাঁদের দিয়ে দলীয় প্রচারের একটা ভালো মাধ্যম হতে পারে। প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কী ভোটের আগে সেটাকেই কাজে লাগাতে চাইছে মহকুমা পরিষদের তৃণমূলের বোর্ড?

ডেঙ্গি কর্মীদের সংগঠনের তরফে মেনকা অধিকারী অবশ্য বলছেন, 'কর্মশালা হয়েছে। পিকনিকে ভালো মজাও করেছি আমরা।' তবে অন্য কর্মীদের দাবি, তাঁদের গত দু'মাসের মজুরি বকেয়া রয়েছে। তাঁরা মজুরি বৃদ্ধির দাবিও তুলেছেন। সেদিকে

> **কর্মশালা এভাবে হয় আগে দেখিনি। মহকুমা পরিষদ প্রশাসন দায় এড়াতে পারে না।**
>
> **অজয় ওরাওঁ**

অবশ্য কর্তৃপক্ষ নজর দিচ্ছে না বলে অভিযোগ। এমনকি কর্মশালায় ডেঙ্গি নিয়ন্ত্রণের উপায়, কাজের অগ্রগতি এবং আরও নানা বিষয়ে শেখানোর কথা থাকলেও সেখানে সেভাবে কিছুই হয়নি বলে অভিযোগ। কর্মশালায় নাচ, গান এবং ছবি তুলে রিলস বানানো এবং পেটপুজো হয়েছে বলে অভিযোগ। আর এই পুরো বিষয়টি নিয়েই প্রশ্ন তুলেছে বিজেপি।

মহুয়াকে চিঠি অজয়ের

শিলিগুড়ি, ১৪ মার্চ : ধর্মতলায় তৃণমূল কংগ্রেসের ধর্না মঞ্চ থেকে কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্রের বিতর্কিত মন্তব্য নিয়ে ক্ষোভ ছড়িয়েছে পাহাড়ে। অস্বস্তি বাড়ছে তৃণমূলের জোটসঙ্গী ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চারও (বিজিপিএম)। এরইমধ্যে এমন মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে মহুয়াকে চিঠি দিলেন ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্ট-এর প্রধান অজয় এডওয়ার্ড।

ধর্না মঞ্চ থেকে মহুয়া বলেছিলেন, 'যে তৃণমূলের সঙ্গে নয়, সে বাঙালি নয়, তাঁর বাংলায় থাকার অধিকার নেই।' এই মন্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে অজয় তাঁর চিঠিতে লিখেছেন, ভারতের মতো গণতান্ত্রিক দেশে কোনও একটি রাজনৈতিক দলের ওপরে মানুষকে আস্থা রাখতে হবে এমনটা হতে পারে না। পাহাড়ের মানুষ ৪০ বছরের বেশি সময় ধরে বাংলার সংস্কৃতি, বাংলার ঐতিহ্যকে বহন করে চলছে।

অজয়ের কথায়, 'মহুয়া মৈত্র একজন সাংসদ। তাঁর কথাবার্তা আরও সংযত হওয়া প্রয়োজন। তাঁকে সবদিক বুঝেই মন্তব্য করতে হবে। আমি এর প্রতিবাদেই সাংসদকে চিঠি দিয়েছি।' অন্যদিকে, বিজেপিও মহুয়ার বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেছে। দলের পার্বত্য শাখার সভাপতি সন্দীপ লামার বক্তব্য, 'একজন সাংসদের এই ধরনের মন্তব্য লজ্জাজনক। পাহাড়ের মানুষকে এই দল এবং তাদের সরকার কোনও গুরুত্বই দেয় না।' পাহাড়ে তৃণমূলের সেভাবে কোনও প্রভাব নেই। তবে, তাদের জোটসঙ্গী বিজিপিএম তৃণমূল সাংসদের এই মন্তব্যে অস্বস্তিতে পড়েছে। কেননা তাদের মানুষের প্রশ্নের মুখে পড়তে হচ্ছে। দলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শক্তিপ্রসাদ শর্মা বলেছেন, 'এই ধরনের মন্তব্য করা উচিত নয়।'

বন্যপ্রাণীর জলকষ্টে গরুমারায় পুকুর খনন

লাটাগুড়ি ১৪ মার্চ : ইদানীং মাঝেমধ্যে বৃষ্টিতে গরমের প্রকট কমলেও তাপমাত্রা বাড়লেই যে জলের অভাবটা স্পষ্ট হবে তা নিশ্চিত। তাই প্রতিবারের মতো এবারও যাতে বন্যপ্রাণীদের সমস্যায় না পড়তে হয় সেজন্য বন দপ্তর গরুমারা জাতীয় উদ্যানের গুরুত্বপূর্ণ বেশ কয়েকটি এলাকা চিহ্নিত করে মোট আটটি পুকুর খনন করেছে। প্রায় আট থেকে দশ ফুট গভীরতাতেই মাটি ফুঁড়ে স্বাভাবিকভাবে জল বের হতে শুরু করেছে এবং দ্রুত পুকুরগুলো জলপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এর ফলে এবারের গরমে বন্যপ্রাণীদের কষ্ট অনেকটাই কমবে বলে মনে করা হচ্ছে।

গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের এডিএফও রাজীব দে বললেন, 'জঙ্গলের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় খননের পর এই আটটি পুকুরে স্বাভাবিকভাবে জল উঠে এসেছে। আশা করছি, গ্রীষ্মের সময় এই জলাধারগুলো বন্যপ্রাণীদের জলের চাহিদা মেটাতে অনেকটাই সাহায্য করবে।'

উত্তরবঙ্গের জঙ্গলগুলিতে শুষ্ক মরশুমের প্রভাব ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠছে। অক্টোবর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাত না হওয়ায় অরণ্যের নদীনালাগুলি অনেকটাই শুকিয়েছে। সম্প্রতি বৃষ্টিপাত হলেও পরিস্থিতির তেমন কোনও উন্নতি হয়নি। গরুমারা জাতীয় উদ্যানের বুক চিরে বয়ে চলা মূর্তি ও জলঢাকা নদীতে জলের প্রবাহ এখন অত্যন্ত ক্ষীণ। এই সংকটময় পরিস্থিতিতে বন্যপ্রাণীদের পানীয় জলের অভাব প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে।

গরুমারা জাতীয় উদ্যানে বন দপ্তরের ২৬টি কুনকি হাতি রয়েছে। পাশাপাশি প্রায় ৬০টি গন্ডার, হাজার হাজার বাইসন, হরিণ ও

গরুমারা জাতীয় উদ্যানে তৈরি করা হয়েছে পুকুর।

বুনো হাতি সহ শতাধিক প্রজাতির বন্যপ্রাণী এখানে বসবাস করে। মূর্তি ও জলঢাকা নদীই এত বিপুল সংখ্যক প্রাণীর পানীয় জলের প্রধান ভরসা। কিন্তু দীর্ঘদিন বৃষ্টি না হওয়ায় নদীগুলোর জলস্তর নেমে যাওয়ায় প্রাণীদের জলের চাহিদা মেটানো কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় বন দপ্তর বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। জঙ্গলের গুরুত্বপূর্ণ এলাকা চিহ্নিত করে মোট আটটি নতুন পুকুর খনন করা হয়েছে। কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা বা সিএসআর প্রকল্পের আওতায় এই পুকুরগুলো খনন করা হয়েছে।

বন দপ্তরের আধিকারিকদের মতে, শুষ্ক মরশুমে এই জলাধারগুলি বন্যপ্রাণীদের জন্য বড় সহায় হবে। নদীতে জল কমে গেলেও এই পুকুরগুলিতে জমে থাকা জল থেকে হরিণ, গন্ডার ও বাইসন সহ অন্য প্রাণীরা সহজেই পানীয় জলের সন্ধান পাবে। এর ফলে জলের খোঁজে বন্যপ্রাণীদের লোকালয়ের দিকে বা জঙ্গলের বাইরে বেরিয়ে আসার সম্ভাবনাও অনেকাংশে কমবে বলে তাঁদের আশা। বন দপ্তরের এই দূরদর্শী পদক্ষেপে গরুমারার প্রাণীকুলের পানীয় জলের সংকট দূর হবে বলে পরিবেশকর্মীদেরও বিশ্বাস।

শশীর বাড়ির সামনে তুলকালাম

দুই ফুলের সংঘর্ষে জখম পুলিশ, ক্ষুব্ধ কমিশন

কলকাতা, ১৪ মার্চ : শনিবার প্রধানমন্ত্রী ব্রিগেডে পৌঁছোনোর ঠিক আগে শনিবার দুপুরে বিজেপি-তৃণমূলের সংঘর্ষের জেরে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল গিরিশ পার্ক এলাকা। ব্রিগেডগামী বিজেপি কর্মীদের রোষ থেকে বাদ গেলেন না খোদ মন্ত্রী শশী পাঁজাও। চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ে তাঁর বাড়ি লক্ষ্য করে ইটবৃষ্টি করেন বিজেপি কর্মীরা। তার আঘাতে আহত হন মন্ত্রী। জখম হয়েছেন দুই দলের বেশ কয়েকজন কর্মী, বৌবাজার থানার ওসি বাপ্পাদিত্য নস্কর সহ চারজন পুলিশকর্মীও। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গিরিশ পার্কে মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী এবং র‍্যাফ। এলাকায় হাজির হন ডিসি সেন্ট্রাল ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়। এদিকে এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ নির্বাচন কমিশনার। পুলিশ কমিশনারের থেকে রিপোর্ট তলব করা হয়েছে। যে থানা এলাকায় ঘটনা ঘটেছে সেখানে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকা সত্ত্বেও এবং প্রধানমন্ত্রীর সভাস্থল থেকে খানিকটা দূরে এমনটা ঘটলেও কেন কেন্দ্রীয় বাহিনী ব্যবহার করা হয়নি তা জানতে চেয়েছে কমিশন।

শশীর অভিযোগ, তাঁকে বিজেপির গুন্ডারা খুন করার চেষ্টা করেছে। অপরদিকে বিজেপি কর্মীদের পালটা অভিযোগ, গিরিশ পার্ক দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁদের বাস লক্ষ্য করে ইট ছোড়ে তৃণমূল। রাস্তায় পুলিশ মোতায়েন থাকলেও তাঁরা আগাগোড়া নিষ্ক্রিয় ছিলেন। দলের উত্তর কলকাতা জেলা সভাপতি তমোঘ্ন ঘোষ সহ বেশ কয়েকজন কর্মী আহত হয়েছেন। একাধিক বাস, বাইকেও ভাঙচুর চালানো হয়। রাজ্যের একজন মহিলা মন্ত্রীর বাড়িতে হামলার তীব্র নিন্দা করেছে তৃণমূল।

শনিবার ঘটনার সূত্রপাত পোস্টার, ফ্লেক্স ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে। শশী পাঁজার অভিযোগ, তাঁর বাড়ির আশপাশে ‘বয়কট বিজেপি’ লেখা পোস্টার, ফ্লেক্স ছিল। বিজেপি কর্মীরা সেখান দিয়ে যাওয়ার সময় বাস থেকে নেমে এসে সে সমস্ত পোস্টার, ফ্লেক্স ছিঁড়ে দেন। তৃণমূল কর্মীরা আবার সেই পোস্টার লাগাতে গেলে তাঁদের বিজেপি কর্মীরা মারধর শুরু করেন বলে অভিযোগ। সেইসময় তাঁর বাড়ি লক্ষ্য করেও বিজেপি কর্মীরা ইট, পাটকেল ছোঁড়েন বলে অভিযোগ করেন শশী পাঁজা। জানালার কাচ ভাঙা হয়। মন্ত্রী বলেন, ‘এরা খুনও করতে পারে। এরা গুন্ডা। বিজেপি গুন্ডা পুষছে। গুন্ডাদের দিয়ে ব্রিগেডে সভা করছে। গণতন্ত্রের খুন করা হয়েছে।’ পালটা শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ‘তৃণমূলের কাউন্সিলাররা বহিরাগতরাই আমার বাড়ির সামনে প্ল্যাকার্ড ছিঁড়ে পালিয়ে গিয়েছে। কেন? সাহস থাকলে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মোকাবিলা করুক। এত কাপুরুষ যে মেইন রাস্তার ওপর আমার বাড়িতে ঢোকার মুখে ওরা ভাঙচুর চালিয়েছে। আমার পেটে ইট দিয়ে মেরেছে।’ তৃণমূলের দপ্তরে আহত দলীয় কর্মীদের

কলকাতার গিরিশ পার্ক এলাকায় সংঘর্ষের পর রাস্তায় পড়ে ইট। -পিটিআই

> এরা খুনও করতে পারে। এরা গুন্ডা। গুন্ডাদের দিয়ে ব্রিগেডে সভা করছে। গণতন্ত্রকে খুন করা হয়েছে।
>
> -শশী পাঁজা

> তৃণমূলের কাউন্সিলাররা ইট ছুড়বেন আর সেই ইট কুড়িয়ে পালটা মারা হবে না?
>
> -শমীক ভট্টাচার্য

হাজির করানো হয়। সেখানে শশী পাঁজার পাশাপাশি হাজির ছিলেন রাজ্যের অপর মন্ত্রী ব্রাত্য বসু এবং দলীয় সাংসদ সায়নী ঘোষ। ব্রাত্য বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী ব্রিগেডে যা হুমকি দিয়েছেন, তার হাতে গরম নিদর্শন আমরা দেখতে পেলাম গিরিশ পার্কে। যে ঘটনা শশী পাঁজার বাড়িতে ঘটল তা নজিরবিহীন, কোনও রাজ্যের মন্ত্রীর বাড়িতে এমনটা ঘটতে পারে সেটা ভাবা যায় না।’

লোকসভায় তাঁর ‘বঙ্কিমদা’ মন্তব্যে কম জলঘোলা হয়নি। শনিবার ব্রিগেডে তাঁর হাতে বঙ্কিমচন্দ্রের ছবি তুলে দিলেন শমীক ভট্টাচার্য।

ব্রিগেডে মোদির বার্তা

বক্তৃতায় আরজি কর, সন্দেশখালির প্রসঙ্গ

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৪ মার্চ : বঙ্গ বিজেপি যখন আরজি কর নিয়ে কার্যত ‘স্পিকটি নট’, ঠিক তখনই ব্রিগেডের তপ্ত মঞ্চ থেকে মাস্টারস্ট্রোক দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সাম্প্রতিক সময়ে রাজ্য বিজেপির নেতাদের মুখে আরজি কর কাণ্ড নিয়ে বিশেষ উচ্চবাচ্য শোনা যাচ্ছিল না। এমনকি খোদ বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নীরবতা নিয়েও রাজনৈতিক মহলে নানা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিল। কিন্তু শনিবারের ব্রিগেড দেখাল অন্য ছবি। সন্দেশখালির শাহজাহান-কাণ্ড আর আরজি করের অভয়া-কাণ্ডকে একই বন্ধনীতে ফেলে তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে চড়া সুরে আক্রমণ শানালেন প্রধানমন্ত্রী। রাজনৈতিক মহলের মতে, স্তিমিত হয়ে পড়া বঙ্গ বিজেপি কর্মীদের পালে মোদি এক লহমায় নতুন হাওয়া দিলেন।

এদিন প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে বারবার উঠে আসে বাংলার নারী নির্যাতনের ভয়াবহ ছবি। মোদি সাফ জানান, বামেদের হটিয়ে যে প্রত্যাশা নিয়ে বাংলার মানুষ তৃণমূলকে এনেছিল, ‘দিদিমণি’ তার বদলে উপহার দিয়েছেন গুন্ডারাজ আর মাফিয়াতন্ত্র। প্রধানমন্ত্রীর তোপ, ‘তৃণমূলের জমানায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুষ্কর্ম হচ্ছে, এমনকি শাসকদলের কার্যালয়েও মেয়েরা সুরক্ষিত নয়। এখন বাংলার মায়েদের মেয়েদের বলতে হয়, সন্ধ্যা নামার আগেই বাড়ি ফিরে এসো।’ তিনি স্পষ্ট বুঝিয়ে দেন, সন্দেশখালি হোক বা আরজি কর বাংলার মানুষ কোনও অন্যায়ই ভোলেনি। বিজেপি ক্ষমতায় এলে অপরাধীদের কোনওভাবেই রেয়াত করা হবে না, তাদের ঠাঁই হবে শ্রীঘরে।

মজার বিষয় হল, মোদি যখন আরজি কর ও সন্দেশখালি নিয়ে সরব হচ্ছিলেন, তখন মঞ্চে থাকা বঙ্গ নেতাদের একে অপরের মুখ দেখাতে বোঝা যাচ্ছিল তাঁরা কতটা অবাক। প্রধানমন্ত্রীর এই আক্রমণ আসলে দিল্লি থেকে আসা এক কড়া বার্তা। তিনি বুঝিয়ে দিলেন, সামনের ভোটে সন্দেশখালির মতোই আরজি কর কাণ্ডকে শাসকের বিরুদ্ধে প্রধান অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। যে ইস্যু নিয়ে বিজেপি এতদিন কিছুটা ব্যাকফুটে ছিল, মোদি তাতে নতুন করে অক্সিজেনের মাত্রা বাড়িয়ে দিলেন। এখন দেখার, প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া এই ‘পলিটিক্যাল টনিক’ পঞ্চায়েত বা লোকসভার বৈতরণী পার করতে কতটা কাজে লাগাতে পারে মুরলীধর সেন লেন।

ভোটমুখী বাংলাকে ১৮ হাজার কোটি

কলকাতা, ১৪ মার্চ : ভোট যত এগিয়ে আসছে, ততই চড়ছে বঙ্গ রাজনীতির পারদ। সেই তপ্ত আবহে এবার সরাসরি উন্নয়নের তাস খেললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শনিবার কলকাতা থেকে প্রায় ১৮ হাজার কোটি টাকার একগুচ্ছ প্রকল্পের কথা ঘোষণা করলেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর বার্তা, ‘কলকাতা থেকেই পূর্ব ভারতের উন্নয়নের নতুন অধ্যায় লেখা শুরু হল।’

১৮ হাজার কোটির এই মেগা প্যাকেজে সবথেকে জোর দেওয়া হয়েছে যোগাযোগ উন্নয়নে। সড়ক, রেল এবং গ্যাস পাইপলাইনের মতো বেশ কয়েকটি প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন করে মোদি বুঝিয়ে দিলেন, বাংলা তথা পূর্ব ভারতকে তিনি উন্নয়নের চালিকাশক্তি হিসেবে দেখতে চান। বিশেষ করে রেলের আধুনিকীকরণ এবং সড়ক নির্মাণ উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের দূরত্ব আরও কমিয়ে আনবে বলে মনে করা হচ্ছে।

রাজনৈতিক মহলের দাবি, লোকসভা ভোটের বাদ্যি বাজার আগে এই ১৮ হাজার কোটির ‘উপহার’ বাংলার মানুষের মন জয়ের চেষ্টার অঙ্গ। একদিকে যেমন লক্ষ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি রয়েছে, অন্যদিকে বিরোধী শিবিরকে টেক্কা দিতে উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরছেন মোদি। বিগত বাম ও তৃণমূল সরকারের সমালোচনা করে মোদি বলেছেন, দুই সরকারেরই রাজ্যের পরিকাঠামো উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদি কোনও পরিকল্পনা ছিল না। উন্নয়নের টাকা নিজেদের পকেটে ভরতেই ব্যস্ত ছিল।

এরই পালটা রাজ্যের রেল সড়কের মতো পরিকাঠামোয় হাজার হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘এই প্রকল্পগুলি শুধু পাথর বা ইটের কাঠামো নয়, বরং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা বদলে দেওয়ার গ্যারান্টি। যুবকদের কর্মসংস্থান, সাধারণ কৃষকের উৎপাদিত সামগ্রী পৌঁছে দিতে এই সড়ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।’ এখন দেখার, ভোটের ময়দানে প্রধানমন্ত্রীর এই ‘বিকাশ-অস্ত্র’ কতটা কাজে আসে।

বিরোধীদের মতে ভোটের মুখে এ হল শিলান্যাসের রাজনীতি। বাজেট বহির্ভূত এইসব প্রকল্পের ভবিষ্যৎ কোথায়?

ফের অযোগ্য চিহ্নিত এসএসসি’র

কলকাতা, ১৪ মার্চ: স্কুল সার্ভিস কমিশনের নবম-দশম শ্রেণির নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ফের বড়সড় বদল। ইন্টারভিউ ও তথ্য যাচাইয়ের আগে ওলটপালট হয়ে গেল প্রার্থী তালিকা। হাইকোর্টের নির্দেশে জাতিগত শংসাপত্র বা ক্যাটেগরি পরিবর্তনের সুযোগ দিতেই বদলে গেল কাট-অফ নম্বর। তার জেরেই কপাল পুড়ল ১৪০ জন প্রার্থীর।

সাধারণ থেকে সংরক্ষিত বিভিন্ন বিভাগে ক্যাটেগরি আপডেট করার ফলে তালিকায় বড় পরিবর্তন এসেছে। সংশোধিত তালিকায় ১৪০ জন প্রার্থী তাঁদের জায়গা হারিয়েছেন, নতুন করে ইন্টারভিউয়ের সুযোগ পেয়েছেন ১৬৫ জন। ১:১.৬ অনুপাতে প্রায় ৪০ হাজার প্রার্থীকে ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাকা হয়েছে।

নতুন করে ১৬ জন ‘অযোগ্য’ প্রার্থীকে চিহ্নিত করেছে এসএসসি। এদের মধ্যে ১৪ জন একাদশ-দ্বাদশ এবং ২ জন নবম-দশম শ্রেণির। সিবিআই-এর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ওএমআর শিটে কারচুপি সত্ত্বেও এঁরা দিব্যি ইন্টারভিউয়ে শামিল হয়েছিলেন।

অরূপ জবাব দেবেন : দেব

কলকাতা, ১৪ মার্চ : দীর্ঘদিনের অচলাবস্থা কাটিয়ে অভিনেতা-সাংসদ দেবের হাত ধরে ‘স্বাস্থ্যসাথী’ কার্ডের আওতায় এলেন ৭ হাজারের বেশি টেকনিশিয়ান। শনিবার সকালে টেকনিশিয়ান স্টুডিওতে এই শিবিরের উদ্বোধন হল। তবে দেবের পাশে নজর কাড়ল সদ্য রাজ্যসভার সাংসদ হওয়া কোয়েল মল্লিকের উপস্থিতি।

কিন্তু এর মাঝেই টলিউডে মাথাচাড়া দিল ‘থ্রেট কালচার’। অভিযোগ, ফেডারেশনের একাংশ এই কার্ড করাতে বাধা দিচ্ছে। ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে দেবের চাঁচাছোলা প্রশ্ন, ‘উনি বলছেন স্বাস্থ্যসাথী ভালো নয়! এর উত্তর ওঁর দাদা মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস দিন, যিনি গ্রামে গ্রামে এই কার্ড নিয়ে প্রচার করেন।’ নাম না করে হুঁশিয়ারি দিয়ে জানান, টেকনিশিয়ানদের ভালোর জন্য কাজ করতে গিয়ে তাঁকে ‘ব্যান’ করার হুমকিও দেওয়া হয়েছে। দেবের সাফ জবাব, ‘মানুষের উপকারের জন্য যদি ব্যান হতে হয়, তবে আমি রাজি!’

ওগো বিদেশিনী... শনিবার তাজমহলে।

বিজেপির পালটা সভার পরিকল্পনা জোড়াফুল শিবিরের

রমজান শেষে তৃণমূলের ব্রিগেড

কলকাতা, ১৪ মার্চ : ব্রিগেডের মাঠ থেকে নরেন্দ্র মোদি যে আক্রমণ শানিয়েছেন, তার টাটকা জবাব দিতে এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করতে চাইছে না তৃণমূল। প্রধানমন্ত্রী কলকাতা ছাড়ার আগেই নবান্ন আর কালীঘাটের অন্দরে শুরু হয়ে গিয়েছে 'পালটা ব্রিগেড'-এর তোড়জোড়। সব ঠিক থাকলে, রমজান শেষে ২২ থেকে ২৯ মার্চের মধ্যে যে কোনও দিন কলকাতার ময়দান নীল-সাদা ঝাণ্ডায় ভরিয়ে দিতে চান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। লক্ষ্য একটাই, বিজেপির সভার চেয়ে দ্বিগুণ জমায়েত করে মোদির দাওয়াইয়ের পালটা জবাব দেওয়া।

শনিবার সকালে মোদি যখন ব্রিগেডে ভাষণ দিচ্ছিলেন, তার আগে থেকেই কলকাতার রাজপথ দেখেছে এক অন্য লড়াই। শহর জুড়ে বিজেপির হোর্ডিংয়ের পাশেই রাতারাতি মাথা চাড়া দিয়েছে তৃণমূলের 'গো ব্যাক মোদি' পোস্টার। তাতে বড় বড় হরফে লেখা ১ লক্ষ ৯৬ হাজার কোটি টাকার সেই 'বকেয়া' হিসাব। মোদি আসার আগেই 'মোদি নিচ্ছে, দিদি দিচ্ছে'—এই স্লোগানকে অস্ত্র করে রাজনীতির পারদ চড়িয়ে দিয়েছে ঘাসফুল শিবির।

তৃণমূল সূত্রের খবর, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই সেনার অনুমতির প্রক্রিয়া শুরু করতে নির্দেশ দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী নিজে এই সমাবেশের প্রধান বক্তা হবেন। লোকসভা ভোটের আগে মোদি যে দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন, পালটা বকেয়া টাকা আর উন্নয়নের খতিয়ান দিয়ে তার জবাব দেবেন মমতা। দলের শীর্ষ নেতা সুব্রত বক্সী ও ফিরহাদ হাকিমদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে জেলা থেকে রেকর্ড লোক আনার জন্য।

তৃণমূলের অন্দরের হিসেব বলছে, মার্চের শেষে যদি কমিশন ভোট ঘোষণা করে দেয়, তবে এই ব্রিগেড সমাবেশকেই তারা প্রচারের 'লঞ্চিং প্যাড' হিসেবে ব্যবহার করবে। একদিকে হোর্ডিং যুদ্ধে বকেয়ার দাবি, আর অন্যদিকে ময়দান ভরিয়ে শক্তির মহড়া—একুশের বিধানসভা বা চব্বিশের লোকসভার মতো এবারও যে এক ইঞ্চি জমিও বিজেপিকে ছাড়বে না তৃণমূল, শনিবারের তৎপরতাই তার বড় প্রমাণ।

দ্রৌপদীর 'অসম্মান' নিয়ে কড়া দিল্লি

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৪ মার্চ : রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর উত্তরবঙ্গ সফর ঘিরে তৈরি হওয়া বিতর্কের আগুন যে চট করে নিভছে না, শনিবার ব্রিগেডের মঞ্চ থেকে তা স্পষ্ট করে দিলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর এবং দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক মণীশ মিশ্রের ওপর দিল্লির যে খাঁড়া ঝুলছে, তা আরও একবার মনে করিয়ে দিলেন তিনি। রাষ্ট্রপতির প্রোটোকল ভাঙার দায়ে এই দুই অফিসারকে আগেই তলব করেছিল কেন্দ্র, কিন্তু নবান্ন কৌশলে জেলা শাসককে বদলি করে বিতর্ক ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চালায়। তবে মোদির রবিবাসরীয় হুঙ্কার বুঝিয়ে দিল—খেলা এখনও শেষ হয়নি।

ব্রিগেডের তপ্ত রোদে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেন, 'এটা শুধু রাষ্ট্রপতির অপমান নয়, এ দেশের আদিবাসী মহিলা, সংবিধান এবং বাবাসাহেব আম্বেদকরের অপমান।' রাজ্য সরকারের এই আচরণকে 'অত্যন্ত লজ্জাজনক' আখ্যা দিয়ে তিনি জানান, খোদ রাষ্ট্রপতি এই ঘটনায় মানসিকভাবে আঘাত পেয়েছেন। মোদির এই কড়া অবস্থানের পর নবান্নের অলিন্দে এখন ত্রাহি ত্রাহি রব। প্রশাসনের অন্দরে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এই ইস্যুতে রাজ্যকে সহজে রেয়াত করবে না।

নবান্ন মণীশ মিশ্রকে পাহাড় থেকে সরিয়ে কলকাতায় নিয়ে এলেও দিল্লি তাতে সন্তুষ্ট নয়। শনিবার বিকেল পর্যন্ত রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই নিয়ে কোনও সাফাই দেওয়া হয়নি, আর কেন্দ্রও পরবর্তী চাল কী হবে তা খোলসা করেনি। তবে রাজনৈতিক মহলের মতে, দুই অফিসারের ডানা ছাঁটতে কেন্দ্র এবার বড় কোনও পদক্ষেপ করতে পারে। মোদির এদিনের ভাষণ উত্তরবঙ্গের আমলাতন্ত্রের ওপর যে বড়সড় চাপের সৃষ্টি করল, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

জাতীয় সুরক্ষা আইন প্রত্যাহার করল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক

কারামুক্ত সোনম ওয়াংচুক

নয়াদিল্লি, ১৪ মার্চ : জাতীয় সুরক্ষা আইনের (এনএসএ) কঠোর বেষ্টনীতেও শেষপর্যন্ত আটকে রাখা গেল না বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তথা জলবায়ু আন্দোলনকর্মী সোনম ওয়াংচুককে। শনিবার তাঁকে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্রীয় সরকার। ৬ মাস আগে তাঁকে এনএসএ-তে গ্রেপ্তার করে যোধপুরের কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী করা হয়েছিল। তারপর দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর শনিবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সোনমের বিরুদ্ধে এনএসএ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেয়। কেন্দ্রের সিদ্ধান্তের পরই দুপুর দেড়টা নাগাদ জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয় সোনম ওয়াংচুককে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী গীতাঞ্জলি আংমো।

অমিত শা-র মন্ত্রক এক বিবৃতিতে বলেছে, 'শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার পরিবেশ বজায় রাখতে চায় কেন্দ্র। তবেই সমস্ত পক্ষের সঙ্গে গঠনমূলক আলোচনা সম্ভব। এই উদ্দেশ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথাযথ বিবেচনার পর সরকার জাতীয় নিরাপত্তা আইনের অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে সোনম ওয়াংচুককে আটকে রাখার আদেশ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'

লাদাখকে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা, ষষ্ঠ তপশিল সহ একাধিক দাবিতে বিক্ষোভের জেরে গতবছর ২৬ সেপ্টেম্বরে সোনমকে গ্রেপ্তার করা

হয়েছিল। তাঁকে বন্দি রাখা হয়েছিল যোধপুর জেলে। এই গ্রেপ্তারির প্রতিবাদে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেন সোনমের স্ত্রী গীতাঞ্জলি আংমো।

ওয়াংচুককে ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে কেন্দ্রের ব্যাখ্যা, তিনি ইতিমধ্যে এনএসএ-তে প্রায় অর্ধেক সময় বন্দিদশা কাটিয়েছেন। তাই যথাযথ বিবেচনার পরই তাঁকে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দেশের সুরক্ষার পক্ষে কোনও ব্যক্তিকে বিপজ্জনক বলে মনে হলে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার তাঁকে এনএসএ-তে আটক করতে পারে। সর্বোচ্চ ১২ মাস আটকে রাখা যায় এই আইনে। তবে প্রয়োজনে তার আগেই এনএসএ প্রত্যাহার করে নিতে পারে।

> **যথাযথ বিবেচনার পর সরকার জাতীয় নিরাপত্তা আইনের অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে সোনম ওয়াংচুককে আটকে রাখার আদেশ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।**
>
> **কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক**

রাজ্যের মর্যাদা এবং ষষ্ঠ তপশিলের দাবিতে সোমবার লে অ্যাপেক্স বডি (এলএবি) এবং কার্গিল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স (কেডিএ)শান্তি সমাবেশের ডাক দিয়েছে। তার আগে সোনমকে এনএসএ থেকে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই খুশি সংগঠনগুলির নেতৃত্ব। কেডিএ নেতা সাজ্জাদ কারগিলি বলেছেন, 'ওয়াংচুকের বিরুদ্ধে এনএসএ প্রত্যাহার করে নেওয়া একটি স্বাগত পদক্ষেপ। তবে বৈধ অধিকারগুলির দাবিতে আমাদের লড়াই চলবে।'

তবে সোনমের জেলমুক্তি ঘটলেও লাদাখে নতুন করে যে প্রতিবাদ, আন্দোলন দানা বাঁধতে দেওয়া হবে না সেকথা সাফ জানিয়ে দিয়েছেন লাদাখের নতুন উপরাজ্যপাল ভিকে সাক্সেনা। তিনি বলেন, 'লাদাখে আন্দোলন, বনধ, হিংসার কোনও জায়গা নেই।'

মমতাকে 'আইসিইউ' খোঁচা মিঠুনের

কলকাতা, ১৪ মার্চ : রাজনীতির মঞ্চে এবার 'মহাগুরু'র মেগাস্ক্রিপ্ট! শনিবাসরীয় ব্রিগেডের জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরাসরি 'আইসিইউ' খোঁচা দিয়ে বিস্ফোরণ ঘটালেন মিঠুন চক্রবর্তী। গেরুয়া উত্তরীয় আর চেনা টুপিতে মঞ্চ কাঁপিয়ে মিঠুনের চরম হুঁশিয়ারি, 'আগে হাত ভেঙেছেন, পা ভেঙেছেন, এবার কিন্তু সতর্ক থাকবেন! হয়তো দেখবেন শেষে আইসিইউ থেকেই বক্তৃতা দিতে হচ্ছে।'

এদিন স্রেফ সিনেমার সংলাপ নয়, বরং ধারালো রাজনৈতিক যুক্তিতে শাসকদলকে বিঁধেছেন মিঠুন। তাঁর সাফ কথা, রাজ্যে গণতন্ত্র নেই, তৃণমূল টিকে আছে স্রেফ পুলিশের লাঠিতে ভর করে। পুলিশের উদ্দেশে তাঁর চ্যালেঞ্জ, 'পুলিশ যদি মাত্র ৩০ সেকেন্ড নিরপেক্ষ থাকে, তবেই তৃণমূলের খেলা শেষ করে দেব।' রাজ্যের শিক্ষা ও কাজের পরিবেশ নষ্ট করার জন্য সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে 'মিথ্যাবাদী' তকমা দিয়ে কাঠগড়ায় তোলেন তিনি।

নিজের পরিচিত ঢঙেই মিঠুন এদিন বলেন, 'আমি বাতেলা দিই না, যা বলি স্ট্রেট কাট বলি।' আদিবাসী থেকে আলু চাষি—সবার দুঃখ মেটানোর 'গ্যারান্টি' দিয়ে মিঠুন এদিন স্পষ্ট করেছেন, তিনি 'বাতেলা' দিতে আসেননি। বক্তৃতার শেষে সেই সিগনেচার 'গোখরো' ডায়লগে জনতাকে মাতাল করলেও, মমতাকে দেওয়া ওঁর 'আইসিইউ খোঁচা'ই এখন রাজ্য রাজনীতির সবচেয়ে বড় চর্চার বিষয়। লড়াই যে এবার সরাসরি 'সেয়ানে-সেয়ানে', ব্রিগেডের মেজাজেই তা বুঝিয়ে দিলেন মহাগুরু।

পাশাপাশি... ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে নরেন্দ্র মোদির পাশে মিঠুন চক্রবর্তী।

> **আগে হাত ভেঙেছেন, পা ভেঙেছেন, এবার কিন্তু সতর্ক থাকবেন! হয়তো দেখবেন শেষে আইসিইউ থেকেই বক্তৃতা দিতে হচ্ছে।**
>
> **মিঠুন চক্রবর্তী**

আর্থিক স্বাস্থ্যে দৈন্যদশা বাংলার

নয়াদিল্লি, ১৪ মার্চ : আর্থিক স্বাস্থ্যের নিরিখে পড়শি ওডিশা যখন ছোটা ভীমের মতো পেশি ফোলাচ্ছে, তখন তার পাশে নেহাতই পেটরোগা প্যালারামের দশা সোনার বাংলার। নীতি আয়োগের সাম্প্রতিকতম (২০২৬ সালের) আর্থিক স্বাস্থ্য সূচকে পশ্চিমবঙ্গের এহেন উদ্বেগজনক চিত্রই ধরা পড়েছে। রাজস্ব ঘাটতি ও ঋণ ব্যবস্থাপনায় চূড়ান্ত শিথিলতায় দেশের অন্যতম রুগ্ন অর্থনীতির তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনাধীন রাজ্য।

ভারতের ১৮টি বড় রাজ্যের ওপর ভিত্তি করে তৈরি নীতি আয়োগের সাম্প্রতিক রিপোর্টে ওডিশা টানা দ্বিতীয় বছরের মতো শীর্ষস্থান ধরে রেখে শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রেখেছে। গত বছরের তৃতীয় স্থান থেকে বড় লাফ দিয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে গোয়া। গোয়ার এই অভাবনীয় সাফল্যের নেপথ্যে রয়েছে দক্ষ রাজস্ব সংহতি এবং পরিকল্পিত মূলধনি ব্যয়, যা রাজ্যটিকে উন্নয়নের 'মডেল' হিসাবে তুলে ধরেছে। এছাড়া ঝাড়খণ্ড, গুজরাট এবং মহারাষ্ট্রের মতো রাজ্যগুলিও তাদের আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় রেখে 'অ্যাচিভার' বা সফল রাজ্যের তালিকায় প্রথম পাঁচে জায়গা করে নিয়েছে। উত্তর-পূর্ব ও হিমালয় রাজ্যগুলির মধ্যে শীর্ষে রয়েছে অরুণাচলপ্রদেশ।

অন্যদিকে, বাংলার পরিস্থিতি অত্যন্ত সংকটজনক। রাজস্থান, কেরল এবং পঞ্জাবের সঙ্গেই পশ্চিমবঙ্গ এই সূচকের একেবারে

সেরা ৫		হেরো ৫	
১	ওডিশা	১	রাজস্থান
২	গোয়া	২	কেরল
৩	ঝাড়খণ্ড	৩	পশ্চিমবঙ্গ
৪	গুজরাট	৪	অন্ধ্রপ্রদেশ
৫	মহারাষ্ট্র	৫	পঞ্জাব

শেষ সারিতে অবস্থান করছে। আয়ের তুলনায় ক্রমবর্ধমান ব্যয় এবং ঋণের স্থায়িত্ব নিয়ে চূড়ান্ত দূরদর্শিতার অভাবে বাংলা আজ আর্থিক দিক থেকে রুগ্ন। নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান সুমন বেরির মতে, আন্তর্জাতিক বা অভ্যন্তরীণ আর্থিক মন্দার ধাক্কা সামলাতে রাজ্যগুলির হাতে পর্যাপ্ত 'বাফার' বা আপৎকালীন সঞ্চয় থাকা জরুরি, যার বড় অভাব দেখা যাচ্ছে এই পিছিয়ে পড়া রাজ্যগুলিতে। ভারতের মোট জনকল্যাণমূলক ব্যয়ের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ এবং মোট রাজস্বের এক-তৃতীয়াংশ রাজ্যগুলি নিয়ন্ত্রণ করে, তাই তাদের আর্থিক স্থায়িত্ব দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

লক্ষণীয়, আর্থিক স্বাস্থ্যের নিরিখে সেরা পাঁচ রাজ্যের মধ্যে একটি (ঝাড়খণ্ড) বাদে বাকি চারটিই—অর্থাৎ ওডিশা, গোয়া, গুজরাট এবং মহারাষ্ট্র—বিজেপি শাসিত। উলটোদিকে, সূচকের একেবারে নীচের দিকে থাকা নিকৃষ্টতম পাঁচ রাজ্যের চিত্রটি ঠিক বিপরীত। সেখানে রাজস্থান ও অন্ধ্রপ্রদেশ বাদে বাকি তিনটি রাজ্যই অবিজেপি দলের অধীনে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য রাজ্যগুলিকে অনুৎপাদক খাতে ব্যয় কমিয়ে পরিকাঠামো, স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় বরাদ্দ বাড়াতে হবে। পাশাপাশি জিএসটি আদায় বৃদ্ধি এবং কর ফাঁকি রোধে প্রশাসনিক সংস্কারের পরামর্শ দিয়েছে নীতি আয়োগ। বাংলার মতো পিছিয়ে পড়া রাজ্যগুলির জন্য ঋণের বোঝা কমানো এবং ব্যয় ব্যবস্থাপনায় কঠোর শৃঙ্খলা আনাই এখন প্রধান চ্যালেঞ্জ।

জোড়া কেন্দ্রে কি শুভেন্দু?

কলকাতা, ১৪ মার্চ : আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রামের পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কেন্দ্র ভবানীপুর থেকেও প্রার্থী হতে পারেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সব ঠিক থাকলে দিনকয়েকের মধ্যে তাঁর নাম ঘোষণা করতে পারে বিজেপি। পাশাপাশি তাঁর দাদা দিব্যেন্দু অধিকারীকে উত্তর কাঁথি থেকে প্রার্থী করার জল্পনা তুঙ্গে। সোমবারই রাজ্যে নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হতে পারে। এই আবহে দিল্লিতে বিজেপির প্রাক্তন সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার বাসভবনে প্রার্থী বাছাই নিয়ে শুভেন্দু অধিকারী, শমীক ভট্টাচার্য ও সুকান্ত মজুমদারদের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে তৃণমূলের উদ্দেশে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে শুভেন্দু ভবানীপুর ও নন্দীগ্রাম, দুই কেন্দ্রেই লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে সূত্রের খবর।

সাংবাদিকতার কর্মশালা

কল্যাণী, ১৪ মার্চ : কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের জার্নালিজম সার্টিফিকেট কোর্সের উদ্যোগে শুরু হল দশদিনের সাংবাদিকতা কর্মশালা। কর্মশালার উদ্বোধন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক কল্লোল পাল বলেন, 'ব্রেকিং নিউজ নয়, সাংবাদিকদের লক্ষ্য হোক মেকিং নিউজ।' জানা গেল, দশদিনের এই কর্মশালায় কলকাতার বিভিন্ন টিভি চ্যানেল ও বেতারের সাংবাদিক ছাড়াও হাতেকলমে সাংবাদিকতার পাঠ দেবেন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মিডিয়া স্টাডিজের অধ্যাপকেরা। পশ্চিমবঙ্গের বাইরেও অসম ও ত্রিপুরা থেকে আসা ছাত্রছাত্রীরা এই কর্মশালায় যোগদান করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশনের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় শাখার চেয়ারপার্সন সৌমি দাশ বলেন, 'সাংবাদিকরা আমাদের সামনে সত্যকেই তুলে ধরবে, এই অঙ্গীকার নিয়ে তাদের এগিয়ে আসতে হবে।'

সাংবাদিক ও চলচ্চিত্র পরিচালক ঋতব্রত ভট্টাচার্য বলেন, 'বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক বাধাকে অতিক্রম করে সাংবাদিককে একা সত্যের পক্ষে উঠে দাঁড়াতে হবে।'

নৌশাদের সঙ্গে জটে চাপে আলিমুদ্দিন

রিমি শীল

কলকাতা, ১৪ মার্চ : ২৬-এর ভোটের বাদ্যি বাজতে আর মাত্র কয়েকদিন বাকি। অথচ জোটের অন্দরে এখনও চলছে 'আসন-কাইজ্জা'। বামফ্রন্ট আর আইএসএফ-এর দোস্তি নিয়ে জল্পনা থাকলেও, জট খোলার নাম নেই। মালদা থেকে আলিপুরদুয়ার, মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতা—অন্তত ৮-৯টি আসন নিয়ে দুই পক্ষের দড়িটানাটানি তুঙ্গে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, এবার আলিমুদ্দিনকে রীতিমতো 'ডেডলাইন' বেঁধে দিল নৌশাদ সিদ্দিকির দল। সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার তা রবিবার বিকেলের মধ্যেই নিতে হবে।

সমস্যা শুধু আইএসএফ-কে নিয়ে নয়, বামফ্রন্টের অন্দরেও শরিকি কোন্দল চরমে। ফরওয়ার্ড ব্লক এখনও ২৮টি আসনে অনড়। আরএসপির সঙ্গে কালচিনি, বোলপুর বা আলিপুরদুয়ার নিয়ে টানাপোড়েন মেটেনি। শরিকি

মানভঞ্জনে নাজেহাল সিপিএম নেতৃত্ব অবশ্য চাইছে ১৬ থেকে ১৮ মার্চের মধ্যে অন্তত ২০০টি আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে দিতে। কিন্তু আইএসএফ নেতা বিশ্বজিৎ মাইতির কথায় ঝরে পড়ছে বিরক্তি। তাঁর সাফ দাবি, 'আমরা ৪৫টি আসন থেকে অনেকটা ছাড় দিয়েছি। এখন শরিকদের চাপে সিপিএম হাত গুটিয়ে বসে থাকলে আমাদের আর কিছু করার নেই।'

এদিকে কংগ্রেসের অন্দরেও প্রার্থী হওয়া নিয়ে আদি-নব্য দ্বন্দ্বের চোরাস্রোত বইছে। সোমবার দিল্লিতে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির বৈঠকের পরেই হয়তো ১০০টি আসনের তালিকা প্রকাশ করবে এআইসিসি। সেখানে অভিজ্ঞ মুখদের প্রাধান্য দেওয়ার কথা থাকলেও দলের ভেতরের অসন্তোষ চিন্তায় রাখছে হাইকম্যান্ডকে। সব মিলিয়ে ভোটের মুখে বিরোধী জোটের এই নড়বড়ে দশা দেখে আমজনতা হাসছে, আর শাসকদল বোধহয় আড়ালে বসে গোঁফে তা দিচ্ছে। আগামী কয়েক ঘণ্টায় এই জোট-জট কাটে নাকি সব ঘেঁটে ঘ হয়, সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল।

ব্রিগেডে রান্নায় প্রশ্ন গ্যাসের জোগানে

কলকাতা, ১৪ মার্চ : রান্নার গ্যাসের আকাশছোঁয়া দাম আর সরবরাহ নিয়ে সাধারণ মানুষের যখন নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড়, ঠিক তখনই ঐতিহাসিক ব্রিগেড মাঠের কোণায় কোণায় চলছে দেদার রান্নাবান্না। সার দিয়ে দাঁড় করানো গ্যাস ভর্তি সিলিন্ডার। কোথাও রান্না হচ্ছে ডিম-ভাত, কোথাও আবার মাংস-ভাত কিংবা ডাল-সবজি। প্রায় লক্ষাধিক বিজেপি কর্মী-সমর্থকের থাকা-খাওয়ার আয়োজন। শনিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ব্রিগেড সমাবেশের সময় এই ছবি প্রকাশ্যে আসতেই শুরু হয় রাজনৈতিক তর্জা। তৃণমূলের কটাক্ষ, যখন রাজ্যজুড়ে মানুষ গ্যাসের জন্য হাহাকার করছে, বাণিজ্যিক গ্যাসের জোগান না মেলায় একের পর এক রেস্তোরাঁ বন্ধ হওয়ার পথে, তখন বিজেপির সমর্থকরা এত এলপিজি সিলিন্ডার পাচ্ছেন কোথায়?

যদিও বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের অধিকাংশ জানান, তাঁরা নিজের বাড়ি থেকেই গ্যাস সিলিন্ডার সঙ্গে করে এনেছেন। মুর্শিদাবাদের কুমারসুন্দর অঞ্চল থেকে প্রায় ১০০ জন কর্মী-সমর্থক এদিন জনসমাবেশে আসেন। তাঁদের কথায়, প্রত্যেকে বাসে চাপিয়ে দুটো করে সিলিন্ডার নিয়ে এসেছেন। পূর্ব মেদিনীপুরের ভগবানপুর থেকেই শুধু ১৮টা গাড়ি করে গ্যাস সিলিন্ডার আনা হয়েছে বলে জানান কর্মীরা। শুধু ডোমেস্টিক সিলিন্ডার নয়, এদিন মাঠ ও সংলগ্ন এলাকা জুড়ে দেখা গেল ডোমেস্টিক সিলিন্ডারের ছড়াছড়িও। বিজেপি কর্মী গঙ্গেশ পান্ডে জানান, ব্রিগেড সফল করার উদ্দেশ্যেই চড়া দামে গ্যাস কিনেছেন তাঁরা। নয়তো বিপুল কর্মী-সমর্থকদের অভুক্ত রাখতে হত।

ইস্যু নারী নিরাপত্তা

কলকাতা, ১৪ মার্চ : ব্রিগেডের তপ্ত রোদে বাংলা ছবির গানের কলি 'বাড়ি ফিরে এসো সন্ধে নামার আগে'-কে হাতিয়ার করে মহিলাদের নিরাপত্তা ইস্যুতে তৃণমূলকে বিঁধলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আরজি কর ও সন্দেশখালির প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, 'শাসকদল অপরাধীদের আড়াল করছে। বাংলার মা আজ নিঃস্ব, মাটি লুণ্ঠিত। মানুষ রাজ্য ছাড়ছেন।' মোদির স্পষ্ট বার্তা, ২০২৬-এর লড়াই স্রেফ গদি দখলের নয়, বরং 'বাংলার আত্মাকে বাঁচানোর'। রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করে তিনি রাজ্যবাসীকে নির্ভীক থাকার আহ্বান জানান। দাবি করেন, তৃণমূল সরকারের বিদায়ঘণ্টা বেজে গিয়েছে। মাফিয়ারাজ খতম করে আইনের শাসন ও 'মোদি কি গ্যারান্টি'র ওপর ভরসা রাখার পক্ষে সওয়াল করেন প্রধানমন্ত্রী।

মামলা কবে কোথায়, ঠিক করবে এআই

নয়াদিল্লি, ১৪ মার্চ : নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটাল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতে বিভিন্ন মামলার তালিকা তৈরি এবং বেঞ্চ নির্ধারণের গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের ভার এবার মানুষের বদলে দেওয়া হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-কে।

শীর্ষ আদালতের প্রশাসনিক কাজে আমূল পরিবর্তন ও স্বচ্ছতা আনতে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত জানিয়েছেন, এখন থেকে শীর্ষ আদালতে কোন মামলা কোন বেঞ্চে উঠবে এবং কীভাবে তালিকাভুক্ত হবে, তা নিয়ন্ত্রণ করবে বিশেষ 'এআই' সফটওয়্যার। এর ফলে মামলার বিলি-বণ্টনে মানুষের হস্তক্ষেপ পুরোপুরি বন্ধ হবে।

এখনও পর্যন্ত প্রধান বিচারপতিই হলেন 'মাস্টার অফ

রোস্টার', যার মাধ্যমে তিনি ঠিক করেন কোন বেঞ্চে কোন মামলা যাবে। তবে এই স্বয়ংক্রিয় ক্ষমতার কারণে প্রধান বিচারপতির দপ্তর প্রায়ই তীব্র সমালোচনার মুখে পড়ে। সম্প্রতি ইরফান সোলাঙ্কির একটি মামলার শুনানি চলাকালীন একটি বড় ত্রুটি ধরা পড়ে। দেখা যায়,

সুপ্রিম কোর্টে নতুন ব্যবস্থা

অনুরূপ একটি মামলা আগেই অন্য বেঞ্চে খারিজ হওয়া সত্ত্বেও সেটি পুনরায় নতুন বেঞ্চের তালিকায় স্থান পেয়েছে। এই গাফিলতিতে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করে প্রধান বিচারপতি বলেন, 'বিচারের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে এই ঘটনার একটি সুষ্ঠু ও চূড়ান্ত ফয়সালা করা হবে।'

আদালতের অভ্যন্তরীণ তদন্তে দেখা গিয়েছে, রেজিস্ট্রি বিভাগের আধিকারিকদের দীর্ঘদিনের একাধিপত্য এবং সেকেলে প্রযুক্তিগত ব্যবস্থার জন্যই মামলার তালিকায় অনিয়ম হচ্ছে। এই প্রশাসনিক ত্রুটি দূর করতে এবং পক্ষপাতহীন বিচারব্যবস্থা বজায় রাখতে এআই প্রযুক্তির ব্যবহারকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি আধিকারিকদের গণবদলির মাধ্যমে দীর্ঘদিনের স্থবিরতা কাটানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

মাথার দাম

ওয়াশিংটন, ১৪ মার্চ : ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতা এখন আমেরিকার প্রধান লক্ষ্য। আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের পর এবার তাঁর পুত্র মোজতবা খামেনেইকে নিয়ে সাঁড়াশি চাপে ফেলতে চাইছে আমেরিকা ও ইজরায়েল। মার্কিন বিদেশ দপ্তরের তরফে 'রিওয়ার্ডস ফর জাস্টিস' প্রকল্পের অধীনে মোজতবার মাথার দাম ঘোষণা করা হয়েছে ১০ লক্ষ মার্কিন ডলার, যা ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৯২.৪৭ কোটি টাকা।

ওয়াশিংটনের জারি করা বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'এই লোকটি বিশ্বজুড়ে সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মের নীল নকশা তৈরি ও তা বাস্তবায়নে যুক্ত।' তালিকায় মোজতবা ছাড়াও রয়েছেন ইরানের নিরাপত্তা প্রধান আলি লারিজানি এবং ডেপুটি চিফ অফ স্টাফ আলি আসগর হেজাজির মতো প্রভাবশালীর নাম। আমেরিকার দাবি, এই নেতারা ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ডের অংশ হিসেবে বিপজ্জনক পরিকল্পনা চালাচ্ছেন।

আসরে জেলেনস্কি

প্যারিস, ১৪ মার্চ : পশ্চিম এশিয়ার উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে এবার ইরানের নির্বাসিত যুবরাজ রেজা পাহলভির সঙ্গে বৈঠকে বসলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি। শুক্রবার প্যারিসে এই বৈঠকে জেলেনস্কি ইরানের 'মুক্তির লড়াই'-এ পাশে থাকার বার্তা দেন। ইরানের শাসকগোষ্ঠী বর্তমানে কোণঠাসা বলে জানিয়ে তিনি বলেন, 'ইরানি জনতার সামনে এখন নিজেদের ভাগ্যনির্ধারণের সুযোগ তৈরি হয়েছে।' এর আগে ইরানের ড্রোন হামলা ঠেকাতে সৌদি আরবকে প্রযুক্তিগত সহায়তার প্রস্তাব দিয়েছেন জেলেনস্কি। দীর্ঘ চার বছর ধরে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইরানি ড্রোনের মোকাবিলা করার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে তিনি বলেন, 'শাহিদ ড্রোন প্রতিহত করার অভিজ্ঞতা বিশ্বের আর কোনও দেশের নেই।'

বাড়ছে ভাড়া

মুম্বই, ১৪ মার্চ : পকেটে টান পড়তে চলেছে সাধারণ বিমানযাত্রীদের। ইরান-আমেরিকা সংঘাতের জেরে বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দামে আগুন লেগেছে, আর তার সরাসরি প্রভাব পড়ছে আপনার টিকিটের দামে। ইন্ডিগো এবং এয়ার ইন্ডিয়ার পর এবার আকাশা এয়ারও জ্বালানি সারচার্জ বাড়ানোর কথা ঘোষণা করল। ১৫ মার্চ থেকে নতুন বুকিংয়ের ক্ষেত্রে ১৯৩ থেকে ১,৩০০ টাকা পর্যন্ত অতিরিক্ত গুনতে হবে যাত্রীদের।

শুধু ঘরোয়া উড়ান নয়, আন্তর্জাতিক রুটেও ভাড়া বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে। এয়ার ইন্ডিয়া উত্তর আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার মতো রুটে সারচার্জ বাড়িয়ে প্রায় ২০০ ডলার করেছে। যুদ্ধের কারণে বিমানগুলি মধ্যপ্রাচ্যের আকাশপথ এড়িয়ে চলায় যাত্রার পরিধি যেমন বাড়ছে, তেমনই চড়ছে খরচ। অদূর ভবিষ্যতে তেলের দাম না কমলে বিমান সফর যে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাবে, সেই আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা।

গ্রেপ্তার বর

ভোপাল, ১৪ মার্চ : এ যেন সিনেমার স্ক্রিপ্ট। মেহেন্দি, গায়ে হলুদ সম্পূর্ণ। বর-কনেকে ঘিরে রয়েছেন আত্মীয়-স্বজনরা। অপেক্ষা সাতপাকে বাঁধা পড়ার। কিন্তু আচমকা বিনা নিমন্ত্রণে হাজির পুলিশ মামা। আসর থেকে হবু বরকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল তারা। ভোপালের ঘটনা। অভিযোগ, বরবেশী আকাশ নীলকান্ত গ্যাংস্টার। পুলিশের গাড়ির সঙ্গে ছুটলেন কনে সীমাও। তাঁর কাতর আর্তি, হবু স্বামীর আসল পরিচয় তিনি জানতেন না। তাই তাঁর কোনও দোষ নেই। বিয়েটা যেন সেরে নিতে দেওয়া হয়। কিন্তু পুলিশের অনুমতি না মেলায় সীমা দাবি করেন থানাতে বিয়ে করতেও তিনি রাজি। নাহলে তাঁর জীবন নষ্ট হয়ে যাবে। যদিও সেই অনুমতি মেলেনি। পুলিশ জানিয়েছে, আকাশের বিরুদ্ধে ৩১টি মামলা রয়েছে।

তেলের বাজারে আগুন, শঙ্কিত বিশ্ব

নিউ ইয়র্ক, ১৪ মার্চ : গত ২৮ ফেব্রুয়ারির ভোররাতে তেহরানের বুকে রকেট হামলার সেই প্রথম ধোঁয়া ওঠার পর থেকে দু'সপ্তাহ পেরিয়েছে। আমেরিকা ভেবেছিল, ভেনেজুয়েলার মতো একটা ছোট্ট ধাক্কা দিলেই তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে ইরানের শাসনযন্ত্র। হামলায় সুপ্রিম লিডার আলি খামেনেই সহ একাধিক শীর্ষ নেতা নিহত হলেও, যুদ্ধজয়ের ধারেকাছেও নেই ওয়াশিংটন। বরং, তড়িঘড়ি নতুন সুপ্রিম লিডার বেছে নিয়ে প্রত্যাঘাতের ব্লু-প্রিন্ট সাজিয়ে ফেলেছে তেহরান। বিপুল আর্থিক এবং সামরিক ক্ষতির মুখে পড়ে এখন কার্যত কালঘাম ছুটছে খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের। ওয়াশিংটনের অন্দরেই এখন ডামাডোল, আর সেই ফাটলটা একেবারে প্রকাশ্যে এনে দিয়েছেন মার্কিন প্রশাসনের প্রাক্তন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জন বোল্টন। তাঁর সাফ কথা, কোনও সুদূরপ্রসারী কৌশল ছাড়াই শুধুমাত্র ঝোঁকের মাথায় ট্রাম্প এই যুদ্ধে জড়িয়েছেন। ট্রাম্প যতই হুঙ্কার দিন, বাস্তবে ময়দানের পরিস্থিতি আমেরিকার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে।

কারণ, ইরানের আসল শক্তি মাটির ওপরে নেই, আছে গভীর আন্ডারগ্রাউন্ডে! ফরাসি গবেষক এলি টেনেনবামের মতে, ২০০৫ সাল থেকেই ইরান এমন এক 'বিকেন্দ্রীভূত সামরিক ব্যবস্থা' গড়ে তুলেছে, যাতে শীর্ষ নেতাদের মৃত্যুর পরও তাদের সামরিক কাঠামো ভেঙে না পড়ে। তাদের ড্রোন, মিসাইল কারখানা থেকে শুরু করে নৌবাহিনীর স্পিডবোট— সবই সুরক্ষিত রয়েছে মাটির তলার বাঙ্কারে। শূন্যে বোমাবর্ষণ করে আমেরিকা হাততালি কুড়োলেও, ইরান আসলে খেলছে 'লং গেম'। তাদের লক্ষ্য একটাই, বিশ্ব অর্থনীতিকে জিম্মি করে এই যুদ্ধকে আমেরিকার আসন্ন 'মিডটার্ম নির্বাচন' পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়ে ট্রাম্পের ওপর প্রবল রাজনৈতিক চাপ তৈরি করা। ইতিমধ্যে আতঙ্কে কাঁপছে গোটা আরব দুনিয়া। যেসব উপসাগরীয় দেশ নিজেদের মাটিতে মার্কিন ঘাঁটি বানাতে দিয়েছিল, তারা এখন প্রমাদ

ইরানে মার্কিন দর্পচূর্ণের আশঙ্কা

গুনছে। কারণ, দুবাইয়ের মেরিনা বা সাগরে থাকা তেলের ট্যাঙ্কারে হামলা চালিয়ে ইরান বুঝিয়ে দিয়েছে তারা কাউকে রেয়াত করবে না।

বিশ্ব বাণিজ্যের অন্যতম লাইফলাইন 'স্ট্রেইট অফ হরমুজ' কার্যত অবরুদ্ধ করে রেখেছে তেহরান। আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম রকেট গতিতে বাড়ছে। আমেরিকা থেকে শুরু করে বাংলাদেশ বা নাইজেরিয়া— সর্বত্রই জ্বালানির হাহাকার। পরিস্থিতি সামলাতে বাংলাদেশে সেনা নামাতে হয়েছে, কেনিয়ায় রফতানি আটকে পড়ে রয়েছে চা। বিশ্বের তেল আমদানিকারক দেশগুলো প্রায় ৪০০ মিলিয়ন ব্যারেল রিজার্ভ তেল বাজারে ছেড়েও সুরাহা করতে পারছে না। ফলে ভারতেও যে মূল্যবৃদ্ধির সুনামি আছড়ে পড়বে, তা বলাই বাহুল্য।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ট্রাম্পের সামনে এখন কোনো সহজ রাস্তা নেই। আমেরিকার দামি প্যাট্রিয়ট এবং 'থাড' মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেমগুলো ইরানের সস্তা ড্রোন আর মিসাইল ঠেকাতে গিয়ে দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। দেশের ভেতরে মূল্যবৃদ্ধির জেরে আগামী নির্বাচনে বড়সড় ধাক্কা খাওয়ার ভয়ে কাঁপছেন রিপাবলিকান নেতারা। যদিও অর্থনৈতিকভাবে ধুঁকতে থাকা ইরানও খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে, তবুও তারা আমেরিকাকে সহজে রেহাই দিতে নারাজ। আটলান্টিক কাউন্সিলের বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, ট্রাম্প যদি পিছু না হঠেন, তবে পরিস্থিতি আরও রক্তক্ষয়ী হতে পারে, এমনকি আমেরিকার সেনা সরাসরি ময়দানে নামার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। মধ্যপ্রাচ্যের বালিয়াড়িতেই কি তবে ট্রাম্পের ওয়াটারলু হতে চলেছে?

ইরানের শর্তে সমঝোতা নয় : ট্রাম্প

বিধ্বস্ত খার্গ, পালটা হানায় ধ্বংস ৫ বিমান

তেহরান, ১৪ মার্চ : খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে বিশ্ব। একদিকে ডোনাল্ড ট্রাম্পের তর্জন-গর্জন, অন্যদিকে ইরানের মরণপণ প্রত্যাঘাত। শনিবার ভোরে পারস্য উপসাগরের নীল জলরাশি লাল হয়ে উঠল বারুদের গন্ধে। ইরানের তেলের 'লাইফলাইন' খার্গ দ্বীপে মার্কিন বিমানহানার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সৌদি আরবে আমেরিকার ৫টি যুদ্ধবিমান গুঁড়িয়ে দিল তেহরান। লড়াই এখন আর শুধু সীমান্তে নেই, পৌঁছে গিয়েছে অস্তিত্বের সংকটে।

শনিবার সূর্য ওঠার আগেই পারস্য উপসাগরের ২০ বর্গকিলোমিটারের ছোট দ্বীপ খার্গে আছড়ে পড়ে মার্কিন মিসাইল। ইরানের ৯০ শতাংশ তেল রপ্তানি হয় এই দ্বীপ থেকেই। ট্রাম্প সোশ্যাল মিডিয়ায় বুক ঠুকে দাবি করেছেন, 'খার্গের সামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আমরা পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছি।' তেলের পরিকাঠামোয় এখনই হাত না দিলেও ট্রাম্পের সাফ হুঁশিয়ারি— তেহরান সংযত না হলে বা হরমুজ প্রণালীতে জাহাজ চলাচলে বাধা দিলে ইরানের অর্থনীতির মেরুদণ্ডই ভেঙে দেওয়া হবে।

তবে মার খেয়ে বসে থাকার পাত্র নয় রেভোলিউশনারি গার্ডও। খার্গে হামলার বদলা নিতে সৌদিতে থাকা মার্কিন বিমানঘাঁটিতে ব্যালিস্টিক মিসাইল বর্ষণ করে ইরান। সূত্রের খবর, হ্যাঙারের ভেতরেই ভস্মীভূত হয়েছে আমেরিকার ৫টি অত্যাধুনিক কেসি-১৩৫ জ্বালানি সরবরাহকারী বিমান। মাঝ আকাশে তেল ভরার এই 'ফ্লাইং পেট্রোল পাম্প'গুলো হারানো মার্কিন বায়ুসেনার জন্য বড় ধাক্কা। তেহরানের সরাসরি হুংকার— যারা আমেরিকাকে মাটি দিচ্ছে, সেই সৌদি বা আমিরশাহীর তেলভাণ্ডারও এবার মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হবে।

> **ইরান পুরোপুরি পরাজিত এবং তারা এখন একটি চুক্তি চাইছে। কিন্তু এমন কোনও চুক্তি আমি গ্রহণ করব না যা আমেরিকার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে।**
>
> ডোনাল্ড ট্রাম্প

হরমুজ প্রণালী দিয়ে জাহাজ চলাচল ৯৩ শতাংশ কমে যাওয়ায় বিশ্ব অর্থনীতিতে ধস নামার আশঙ্কা। ইরান স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, যুদ্ধ চললে পারস্য উপসাগর থেকে এক ফোঁটা তেলও বেরোতে দেওয়া হবে না। এদিকে ইরানের সরকারি সূত্র উদ্ধৃত করে একাধিক আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম দাবি করেছে, হরমুজ প্রণালী দিয়ে তেলের ট্যাংকার চলাচলের অনুমতি দেবে তেহরান। কিন্তু সেক্ষেত্রে তেলের দাম ডলারে নয়, চিনা মুদ্রা ইউয়ানে মেটাতে হবে। এব্যাপারে আমেরিকার তরফে সরকারিভাবে কিছু জানানো না হলেও ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেছেন ট্রাম্প। সামাজিক মাধ্যমে তিনি লিখেছেন, 'ইরান পুরোপুরি পরাজিত এবং তারা এখন একটি চুক্তি চাইছে। কিন্তু এমন কোনও চুক্তি আমি গ্রহণ করব না যা আমেরিকার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে।'

বেইরুটে ইজরায়েলি হামলার পর। শনিবার।

জনরোষে পুড়ল পার্টির দপ্তর

হাভানা, ১৪ মার্চ : পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের আবহে জ্বালানি তেলের সরবরাহে টান পড়েছে। অন্ধকারে ডুবে গিয়েছে হাভানা সহ কিউবার অধিকাংশ বড় শহর। তীব্র জ্বালানি সংকট এবং ক্রমাগত বিদ্যুৎ বিভ্রাটের প্রতিবাদে শুক্রবার মোরন শহরে জনরোষের শিকার হল ক্ষমতাসীন কমিউনিস্ট পার্টির সদর দপ্তর। তাতে আগুন লাগিয়ে দিলেন বিক্ষোভকারীরা।

প্রেসিডেন্ট মিগুয়েল দিয়াজ-ক্যানেল জনসমক্ষে স্বীকার করেছেন, ডিজেল ও অন্যান্য জ্বালানি তেলের তীব্র ঘাটতি

কিউবায় জ্বালানি সংকট

জাতীয় গ্রিডকে অস্থিতিশীল করে তুলেছে। দেশের বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা চরম বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ায় নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। মূলত মার্কিন অর্থনৈতিক অবরোধের ফলে জ্বালানি আমদানি বাধাগ্রস্ত হওয়ায় এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, যা খাদ্য ও ওষুধের সংকটকেও আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

মিগুয়েল জানান, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কিউবা সরকার বর্তমানে ওয়াশিংটনের সঙ্গে কূটনৈতিক আলোচনার চেষ্টা চালাচ্ছে। তবে দীর্ঘস্থায়ী লোডশেডিংয়ে অতিষ্ঠ সাধারণ মানুষের ক্ষোভ এখন চরম সীমায় পৌঁছেছে, যার প্রতিফলন ঘটেছে মোরনের বেনজির অগ্নিসংযোগের ঘটনায়।

হরমুজ পেরিয়ে ভারতমুখী ট্যাংকার

আকালের মধ্যে আশার আলো

নয়াদিল্লি, ১৪ মার্চ : চা-এর ঠেক থেকে দোকান-বাজার, ট্রেন-বাস থেকে মাঠঘাট, সর্বত্র এখন প্রশ্ন একটাই, 'আপনি সিলিন্ডার পেয়েছেন?' অনেকের গলায় আবার হতাশা, 'বুকিং করেছি তো অনেক দিন। এখনও পেলাম না।' কেন্দ্রীয় সরকার দেশবাসীকে যতই প্যানিক বুকিং না করার বার্তা দিক, তাতে মানুষের আস্থা খুব একটা থাকছে না। বরং গ্যাসের সিলিন্ডারের জন্য দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে টাটকা হয়েছে নোটবন্দির স্মৃতি। এহেন আকালের পরিস্থিতির মধ্যেই আশার আলো জাগিয়েছে শিপিং কর্পোরেশনের দুটি জাহাজ-শিবালিক এবং নন্দাদেবী। সূত্রের খবর, বিপুল গ্যাস নিয়ে উত্তাল হরমুজ প্রণালী পেরিয়ে ভারতের দিকে এগিয়ে আসছে দুটি জাহাজ। মধ্যপ্রাচ্যের আশপাশের দেশগুলিও সহযোগিতা করছে।

জাহাজ মন্ত্রকের মুখপাত্র রাজেশ সিনহা শনিবার জানিয়েছেন, শিবালিক এবং নন্দাদেবী নামে দুটি জাহাজ মোট ৯২,৭০০ মেট্রিক টন এলপিজি সিলিন্ডার নিয়ে ভারতে আসছে। তারা সফলভাবে হরমুজ প্রণালী পেরিয়েছে। ১৬-১৭ তারিখ নাগাদ তারা ভারতে পৌঁছোবে।

হরমুজ প্রণালী দিয়ে ভারতের জাহাজগুলি যাতে নির্বিঘ্নে যাতায়াত করতে পারে, সেজন্য নিয়মিত নয়াদিল্লি-তেহরান কথাবার্তা চলছে। ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানের সঙ্গে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। পাশাপাশি ইরানের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের চার দফা ফোনালাপও হয়েছে। তারপরই

- শিপিং কর্পোরেশনের দুটি জাহাজ-শিবালিক এবং নন্দাদেবী বিপুল গ্যাস নিয়ে উত্তাল হরমুজ প্রণালী পেরিয়ে ভারতের দিকে এগিয়ে আসছে
- জাহাজ দুটি গুজরাটের বন্দরে নোঙর করবে
- যাঁরা এলপিজি পাচ্ছেন না তাঁদের পিএনজি দেওয়ার চিন্তাভাবনা কেন্দ্রের

গ্যাসভর্তি ওই দুটি জাহাজ হরমুজ পেরোতে সক্ষম হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। জানা গিয়েছে, ওই জাহাজ দুটি বর্তমানে ভারতীয় নৌসেনার নিরাপত্তাবলয়ের মধ্যে রয়েছে। তারাই জাহাজ দুটিকে এসকর্ট করে ভারতে নিয়ে আসছে। জাহাজ দুটি গুজরাটের বন্দরে নোঙর করবে।

এদিকে শনিবার পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের মুখপাত্র সুজাতা শর্মা জানিয়েছেন, যে সমস্ত বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের গ্রাহক এলপিজি পেতে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন, তাঁদের পাইপবাহিত প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ করা হবে। তাঁদের পিএনজি সংযোগ দেওয়া হবে। এই ব্যাপারে গেইল (গ্যাস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড)বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে ইতিমধ্যে কথাবার্তা শুরু করেছে। পরবর্তীতে সাধারণ গ্রাহকদের ক্ষেত্রেও এলপিজি থেকে পিএনজি-তে নিয়ে যাওয়া হবে। জ্বালানি সংকটের কথা এদিনও মানতে চায়নি কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় জাহাজমন্ত্রকের বিশেষ সচিব রাজেশকুমার সিং জানিয়েছেন, জগপ্রকাশ নামে একটি জাহাজ ওমান থেকে আফ্রিকার উদ্দেশে রওনা দিয়েছে। তাতে প্রচুর পরিমাণ গ্যাসোলিন রয়েছে। যুদ্ধ শুরুর পর বৃহস্পতিবার রাতে প্রথমবার ইরানের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। যুদ্ধ পরিস্থিতির ক্রমবর্ধমান তীব্রতা, প্রাণহানি এবং ক্ষয়ক্ষতির ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি। এদিকে কোচিতে থাকা ইরানের একটি যুদ্ধজাহাজ আইরিস লাভানের ৪ জন অপ্রয়োজনীয় ক্রু সদস্যকে তুরস্কের বিমানে চাপিয়ে ফেরত পাঠানো হয়েছে।

ব্রিগেডে হিন্দুত্বের হুংকার

নেপথ্যে আরএসএস

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৪ মার্চ : শনিবার কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মেগা-সমাবেশ বুঝিয়ে দিল, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির মূল তাস হতে চলেছে ধর্মীয় আবেগ ও পরিচয়সত্তার রাজনীতি। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের আদলে গড়া মঞ্চ এবং বাংলার লোকশিল্পের ছোঁয়া নিছকই সাজসজ্জা নয়, বরং নিখুঁত রাজনৈতিক কৌশলে হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক ও বাঙালি আবেগকে এক সুতোয় বাঁধারই এক সুপরিকল্পিত প্রয়াস। এই আবহেই সরাসরি রাজ্যের শাসকদলকে নিশানা করে মোদির তোপ, লাগাতার অনুপ্রবেশের জেরে বাংলার জনবিন্যাস বদলে যাচ্ছে এবং সুপরিকল্পিতভাবে হিন্দু বাঙালিদের সংখ্যালঘু করে দেওয়ার চেষ্টা চলছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, মোদির এই সুর আচমকা চড়েনি। এর নেপথ্যে রয়েছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের (আরএসএস) দীর্ঘমেয়াদী গ্রাউন্ডওয়ার্ক। ছাব্বিশের ভোটকে পাখির চোখ করে আরএসএস-এর নিজস্ব খরচে রাজ্যজুড়ে ইতিমধ্যেই শতাধিক 'হিন্দু সম্মেলন' আয়োজিত হয়েছে, যার প্রায় ৬০ শতাংশই হয়েছে সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে। লক্ষ্য, প্রতিটি শক্তিকেন্দ্র ধরে ধরে হিন্দু সমাজের, বিশেষত মহিলাদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা ও মেরুকরণের বাতাবরণ তৈরি করা। এই সম্মেলনগুলিতে মূলত বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার এবং রাজ্যের জনবিন্যাস পরিবর্তনের পরিসংখ্যান তুলে ধরে প্রচার চালানো হচ্ছে।

দলের অন্দরের খবর, এই হাওয়াকে আরও ছড়িয়ে দিতে বদ্ধপরিকর গেরুয়া শিবির। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক উত্তরবঙ্গের এক বিজেপি সাংসদ স্বীকার করেছেন যে, প্রতিটি বুথ ও জনসভায় গিয়ে প্রতিবেশী দেশে হিন্দুদের ওপর হামলার প্রসঙ্গ এবং জনবিন্যাসের পরিসংখ্যান তুলে ধরার কড়া নির্দেশ রয়েছে শীর্ষ নেতৃত্বের। সব মিলিয়ে, ব্রিগেডের মঞ্চ থেকে আরএসএসের নিঃশব্দ প্রচার— পরতে পরতে স্পষ্ট যে, আসন্ন নির্বাচনে তৃণমূলের মোকাবিলায় উন্নয়ন বা দুর্নীতির ইস্যুর পাশাপাশি মেরুকরণ ও হিন্দুত্বের আবেগকে হাতিয়ার করেই ময়দানে নামতে চলেছে বিজেপি।

ইমাম, পুরোহিত ভাতা তারেকের

ঢাকা, ১৪ মার্চ : জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময়ই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিএনপি। এবার তা করে দেখানোর পথে হাঁটলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। শনিবার রাজধানী ঢাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে ইমাম, পুরোহিত, পাদরি এবং বৌদ্ধমঠের অধ্যক্ষদের ভাতা বা 'সম্মানি' প্রদান কর্মসূচির উদ্বোধন করলেন তিনি। তারেকের কর্মকাণ্ডে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মসূচির ছায়া দেখতে পাচ্ছেন অনেকেই।

এই পাইলট প্রকল্পে আপাতত ৪,৯০৮টি মসজিদ, ৯৯০টি মন্দির, ৩৯৬টি গির্জা এবং ১৪৪টি বৌদ্ধবিহারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পের রূপরেখা অনুযায়ী প্রতিটি মসজিদের জন্য মাসিক ১০ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এর মধ্যে ইমাম ৫,০০০ টাকা, মুয়াজ্জিন ৩,০০০ টাকা এবং খাদেম ২,০০০ টাকা করে পাবেন। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের জন্য প্রতিটি মন্দিরে মাসিক বরাদ্দ ৮,০০০ টাকা, যেখানে পুরোহিত ৫,০০০ টাকা এবং সেবায়েত ৩,০০০ টাকা করে পাবেন। বৌদ্ধমঠের অধ্যক্ষ ও গির্জার যাজকদের জন্য ৫,০০০ টাকা এবং তাদের সহকারীদের জন্য ৩,০০০ টাকা মাসিক সম্মানি নির্ধারিত হয়েছে।

চাকরি করতে গিয়ে ফিরলেন কফিনবন্দি হয়ে

লুধিয়ানা, ১৪ মার্চ : পরিবারের কথা ভেবে গত বছর জুলাই মাসে রাশিয়ায় পাড়ি দিয়েছিলেন লুধিয়ানার ২১ বছর বয়সি তরুণ সমরজিৎ সিং। লক্ষ্য ছিল, নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে স্বজনদের মুখে হাসি ফোটানোর। কিন্তু উচ্চ বেতনের চাকরির স্বপ্ন ভেঙে খানখান হয়ে গেল পাঞ্জাবি তরুণের। আট মাস পর শুক্রবার কফিনবন্দি হয়ে বাড়ি ফিরল সমরজিতের নিথর দেহ।

বিদেশে চাকরির সন্ধানে ছিলেন লুধিয়ানার দাবা এলাকার বাসিন্দা সমরজিৎ। কিন্তু দালালের চক্করে ফেঁসে তিনি গিয়ে পড়েন রাশিয়ায়। পরিবারের অভিযোগ, সেখানে তাঁকে জোর করে রুশ সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করা হয়। এরপর কোনও প্রশিক্ষণ ছাড়াই সরাসরি পাঠিয়ে দেওয়া হয় যুদ্ধক্ষেত্রে। গত বছর সেপ্টেম্বর থেকে পরিবারের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। আট মাস

পর দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটে যখন দিল্লির বিমানবন্দরে তাঁর দেহ এসে পৌঁছোয়।

ছেলের চিতায় আগুন দেওয়ার সময় শোকে পাথর বাবা চরণজিৎ সিং অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বললেন, 'দালালের মিথ্যে প্রলোভনে পড়ে কোনও বাবা-মা যেন তাঁদের সন্তানকে বিদেশে না পাঠান।'

দুবাইয়ে আইসিইউতে বৃদ্ধা, বিপর্যস্ত পরিবার

আবু ধাবি, ১৪ মার্চ : মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতির জেরে বিপাকে পড়েছে দুবাইয়ের বাসিন্দা এক ভারতীয় পরিবার। থিলক্কুমার জলাথু অনিরুদ্ধরাজ ও তাঁর স্ত্রী শামিনী রমেশ কর্মসূত্রে আট বছর রয়েছেন দুবাইয়ে। থিলক্কুমারের বৃদ্ধা মা তাঁদের দেখতে দুবাই গিয়ে হঠাৎই গুরুতর ব্যাকটিরিয়াল সংক্রমণে আক্রান্ত হন। ৪০ দিন ধরে তিনি রয়েছেন হাসপাতালের আইসিইউ-তে।

হাসপাতালের প্রতিদিনের খরচ প্রায় ৩ লক্ষ টাকা। চিকিৎসার বিল বাড়তে বাড়তে দাঁড়িয়েছে ১.২৫ কোটি টাকায়। বাণিজ্যিক বিমানে তাঁকে ভারতে ফিরিয়ে আনার কথা ভাবলেও যুদ্ধের কারণে বিমান মেলেনি। এখন ভরসা বলতে প্রাইভেট এয়ার অ্যাম্বুল্যান্স, যার খরচ ধরাছোঁয়ার বাইরে। যুদ্ধের বাজারে ৫০ লক্ষ টাকার কমে এয়ার অ্যাম্বুল্যান্স মিলবে না জানার পরই কার্যত ভেঙে পড়েছে ওই

পরিবার। শেষ চেষ্টা হিসাবে তারা সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি সেবা সংস্থার কাছে অর্থসাহায্যের আর্জি জানিয়েছে।

জন্ম-সংকট

একদিকে বিশ্বজুড়ে কমছে জন্মহার, অন্যদিকে বর্তমান প্রজন্ম সচেতনভাবেই বেছে নিচ্ছে সন্তানহীন জীবন—এই দুই বিপরীতমুখী অথচ সমান্তরাল স্রোতে আজ বিপন্ন বিশ্ব অর্থনীতি ও সমাজকাঠামো। রাশিয়া বা জার্মানির মতো উন্নত দেশগুলো যখন আর্থিক প্যাকেজ দিয়েও তরুণ প্রজন্মের আকাল মেটাতে পারছে না, তখন মধ্যবিত্ত সমাজ ক্রমবর্ধমান খরচ, সময়ের অভাব ও কেরিয়ারের ইঁদুর দৌড়ে সন্তান না নেওয়াকেই 'দায়িত্বশীল' সিদ্ধান্ত মনে করছে। এটি কেবল ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রশ্ন নয়, বরং এক গভীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতার প্রতিফলন। তারুণ্যহীন বার্ধক্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া এই পৃথিবীতে আগামীদিনে উৎপাদনশীলতা ও মানবিক সহমর্মিতা রক্ষা করাই এখন সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ। আজকের উত্তর সম্পাদকীয়র জোড়া প্রতিবেদনে এই দুটি বিষয়কেই খতিয়ে দেখা হল।

সন্তানহীনতার ঝোঁক : মুক্তির খোঁজ নাকি দায়িত্বে অনীহা?

অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী

লেখাটা শুরু করা যাক ঋত্বিকার প্রাত্যহিক জীবন দিয়ে। প্রতিদিন ভোর ৫টায় তাঁর দিন শুরু হয়, রানাঘাট থেকে লোকালে চেপে কলকাতায় কাজে আসা। গড়ে দুই ঘণ্টার ক্লান্তিকর ট্রেন জার্নি, তার ওপর অফিসের বিপুল কাজের চাপ। কাজ সেরে বাড়ি ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত নামে। বাড়ি ফিরেই শুরু হয় আরেক লড়াই—পাঁচ বছরের মেয়ের পড়াশোনা সামলানো, রান্নাবান্না আর ঘরকন্নার কাজ। দিন শেষে যখন তিনি ক্লান্তিতে এলিয়ে পড়েন, তখন নিজের জন্য সময় বলতে আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। ঋত্বিকা আর তাঁর স্বামী দ্বিতীয় সন্তানের কথা ভেবেছেন বহুবার, কিন্তু প্রতিবারই মধ্যবিত্ত জীবনের কঠিন হিসাবের খাতা তাঁদের আটকে দিয়েছে। স্কুলের চড়া ফি, ডে-কেয়ারের খরচ, অতিরিক্ত টিউশন, চিকিৎসা ব্যয় আর সবকিছুর ওপর 'সময়'—যে জিনিসের সব থেকে বড় আকাল তাঁদের জীবনে। ঋত্বিকার এই দীর্ঘশ্বাস আজ আর তাঁর একার নয়। শহর থেকে শহর, দেশ থেকে দেশে এক মধ্যবিত্ত প্রজন্ম ধীরে ধীরে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে সন্তান না নেওয়ার। তারা সন্তানকে ভালোবাসে না—এমন নয়; বরং তারা জানে, বর্তমান আর্থসামাজিক পরিস্থিতিতে সন্তান মানে কেবল জন্ম দেওয়া নয়, এটি এক আজীবনের কঠিন দায়িত্ব।

কেরিয়ার ও অসম লিঙ্গবৈষম্যের লড়াই

আজকের প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে কর্মজীবন আর অভিভাবকত্ব বা 'পেরন্টিং' একসঙ্গে চালানো প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষেত্রে এই সামাজিক ও পেশাগত চাপ অনেক বেশি তীব্র। সন্তানের জন্মের পর একজন মহিলার কেরিয়ার অনেক ক্ষেত্রে থমকে যায়, পদোন্নতি আটকে যায় কিংবা আয় কমে যায়—এটাই আজকের কঠোর কর্পোরেট বাস্তবতা। অন্যদিকে ঘরের কাজে বা সন্তান পালনে পুরুষদের অংশগ্রহণ আগের চেয়ে কিছুটা বাড়লেও, আমাদের সামাজিক পরিকাঠামো আজও পুরোপুরি বদলায়নি। মাতৃত্বের জন্য যে ত্যাগ একজন নারীকে স্বীকার করতে হয়, তার তুলনায় রাষ্ট্রের বা কর্মক্ষেত্রের সহযোগিতা নগণ্য। ফলে অনেক আধুনিক দম্পতি প্রশ্ন তুলছেন—এই অসম লড়াইয়ে কেন নামবেন? কেন নিজের তিল তিল করে গড়ে তোলা কেরিয়ার বিসর্জন দেবেন? এই ব্যক্তিগত চাওয়াপাওয়ার দোলাচলই তাঁদের সন্তানহীন জীবনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

জীবনযাত্রার ব্যয় ও অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ

সন্তান না নেওয়ার সিদ্ধান্তের নেপথ্যে একটি বড় কারণ হল আকাশছোঁয়া জীবনযাত্রার খরচ। বাসস্থানের অনিশ্চয়তা থেকে শুরু করে রাজনৈতিক অস্থিরতা—সবই আজ সাধারণ মানুষের দুশ্চিন্তার কারণ। কেউ কেউ মনে করছেন, যে পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ বিগ্রহ লেগে রয়েছে কিংবা যেখানে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পরিবেশ ক্রমাগত ধ্বংসের পথে, সেখানে নতুন একটি প্রাণকে আনা কতটা নৈতিক? আবার অনেকেই নিজের স্বাধীনতা, মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন আর অর্থনৈতিক স্বস্তিকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। এই প্রজন্ম সন্তানহীন জীবন বেছে নিচ্ছে কোনও সস্তা বিদ্রোহ থেকে নয়, বরং গভীর সচেতনতা থেকে। তাদের দাবি—একজন ভালো বাবা বা মা হতে হলে আগে নিজেকে ভালোভাবে বাঁচতে জানতে হয়। আর সেই বাঁচার ন্যূনতম শর্তগুলো যদি রাষ্ট্র বা সমাজ দিতে ব্যর্থ হয়, তবে সন্তান না নেওয়ার সিদ্ধান্তটিই তাঁদের কাছে অনেক বেশি দায়িত্বশীল বলে মনে হয়।

ইঁদুর দৌড়ে সময়ের আকাল

আধুনিক মানুষের জীবনে সময় আজ সবচেয়ে দামি এবং দুর্লভ সম্পদ। অফিস এখন আর কেবল আট ঘণ্টার গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নেই; মোবাইলের স্ক্রিন, ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপের দৌলতে অফিস এখন ড্রয়িংরুম এমনকি বেডরুমেও ঢুকে পড়েছে। এই অবিরাম ইঁদুর দৌড়ের যুগে সন্তান নেওয়া মানে কেবল আর্থিক দায়ভার নয়, বরং তাকে সময় দেওয়ার এক মানসিক দায়। মানুষ বুঝতে পারছে, সন্তানের জন্য 'সময় না থাকা' মানে কেবল ব্যস্ততা নয়, বরং এক ধরনের ব্যর্থতা। আগের প্রজন্ম ভবিষ্যৎ নিয়ে খুব বেশি ভাবার অবকাশ পেত না, কিন্তু বর্তমান প্রজন্ম অতিরিক্ত বিশ্লেষণধর্মী। জলবায়ু সংকট, সম্ভাব্য মহামারি আর চাকরির অনিশ্চয়তার মধ্যে নতুন প্রজন্মের ভবিষ্যৎ এক নিরাপত্তাহীন জমিতে দাঁড়িয়ে। এই অনিশ্চয়তার জমিতে একটি শিশুকে বড় করা দায়িত্বহীনতা কি না, সেই প্রশ্নটি আজ ডাইনিং টেবিলের আলোচনার মূল বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পেরন্টিং যখন সামাজিক প্রকল্প

আজকের দিনে সন্তান লালনপালন করার ধারণাটি আমূল বদলে গিয়েছে। সন্তান মানে আজ কেবল একটি নতুন প্রাণ নয়, বরং তাকে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে পৌঁছে দেওয়ার এক অন্তহীন ও জটিল প্রোজেক্ট। ভালো স্কুল, দামি কোচিং, এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি এবং মানসিক বিকাশের সম্পূর্ণ ভার এখন কেবল বাবা-মায়ের কাঁধে। আগেকার যৌথ পরিবার বা পাড়াপ্রতিবেশীর যে সামাজিক নিরাপত্তা ছিল, তা আজ বিলুপ্তপ্রায়। সমাজ বা রাষ্ট্র এই দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়ার জায়গা থেকে অনেকটাই সরে গিয়েছে। ফলে সন্তান নেওয়া মানে আজ এক ধরনের 'পারফেকশন প্রোজেক্ট', যেখানে ব্যর্থ হওয়ার ভয় প্রবল। এই কঠোর পরীক্ষায় না নামাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করছেন অনেক আধুনিকমনস্ক মানুষ। তাঁদের কাছে এটি নিছক স্বাধীনতা নয়, বরং একপ্রকার আত্মরক্ষা।

সামাজিক মুক্তি নাকি নিঃসঙ্গতার পদধ্বনি?

এখানেই প্রশ্ন ওঠে—এই সন্তানহীনতার ঝোঁক কি আমাদের চূড়ান্ত সামাজিক মুক্তির দিকে নিয়ে যাচ্ছে, নাকি এক গভীর নিঃসঙ্গতার দিকে? নারীদের ক্ষেত্রে সন্তান না নেওয়া অনেক সময় আত্মনিয়ন্ত্রণের ভাষা হয়ে ওঠে, যা তাঁদের মাতৃত্বের চিরাচরিত বোঝা থেকে মুক্তি দেয়। কিন্তু একইসঙ্গে আরেকটি রূঢ় সত্য আমাদের তাড়া করে ফেরে। আজ যাঁরা সচেতনভাবে একা থাকছেন বা সন্তানহীন থাকছেন, বৃদ্ধ বয়সে তাঁদের সামাজিক নিরাপত্তার কাঠামোটি কী হবে? আমাদের সমাজ কি সেই একাকিত্ব সামলানোর মতো পরিকাঠামো তৈরি করতে পেরেছে? নাকি আমরা এমন এক যান্ত্রিক সমাজের দিকে এগোচ্ছি, যেখানে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা প্রচুর কিন্তু পারস্পরিক সহমর্মিতা বা ভরসার হাত একদমই নেই? আদিম প্রবৃত্তি হয়তো পরাজিত হয়নি, কিন্তু আধুনিক যুক্তিবোধের ফিল্টারে আজ 'সারভাইভাল অফ দ্য স্পিসিস' প্রশ্নবিদ্ধ। এই সমস্যার সমাধান কেবল ব্যক্তির চিন্তায় নেই, আছে আমাদের কাজের সংস্কৃতি এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার আমূল পরিবর্তনের মধ্যে।

(লেখক সাংবাদিক)

বিশ্ব অর্থনীতির নতুন অশনিসংকেত

সুমন ভট্টাচার্য

আমার প্রেসিডেন্সি কলেজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া বন্ধু, উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা আইএএস অফিসারের ছেলে যখন আজ থেকে দুই দশক আগে আচমকাই এক রুশ তরুণীকে বিয়ে করেছিল, তখন আমি ভেবেছিলাম এটা বোধহয় শুধুই ভারত-রুশ মৈত্রীর একটা উদাহরণ। কিন্তু পরে যখন আমার বন্ধু সগর্বে জানাল তাদের সন্তান হওয়ার জন্য পুতিন সরকার ১০ লক্ষ ভারতীয় মুদ্রা, অর্থাৎ, প্রায় ৯ হাজার ডলারের বেশি 'ইনসেন্টিভ' দিচ্ছে, তখন আমি বুঝলাম বিষয়টার মধ্যে অনেক গভীরতা আছে। অর্থাৎ, রাশিয়া, ভ্লাদিমির পুতিনের রাশিয়া, যারা ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য অন্য দেশ থেকে, এমনকি প্রতিবেশী বাংলাদেশ থেকেও মানুষ ভাড়া করে নিয়ে যায়, তাদের নিজেদের দেশের জনহার বাড়ানোটা খুব জরুরি। সেইজন্য যদি কোনও রুশ তরুণী অন্য কোনও দেশের পুরুষকে বিয়ে করে সন্তান জন্ম দেয়, তাহলে পুতিনের প্রশাসন তাদের প্রায় ১০ লক্ষ মুদ্রা দেয়।

ইউরোপের যে কোনও প্রধান সংবাদপত্র কিংবা ডয়েচেভেল দেখলেও দেখা যাবে গত কয়েক মাস ধরে জার্মানি আলোড়িত তার কর্মীসংকট নিয়ে। একদিকে সেদেশে অভিবাসন নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে, অন্যদিকে অভিবাসীরা না এলে তাদের নার্স, স্কুলের শিক্ষক কিংবা কারখানার শ্রমিক জোটানো মুশকিল। জার্মান সংবাদপত্রের বিশ্লেষণ অনুযায়ী জার্মানিতে যাঁরা এখন থাকেন, তাঁরা যে ধরনের 'হাই স্কিলড' কাজের জন্য উপযুক্ত, তাঁরা এই ধরনের ছোট কাজ করবেন না। তাহলে জার্মান সভ্যতা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আবার মাথা তুলে দাঁড়ানো যে অর্থনীতি বিশ্বের অন্যতম বিস্ময় এবং ইউরোপের সবচেয়ে বড় শক্তি, সেই জার্মানির অর্থনীতি চলবে কী করে? কারণ, জার্মানিতে যদি মধ্যমেধার বা নিম্নবৃত্তের কাজ করার মানুষ না থাকে, তাহলে কী হবে? জেনে রাখা ভালো, দক্ষিণ ভারত থেকে দলে দলে নার্সদের জার্মান ভাষা শিখিয়ে জার্মানি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। একদিকে যখন জার্মানিতে আবার নাৎসিদের পুরোনো খোলস ভেঙে যাচ্ছে এবং স্বাজাত্যবোধ বা 'নীল রক্ত'-র কথা নতুন করে বলছে, তখনই অভিবাসন নীতিতে বদল আনতে হচ্ছে শুধুমাত্র দেশের অর্থনীতির এবং তথাকথিত সিস্টেমকে চালু রাখার জন্য।

- বিশ্বের অর্ধেকের বেশি দেশে বর্তমানে 'ফার্টিলিটি রেট' ২.১-এর নীচে, যা জনসংখ্যা স্থিতিশীল রাখার ন্যূনতম মান।
- জন্মহার কমায় কর্মক্ষম তরুণের সংখ্যা কমছে এবং বয়স্ক মানুষের অনুপাত বাড়ছে, যা স্বাস্থ্য ও পেনশন বাজেটে চাপ সৃষ্টি করছে।
- শ্রমিকের অভাব এবং নতুন গ্রাহক বা ক্রেতা না থাকায় বাজার সংকুচিত হচ্ছে, যা দীর্ঘমেয়াদি জিডিপি বৃদ্ধিতে বাধা দিচ্ছে।
- উচ্চ জীবনযাত্রার ব্যয়, দেরিতে বিয়ে ও কেরিয়ারকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ফলে আধুনিক দম্পতিরা ছোট পরিবার বা সন্তানহীন জীবন বেছে নিচ্ছে।
- ল্যানসেট-এর মতো জার্নালের মতে, ২১০০ সালের মধ্যে প্রায় ১৫৫টি দেশের জনসংখ্যা উল্লেখজনকভাবে হ্রাস পেয়ে অস্তিত্বের সংকটে পড়তে পারে।

ইচ্ছে করেই জার্মানি এবং রাশিয়ার উদাহরণ দিয়ে এই লেখাটি শুরু করলাম, জনসংখ্যা কমে যাওয়ার বা 'লো ফার্টিলিটি রেট'-এর বিপদটাকে বোঝানোর জন্য। রাশিয়া, যেটি একটি 'কন্ট্রোলড' বা 'কমান্ড ইকনমি', অর্থাৎ, 'নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি'-তে চলে, আর অন্যদিকে জার্মানি যেটা ইউরোপের মুক্ত অর্থনীতির 'চ্যাম্পিয়ন' বলে পরিচিত, তারা দুজনেই একই সমস্যায় ভুগছে বা বলা ভালো তারা সমাধানের জন্য মরিয়া হয়ে পথ খুঁজছে। দক্ষিণ কোরিয়া বা জাপানের উদাহরণে না যাওয়াটাই ভালো। সেখানে সমস্যাটা আরও তীব্রতর। দক্ষিণ কোরিয়ার 'ফার্টিলিটি রেট', অর্থাৎ, জন্ম হার ১-এর কম, জাপানের ১.২। আমাদের মনে রাখতে হবে, এই জন্ম হার বা 'ফার্টিলিটি রেট' অন্তত ২.১ হওয়ার দরকার, তা না হলে একটি জাতি বা রাষ্ট্র ক্রমশ গুঁড়িয়ে যায় এবং তার কর্মক্ষম লোকের সংখ্যা ক্রমশ কমতে থাকে।

গুঁড়িয়ে যাওয়া জাতি বা কর্মক্ষম লোকের সংখ্যা ক্রমশ কমতে থাকলে দেশে কী সমস্যা হতে পারে? এই প্রশ্নটির উত্তর জানার জন্য ফ্রান্সের মধ্যপন্থী প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁর সাক্ষাৎকার নেওয়া উচিত। ম্যাক্রোঁ যতটা না চিন্তিত ইরান যুদ্ধে তাঁর দেশ জড়িয়ে পড়বে কি না, তার চাইতে অনেক বেশি চিন্তিত তাঁর দেশের অর্থনীতি নিয়ে। একদিকে তাঁর দেশে অতি দক্ষিণপন্থী রাজনীতি বাড়ছে, অন্যদিকে গত কয়েক বছরে মধ্যবর্তী প্রেসিডেন্টকে নিজের ২৬ বছরের সিনিয়ার বৌকে সামলানোর চাইতে প্রধানমন্ত্রী খোঁজাটা কঠিন কাজ হয়ে পড়েছে। ম্যাক্রোঁকে গত কয়েক বছরে যতবার প্রধানমন্ত্রী বদলাতে হয়েছে, ইউরোপের প্রায় কোনও দেশেই হয়তো ততটা হয়নি। কিন্তু ম্যাক্রোঁর সংকট কী কারণে? সোজা কথায় বললে ফরাসি অর্থনীতি ধুঁকছে পেনশন ও অবসরের পর সুযোগসুবিধা দেওয়ার চাপে। ফ্রান্সে যত পেনশনভোগী বাড়ছে, ততই ফ্রান্সের অর্থনীতির ওপর চাপ বাড়ছে। ম্যাক্রোঁ চেয়েছিলেন অবসরের বয়স বাড়িয়ে দিয়ে সমস্যার সমাধান করতে, কিন্তু প্রবল বিক্ষোভ, রাজনৈতিক অশান্তি, একদিকে অতি দক্ষিণপন্থী, অন্যদিকে অতি বামপন্থীদের টানাপোড়েনের মধ্যে সরকার এবং অর্থনীতি টিকিয়ে রাখতে তাঁর রীতিমতো কালঘাম ছুটে যাচ্ছে।

আসলে সংকটটা কী? সংকটটা কিন্তু কোনও নির্দিষ্ট দেশের নয়। এটা আসলে একটা গোটা পৃথিবীর সংকট। ১৯৬৩ সালে যেখানে 'ফার্টিলিটি রেট' ছিল ৫.৩, সেখানে ২০২৩ সালে এই 'ফার্টিলিটি রেট'টি গোটা পৃথিবীতে কমে দাঁড়িয়েছে ২.২-তে। আমাদের মনে রাখতে হবে, কর্মক্ষম, অর্থাৎ, তরুণ প্রজন্ম যেন সবসময় অর্থনীতির হাল ধরে রাখে, এরকম করতে গেলে অন্তত পক্ষে সবসময় 'ফার্টিলিটি রেট'-কে ২.১ রাখতে হবে। তা না হলেই ফ্রান্সের মতো সমস্যা হবে। অথবা রাশিয়ার মতো বাংলাদেশ থেকে, উত্তর কোরিয়া থেকে মানুষ ভাড়া করে নিয়ে গিয়ে যুদ্ধ করতে হবে। এই যে মানুষ ভাড়া করতে হচ্ছে, তার কারণ কী? কারণ, রাশিয়া বা জার্মানির মতো দেশে যে কাজগুলি সমাজ বা রাষ্ট্রকে চালানোর জন্য সবচেয়ে জরুরি, সেই কাজগুলো করার জন্য 'ইয়াং ওয়ার্ক ফোর্স' বা তরুণ প্রজন্মের কর্মীদের অভাব। রাশিয়ায় কতটা অভাব, সেটা আমরা ইউক্রেন যুদ্ধের সময় টের পেয়েছি। আর জার্মানিতে টের পাচ্ছি প্রতিদিনের জার্মান সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন, সেদেশে শিল্পকর্তাদের উদ্বেগ—এই সবকিছুর মধ্যে দিয়ে। এতে জার্মানির সংকট যতটা, ততটাই সংকট শিল্পের দিক থেকে অন্য দেশগুলির চাইতে অনেক এগিয়ে থাকা দক্ষিণ কোরিয়ার জন্যও।

ফ্রান্সের মতোই গত কয়েক বছর ধরে রাজনৈতিক টানাপোড়েনে থাকা, বারবার বিক্ষোভের কারণে সরকারের বদলে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া দক্ষিণ কোরিয়ায় নাকি মানুষের প্রধানতম চিন্তা অর্থনীতি নিয়ে। কেন অর্থনীতি নিয়ে চিন্তা? কারণ, কর্মক্ষম মানুষের অভাব। দক্ষিণ কোরিয়া যে তার নিকটতম প্রতিবেশী এবং প্রতিদ্বন্দ্বী, বা বলা চলে সহোদর ভাই, উত্তর কোরিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র হুমকির চাইতে অর্থনীতিতে অনেক এগিয়ে গিয়েছিল এবং দুনিয়াজোড়া সব 'টেক কোম্পানি', স্যামসাং থেকে শুরু করে আরও সব কোম্পানি তৈরি হয়েছিল, সেই সবকিছুই আজ প্রবল চ্যালেঞ্জের মুখে। কারণ, সেদেশে বৃদ্ধের সংখ্যা বাড়ছে আর তরুণদের সংখ্যা কমছে। এই পরিস্থিতিতে জার্মানির মতোই দক্ষিণ কোরিয়ার রাজনীতিতে যিনিই কুর্সিতে বসুন, তাঁকে সবসময় মাথায় রাখতে হচ্ছে এই 'ফার্টিলিটি রেট'-এর কথা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই দেশটিতে জন্মহারের বৃদ্ধি লাফিয়ে লাফিয়ে কমেছে। এখন এতটাই কম যে, দক্ষিণ কোরিয়ার বিভিন্ন কারখানায়, যে সমস্ত কারখানার বিভিন্ন মোবাইল বা ইলেক্ট্রনিক পণ্য গোটা বিশ্বকে মাত করে দিয়েছে, তাদের কারখানায় যোগ্য কর্মীর অভাব!

ফলে কি পুতিনের দেখানো পথই ইউরোপকে অনুসরণ করতে হবে? সন্তান উৎপাদনের জন্য 'ক্যাশ ইনসেন্টিভ' দিতে হবে? আমাদের দেশে যেমন 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' থেকে 'লাডলি বহনা' রাজনীতি এবং সমাজে আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছে, তেমনই কি ইউরোপের সব দেশে এখন থেকে সন্তান উৎপাদনের জন্য 'হাতে গরম ডলার' ধরিয়ে দেওয়া হবে? আমরা নিশ্চিত নই। কিন্তু একটা কথা বলা যায়, পৃথিবী ক্রমশ সেইদিকে এগোচ্ছে। অর্থাৎ, পৃথিবী যদি ক্রমশ বুড়িয়ে যায়, তাহলে সেই বুড়িয়ে যাওয়া রাষ্ট্র বা বুড়িয়ে যাওয়া সমাজ কোনও নতুনতর অর্থনৈতিক লক্ষ্যমাত্রাকে অর্জন করতে পারে না। ঠিক যেমন পারে না নতুন কোনও স্বপ্ন দেখতে। আমাদের একটা কথা খেয়াল রাখতে হবে, গ্রেগ চ্যাপেল যে কথাটা বলে ভারতীয়দের, বিশেষত বাঙালিদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন, আজ কিন্তু সেটাই সত্যি। অর্থাৎ, ক্রিকেটের ক্ষেত্রে যেমন অনূর্ধ্ব ৩০ ক্রিকেটারদের ক্রমাগত তুলে দেওয়াটাই একটা দলের সাফল্য হতে পারে, ঠিক তেমনই সমাজ বা রাষ্ট্র চালানোর ক্ষেত্রে বা আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে, শিল্পে উন্নয়ন আনতে গেলে তরুণতম প্রজন্মকে দরকার। তার একটা অন্য সমাজতাত্ত্বিক কারণও সবাই বলেছে। যাঁরা বৃদ্ধ হয়ে যাবেন, যাঁরা পেনশন বা অবসরকালীন সুযোগসুবিধায় বাঁচবেন, তাঁরা আর কতটা ঝুঁকি নেবেন? তাঁরা আর কতটা কেনাকাটার ক্ষেত্রে উদার হবেন? যারা তরুণ প্রজন্ম, তারাই তো কেনাকাটা, শপিং ইত্যাদি করে অর্থনীতিকে সচল রাখবে। তাই জন্মহার কমে যাওয়াটা আধুনিক বিশ্বে অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ।

(লেখক সাংবাদিক)

ছবি : এআই

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। **Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in**

ভোটের মুখে বাজারে হোল্ডিং নিয়ে তৎপরতা

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৪ মার্চ : শিলিগুড়ির ব্যবসায়ীদের কাছে পেতে এবার রেলের জমিতে থাকা বাজারগুলিতে ব্যবসায়ীদের অস্থায়ী হোল্ডিং নম্বর দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন মেয়র গৌতম দেব। শনিবার পুরনিগমে ৩০টি বাজারের প্রতিনিধিদের ডাকা হয়েছিল। ওই বাজারগুলি সবই রেলের জমিতে অবস্থিত রয়েছে। সোমবার থেকে এই ব্যবসায়ীদের হোল্ডিং নম্বর দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

সূত্রের খবর, সোমবার কিংবা মঙ্গলবারের মধ্যেই নির্বাচন ঘোষণা হয়ে যেতে পারে। তখন কোনওরকম নতুন কাজ শুরু করা যাবে না। তাই আগেভাগেই ব্যবসায়ীদের ডেকে আলোচনা করে প্রক্রিয়া শুরু করে রাখছে পুরনিগম। ৩০টি বাজারের প্রায় ১০ হাজার মানুষ উপকৃত হবেন বলে ব্যবসায়ী সমিতির দাবি। মেয়র গৌতম দেবের বক্তব্য, 'ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে। যেসব বাজার রেলের জমিতে রয়েছে সেখানকার ব্যবসায়ীদের দুরবস্থা দূর করতে প্রাথমিকভাবে হোল্ডিং নম্বর দেওয়া নিয়ে আলোচনা হয়েছে।' বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বিপ্লব রায় মুহুরির বক্তব্য, 'ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মেয়র। প্রায় ১০ হাজার ব্যবসায়ী হোল্ডিং নম্বর পেয়ে উপকৃত হবেন। লোন থেকে শুরু করে ট্রেড লাইসেন্স, বিদ্যুৎ সংযোগ সবেতেই আমাদের সুবিধা হবে।'

- শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকায় ছোট-বড় ৩০টি বাজার রয়েছে
- এই ব্যবসায়ীদের হোল্ডিং নম্বর দিতে উদ্যোগী মেয়র গৌতম দেব
- এতে প্রায় ১০ হাজার মানুষ উপকৃত হবেন বলে ব্যবসায়ী সমিতির দাবি
- ভোট ঘোষণার মুখে এই উদ্যোগ কেন তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিরোধীরা

গৌতম দেব আগেই ঘোষণা করে দিয়েছিলেন, তিনি শিলিগুড়ি বিধানসভা এলাকা থেকে এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। এই পরিস্থিতিতে ছোট ছোট বাজারের ব্যবসায়ীদের মন পেতে শনিবার বৈঠকে বসেছিলেন তিনি। তাঁরা সকলেই রেলের জমিতে ব্যবসা করছেন। তাঁদের হোল্ডিং নম্বর দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

তবে বাজারগুলির পরিকাঠামো উন্নয়ন কবে হবে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিরোধীরা। জলপাই মোড় বাজার, গেটবাজারের সবজি বাজার, পিডব্লিউডি মোড় বাজার সহ একাধিক ছোট ছোট বাজার রয়েছে, যেগুলির পরিকাঠামো বেহাল। এই বাজারগুলির উন্নয়ন কবে হবে সেই প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন। তাঁর বক্তব্য, 'বাজারগুলির পরিকাঠামো আগে উন্নয়ন দরকার। সেগুলি কবে হবে সেটা আগে জানাক পুরনিগম।'

ক্লিনিক চালু

শিলিগুড়ি, ১৪ মার্চ : রুদ্রাক্ষ সুপারস্পেশালিটি কেয়ার একটি 'কম্প্রিহেনসিভ ওবেসিটি অ্যান্ড মেটাবলিক কেয়ার ক্লিনিক' চালু করেছে। উত্তরবঙ্গ, সিকিম ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মধ্যে প্রথম এই ধরনের কাঠামোগত ক্লিনিক এটি, যা স্থূলতা ও বিপাকীয় ব্যাধিগুলির বৈজ্ঞানিক ও বহুমুখী ব্যবস্থাপনার সুবিধা প্রদান করবে।

ক্লিনিকটির মূল দায়িত্বে রয়েছেন এন্ডোক্রিনোলজিস্ট ডাঃ অরুন্ধতী দাশগুপ্ত। এই ক্লিনিকটি স্থূলতা এবং এর জটিলতার পেছনে থাকা হরমোনজনিত, বিপাকীয় এবং জীবনযাত্রার কারণগুলি চিহ্নিত করার দিকে মনোনিবেশ করবে। একটি বিশেষজ্ঞ দল গঠন করা হয়েছে। যেখানে ডায়েটিসিয়ান ও ফিজিওথেরাপিস্ট অন্তর্ভুক্ত থাকবেন। তাঁরা ব্যক্তিগত পুষ্টি নির্দেশিকা, সুপরিকল্পিত শারীরিক কার্যকলাপের পরিকল্পনা এবং টেকসই জীবনযাত্রার পরিবর্তন নিশ্চিত করবেন।

ক্লিনিকটি উন্নত বিপাকীয় মূল্যায়নের সুবিধাও দিচ্ছে, যার মধ্যে রয়েছে বডি কম্পোজিশন অ্যানালাইসিস (BCA), স্লিপ অ্যাপনিয়া মূল্যায়ন এবং ব্যাপক ল্যাবরেটরি পরীক্ষা। এর ফলে রোগ নির্ণয় এবং ব্যক্তিগত চিকিৎসা প্রদান আরও সঠিক হবে।

রান্নার গ্যাসের প্রতিকূল প্রভাব বাজারে-আড়তে-বাড়িতে

মেনু বদল, মিষ্টি ছাঁটাই

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৪ মার্চ : রান্নার গ্যাসের কমার্সিয়াল সিলিন্ডারে সংকটের প্রতিকূল প্রভাব পড়েছে মাছ ও মাংসের বাজারেও। গ্যাস নিয়ে হাহাকারের জেরে হোটেল, রেস্টুরেন্ট মালিকরা মেনুতে রদবদল করেছেন। আর তাতেই মাথায় হাত পড়েছে মাছ ও মাংস ব্যবসায়ীদের। আড়তে খুচরো ব্যবসায়ীদের হাঁকডাকও কমেছে। তাতে প্রমাদ গুনছেন আড়তদাররাও।

রেগুলেটেড মার্কেট ফিশ মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আলম খান বলছেন, 'আগে দিনে আট থেকে দশটা গাড়ি ঢুকত। এখন চার থেকে পাঁচটা গাড়ি ঢুকছে।' ওয়েস্ট বেঙ্গল পোলট্রি ফেডারেশনের তন্ময় সাহা বলছেন, 'এমনিতেই হোটেল-রেস্টুরেন্টগুলোর চাহিদা চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ শতাংশ কমে গিয়েছে। তার মধ্যে সামনেই এপ্রিল ও মে মাসের পর্যটন মরশুম রয়েছে। তখনও এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে আমাদের বড় ক্ষতির মুখে পড়তে হবে।'

কমার্সিয়ালের পাশাপাশি ডোমেস্টিক গ্যাসের সংকটও প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে বিভিন্ন বাড়িতে। শুক্রবার কথা হচ্ছিল হায়দরপাড়ার মাধবী পালের সঙ্গে। তিনি বলছিলেন, 'গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে না। এর মধ্যেই বাড়ির সিলিন্ডার যদি শেষ হয়ে যায়, তাহলে তো মাথায় বাজ পড়বে। সে কারণে সেদ্ধ ভাত করেই আপাতত চলছে।' একই বক্তব্য মহানন্দাপাড়ার বাসিন্দা অন্তরা রায়েরও। এদিন সকালে ঝংকার মোড় বাজারে গিয়েছিলেন তিনি। কথায় কথায় বললেন, 'শুধু আলু কিনলাম। কোনও তরকারিই এখন বেশি নিচ্ছি না।'

ফলে, সবজির বাজারেও যে সময়ের সঙ্গে প্রভাব পড়ছে, সেটা পরিষ্কার। বিষয়টা অস্বীকার করছেন না বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরো ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব রায় মুহুরি। তিনি বলছিলেন, 'সবজির বাজারেও ধীরে ধীরে প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। সরকারের উচিত, এই সিলিন্ডার সংকট যত দ্রুত সম্ভব দূর করা। নইলে পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাবে।'

এদিন সকালে আড়তে বসেই ফোনে ব্যস্ত ছিলেন শুভম শা। কথা শেষ করে হতাশ হয়ে বললেন, 'আমার কাছ থেকে একজন প্রতিদিন পাঁচ কেজি মাছ কিনে নিয়ে যেতেন হোটেলে দেওয়ার জন্য। শুক্রবার নিয়েছেন মাত্র এক কেজি মাছ। আজ আর এলেনই না। এখন বলছেন, ওই হোটেল বন্ধ রয়েছে।'

মাংস ব্যবসায়ী রিন্টু সরকারের পরিস্থিতি কিছু ভিন্ন নয়। রিন্টু বলছিলেন, 'পানিট্যাঙ্কি মোড় ও বিধান রোড মিলিয়ে দুই হোটেলে প্রতিদিন চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ কেজি মাংস বিক্রি করতাম। এখন সেটা পাঁচ থেকে ছয় কেজিতে নেমে এসেছে।'

মনোজ সাহুর সংযোজন, 'আমাদের এনজেপি এলাকার কিছু হোটেলে সত্তর কেজি মাংস যায়। এখন সেটা তিরিশ কেজিতে নেমে এসেছে।'

প্রধাননগরের এক হোটেল ব্যবসায়ী মিন্টু দাসের কথায়, 'এখন শুধু চিকেন কিংবা মাটন কারি রাখছি। বর্তমান পরিস্থিতিতে কিচেন সিস্টেম পরিবর্তন করা সম্ভব নয়।'

বিধান রোডের এক রেস্টুরেন্টের ম্যানেজার ইন্দ্র রায় বলেন, 'ফ্রাইয়ের অপশন আমরা সেরকম আর রাখছিই না।' তন্ময় সাহা বললেন, 'এরকম পরিস্থিতি চলতে থাকলে, হোটেলগুলো যে পরিমাণ মাংস নিচ্ছে, সেটাও নেওয়া বন্ধ করে দেবে।'

এলপিজি সংকটের প্রভাব পড়েছে মিষ্টির দোকানেও। আপাতত ভ্যারাইটি মিষ্টি বন্ধ করে চালু মিষ্টি বিক্রিতেই জোর দিচ্ছেন শহরের মিষ্টি ব্যবসায়ীরা। মিষ্টি ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে সঞ্জীব ঘোষ বলেন, 'গ্যাস বাঁচাতে আমরা ভ্যারাইটি মিষ্টি একেবারেই বন্ধ করে দিয়েছি।' অন্যদিকে শহরের বিভিন্ন গ্যাস এজেন্সিতে অভিযান চালায় শিলিগুড়ি থানা। সেখানে গ্যাসের হিসেব নেওয়া হয়।

- রেগুলেটেড মার্কেটে আগে দিনে ৮-১০টা গাড়ি আসত, এখন ৪/৫টা গাড়ি আসে
- হোটেল-রেস্টুরেন্টের মাছমাংসের চাহিদা ৪০/৫০ শতাংশ কমে গিয়েছে
- হোটেল-রেস্টুরেন্টের দৈনন্দিন রান্নার মেনুতে ব্যাপক বদল করা হয়েছে
- বাড়িতে গ্যাস বাঁচাতে অনেকে সেদ্ধ ভাতে কাটিয়ে দেওয়ায় প্রভাব সবজির বাজারেও

এলপিজি'র আকালে রমরমিয়ে বিক্রি হচ্ছে খড়ি। -সংবাদচিত্র

খড়ির চাহিদা, ভোগে কোপ মন্দিরে

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৪ মার্চ : গোটা দেশের মতো শিলিগুড়ি শহরজুড়েও বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের সংকট চলছে। এই অবস্থায় বাজার থেকে খড়ি কার্যত উধাও হয়ে গিয়েছে। গ্যাসের সংকটের কারণে বর্ধমান রোডে প্রচুর ঘুঁটে বিক্রি হচ্ছে। অন্যদিকে বাণিজ্যিক গ্যাসের সিলিন্ডারের সংকট চলায় শহরের বিভিন্ন মন্দিরে ভক্তদের জন্য প্রসাদ রান্না সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কেবল পুজোর জন্য ভোগ রান্না করা হচ্ছে। শিলিগুড়ির আনন্দময়ী কালী মন্দির, দাগাপুর লোকনাথ মন্দিরে ভক্তদের জন্য প্রসাদ রান্না সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে।

আনন্দময়ী কালী মন্দির কমিটি ১০ দিনের জন্য ভক্তদের জন্য প্রসাদ রান্না বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কমিটির তরফে ভাস্কর বিশ্বাস বলেন, 'মায়ের ভোগ যেমন তৈরি করা হচ্ছে, সেটা চলবে। ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ বন্ধ থাকবে। আমাদের কাছে যা গ্যাস সিলিন্ডার রয়েছে, তা দিয়ে মোটামুটি ২০ দিন চলবে। গ্যাসের সংকটের কথা মাথায় রেখে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।' দাগাপুরের লোকনাথ মন্দিরে প্রতিদিন প্রায় ৫০০ জনের জন্য প্রসাদ তৈরি করা হত। সেটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মন্দির কমিটির তরফে সুব্রত সাহা বলেন, 'গ্যাসের সিলিন্ডারের সংকট চলছে। খড়ির দামও অনেক বেড়ে গিয়েছে। সিলিন্ডারের সমস্যা সমাধান না হওয়া পর্যন্ত ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সিলিন্ডারের সমস্যার কারণে জংশন এলাকায় অবস্থিত আমার রেস্তোরাঁটি বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছি।'

গ্যাস সিলিন্ডারের এই আকালের সময় বিকল্প হিসাবে অনেকে খড়িকে বেছে নিচ্ছেন। যেই খড়ি প্রতি কেজি ১০ টাকা দরে বিক্রি হত, সেই খড়ি এখন ২০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। আঙ্গারু বর্মন দীর্ঘদিন ধরে শিলিগুড়ির রামঘাট এলাকায় খড়ি বিক্রি করেন। তিনি বলেন, 'গত তিন-চারদিন ধরে প্রায় সমস্ত খড়ি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। গরিব মানুষরা পাঁচ কেজি, দশ কেজি করে খড়ি কিনছেন। অনেকদিন ধরেই খড়ির ব্যবসাতে মন্দা চলছিল।

> মায়ের ভোগ যেমন তৈরি করা হচ্ছে, সেটা চলবে। ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ বন্ধ থাকবে। গ্যাসের সংকটের কথা মাথায় রেখে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
>
> -ভাস্কর বিশ্বাস

গ্যাসের আকালের জেরে এভাবে খড়ি বিক্রি বাড়বে সেটা ভাবিনি।' রামঘাট এলাকাতে খড়ির ব্যবসা করেন উত্তম রায়। তিনি বলেন, 'পসরা নিয়ে বসতে না বসতেই খড়ি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। অনেকে আমাদের থেকে খড়ি কিনে সেগুলো অন্য জায়গায় বিক্রি করছেন। গত কয়েকদিনে খড়ির চাহিদা প্রচুর বেড়েছে।'

ফের রেগে অস্থির মেয়র

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৪ মার্চ : চার বছরেও পুরনিগমের কর্মীদের বাগে আনতে পারলেন না মেয়র গৌতম দেব। বারবার বললেও কর্মীরা নাকি তাঁর কথাই শুনছেন না। তাঁর কথায় অন্তত এমন বিষয়ই সামনে আসছে। শনিবার টক টু মেয়র অনুষ্ঠানে একের পর এক অভিযোগ আসছিল। কেউ আট মাস আগে অভিযোগ করেছেন কিন্তু নিষ্পত্তি হয়নি। কেউ আবার তিন মাস আগে নালিশ করে ফল পাননি। কেউ পানীয় জলের জন্যে অভিযোগ করেছিলেন। কিন্তু সেই সমস্যার সমাধান না করে আধিকারিকরা শুধু রিপোর্ট তৈরি করে রেখে দিয়েছেন। আর এতেই ফের আধিকারিকদের ওপর রেগে যান গৌতম। যে সমস্ত কর্মী কথা শুনছেন না তাঁদের চিহ্নিত করে শোকজ এবং সার্ভিস বুকে লাল কালির দাগ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। আধিকারিকদের উদ্দেশ্য করে গৌতমের বক্তব্য, 'আপনারা সহযোগিতা করুন। সহযোগিতা না করলে আমি করিয়ে নেব।'

তবে মেয়রের এই হুঁশিয়ারি নতুন কিছু নয়। এর আগেও একাধিকবার আধিকারিক এবং কর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন তিনি। কখনও বলেছেন আধিকারিকরা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন। আবার কখনও বলেছেন কড়া ব্যবস্থা নেবেন। আবার কখনও হাল ছেড়ে দিয়ে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে অভিযোগ জানানোর হুঁশিয়ারিও দিয়েছিলেন। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই টক টু মেয়র অনুষ্ঠানেই এই কথাগুলি হয়েছে। দেখা গিয়েছে, তিনি বারবার যে সমস্ত কাজকে অগ্রাধিকার দিতে চেয়েছেন সেগুলিই কর্মী কিংবা আধিকারিকরা করেননি।

কর্মীদের বাগে আনতে পারছেন না

তবে এত হুঁশিয়ারি দিলেও কর্মী কিংবা আধিকারিকদের বিরুদ্ধে সেরকম কড়া পদক্ষেপ করতে তাঁকে দেখা যায়নি। বিরোধীদের অভিযোগ, সবটাই লোকদেখানো। ক্যামেরার সামনে নিজেকে ভালো দেখাতে আধিকারিকদের ভিক্টিমাইজ করা হচ্ছে। পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈনের বক্তব্য, 'তিনি পুরনিগম চালাতে পারছেন না। তাই বারবার আধিকারিকদের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছেন।' মেয়রের বক্তব্য, 'এই কাজগুলি দেখার জন্যে টাস্ক ফোর্স করে দেওয়া রয়েছে। তাদের দেখতে বলা হয়েছে। যা বলার আমি টক টু মেয়রে বলে দিয়েছি।'

শনিবারও টক টু মেয়র অনুষ্ঠানে সেই একই বিষয় ফিরে এসেছে। গত মাসে ৩ নম্বর ওয়ার্ডের এক অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র থেকে এক শিক্ষিকা ফোন করে কেন্দ্রের পানীয় জলের সমস্যা নিয়ে অভিযোগ জানিয়েছিলেন। এদিন তিনি ফের বিষয়টি নিয়ে ফোন করেন। এরপরেই মেয়র আধিকারিকদের স্ট্যাটাস রিপোর্ট দেখতে বলেন। সেখানে দেখা যায়, আধিকারিকরা এলাকা ঘুরে এসে জানিয়েছেন, ওই এলাকায় পানীয় জলের কোনও পাইপলাইন বসানো নেই। তাই জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরকে রিপোর্ট পাঠিয়ে কাজ করতে কত খরচ হবে তা জানাতে বলা হয়েছে। এই রিপোর্ট শোনার পরেই রেগে যান গৌতম। তাঁর যুক্তি, পানীয় জল পরিষেবার জন্যেও সাধারণ মানুষকে কেন অপেক্ষা করতে হবে। তাঁর বক্তব্য, 'পানীয় জল পরিষেবাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।' পুরো রিপোর্ট আমলাতান্ত্রিক বলে উল্লেখ করেন গৌতম। এরপরেই পুরনিগমের পানীয় জল সরবরাহ দপ্তরের আধিকারিকদের ওই এলাকায় দ্রুত পাইপ পেতে পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে বলেন। তখনই গৌতমকে বলতে শোনা যায়, 'আপনারা আমাকে সহযোগিতা করুন। আর তা না হলে আমি সহযোগিতা করিয়ে নেব।'

এক ব্যক্তি তাঁর বাড়ির কাছের একটি বিপজ্জনক গাছ নিয়ে অভিযোগ করেছিলেন। সেই সমস্যার সমাধান হয়নি। এই ক্ষেত্রেও ক্ষোভ প্রকাশ করেন গৌতম। কিছু কিছু কর্মী কথাই শুনছেন না বলে দাবি করেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে পুরসচিব অনাবিল দত্তকে ওই সমস্ত কর্মীর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার নির্দেশ দেন। প্রত্যেককে শোকজ করতে বলেন। শোকজের জবাবে সন্তুষ্ট না হলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে বলা হয়। প্রয়োজনে সার্ভিসবুকে লাল কালি দিতে বলেন।

আজ শহরে

- অপ্টোপিক শিলিগুড়ির উদ্যোগে রামকিঙ্কর প্রদর্শনী কক্ষে প্রকৃতি ও বন্যপ্রাণ নিয়ে ছবির প্রদর্শনীর সঙ্গে উত্তরবঙ্গের বিপন্ন বনাঞ্চল এবং বন্যপ্রাণ ও মানুষের বাসস্থানে তার প্রভাব নিয়ে আলোচনাচক্র সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায়।
- সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় মিত্র সম্মিলনী মঞ্চে বাচিকশিল্পী সংস্থা শ্রুতি ও স্বরের উদ্যোগে বিভিন্ন সংস্থার পাঁচটি শ্রুতিনাটক পরিবেশন, আলোচনা এবং সম্মাননা অনুষ্ঠান।

পরেশনগরে বৃদ্ধার আচরণ ঘিরে হুলুস্থুল

শিলিগুড়ি, ১৪ মার্চ : এক বৃদ্ধাকে নিয়ে হুলুস্থুল বাধল পরেশনগর এলাকায়। ওই বৃদ্ধা পরেশনগরের একটি বাড়িতে থাকেন। পরিবারের দাবি, এদিন বাড়ির বাইরে বেরিয়ে পড়ে ওই বৃদ্ধা অস্বাভাবিক আচরণ করতে থাকেন। সেসময়ে তাঁকে বাগে আনতে দড়ি দিয়ে বেঁধে পুলিশের কাছে নিয়ে যেতে থাকেন পরিবারের সদস্যরা।

খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে ওই বৃদ্ধাকে থানায় নিয়ে যায়। তবে থানাতেও ওই বৃদ্ধা অস্বাভাবিক আচরণ করতে শুরু করেন। এমনকি এক মহিলা কনস্টেবলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন বলে অভিযোগ। পরে ওই বৃদ্ধাকে শান্ত করার পাশাপাশি পরিবারকে বোঝানো হয়। এরপরই ওই বৃদ্ধাকে পরিবারের সদস্যদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

জানা গিয়েছে, মানসিক সমস্যার জন্য ওই বৃদ্ধা মাঝে মধ্যেই এমন আচরণ করে থাকেন। তখন পরিবারের লোকেরাই তাঁকে সামলানোর চেষ্টা করেন। এদিন তা সম্ভব না হওয়ায় তিনি বেরিয়ে পড়েন।

৩৩ নম্বর ওয়ার্ডে নবগ্রাম এলাকায় নিম্নমানের রাস্তা নির্মাণের কাজ হচ্ছিল

বিষয়টি নজরে আসতেই মেয়র কাজ বন্ধ করার নির্দেশ দেন

এরপরেই যন্ত্রপাতি নিয়ে তল্পিতল্পা গুটিয়ে পালায় বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদারি সংস্থা

প্রশ্নে কাজ, উধাও ঠিকাদার

শিলিগুড়ি, ১৪ মার্চ : মেয়রের ওয়ার্ডেই নিম্নমানের কাজ করার অভিযোগ উঠল এক ঠিকাদারের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের নবগ্রাম এলাকায় উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের ফান্ডে রাস্তা নির্মাণের কাজ হচ্ছিল। সেই রাস্তার কাজে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছিল। বিষয়টি নজরে আসতেই স্থানীয়রা ওয়ার্ড অফিসে জানান। মেয়র বিষয়টি জানার পরেই কাজ বন্ধ করে দিতে বলা হয়। এরপরেই সমস্ত যন্ত্রপাতি নিয়ে তল্পিতল্পা গুটিয়ে পালিয়েছে বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদারি সংস্থা। সূত্রের খবর, টাকাপয়সা নিয়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের সঙ্গে বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদারি সংস্থার কোনও একটা সমস্যা হয়েছে। অন্যদিকে, পুরো বিষয়টি জানিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তর এবং দপ্তরের মন্ত্রী উদয়ন গুহকে চিঠি দিয়েছেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। তাঁর বক্তব্য, 'আমি চিঠি দিয়ে জানিয়েছি কাজটা খুব খারাপ হচ্ছে। রাস্তায় ঠিকমতো পিচের লেয়ার দেয়নি। আমি থাকতে এসব নিম্নমানের কাজ করা যাবে না।'

স্থানীয় বাসিন্দা সুব্রত সরকার বললেন, 'অনেক নিম্নমানের রাস্তার কাজ করছিল। আমরা বলাতে বন্ধ হয়েছিল। এরপর একদিন দেখি সমস্ত যন্ত্রপাতি নিয়ে চলে গিয়েছেন ঠিকাদার।' এদিনও 'টক টু মেয়র' -এ রাস্তাটি নিয়ে অভিযোগ এসেছিল।

শিলিগুড়ি শহরে একাধিক রাস্তা এবং নিকাশিনালার কাজ উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরকে দিয়ে করাচ্ছে শিলিগুড়ি পুরনিগম। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের বরাদ্দে মেয়রের ওয়ার্ডের নবগ্রাম এলাকায় একটি রাস্তার কাজ হচ্ছিল। অভিযোগ, ওই রাস্তায় পিচের স্তর ঠিকমতো দেওয়া হচ্ছিল না। পিচও নিম্নমানের ছিল। বিষয়টি স্থানীয় বাসিন্দারা দেখতে পেয়ে স্থানীয় ওয়ার্ড অফিসে জানিয়েছিলেন। সেখান থেকে মেয়রকে জানানো হয়। এরপরেই মেয়রের নির্দেশে পুরনিগমের এক সহকারী বাস্তুকার এলাকায় গিয়ে কাজের মান দেখে মেয়রকে রিপোর্ট দেন। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে কাজ বন্ধ করার নির্দেশ দেন মেয়র। অভিযোগ, তার আগেই ঠিকাদার তল্পিতল্পা গুটিয়ে পালিয়ে গিয়েছেন। রাস্তার কাজ অর্ধেক করে সমস্ত যন্ত্রপাতি তিনি নিয়ে গিয়েছেন। ফান্ডের সমস্যা হয়েছে বলে বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদারি সংস্থা কাজ বন্ধ রেখেছে বলে কারণ হিসেবে দপ্তরকে জানিয়েছে। তাই ওই ঠিকাদারি সংস্থার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার দাবি জানিয়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন গৌতম।

স্থিরচিত্র প্রদর্শনীতে সব্যসাচী

শিলিগুড়ি, ১৪ মার্চ : প্রায় ১১০টি বন্যপ্রাণ এবং প্রকৃতি বিষয়ক স্থিরচিত্র নিয়ে শিলিগুড়ির রামকিঙ্কর হলে অনুষ্ঠিত হল স্থিরচিত্র প্রদর্শনী। আয়োজক পরিবেশপ্রেমী সংস্থা অপ্টোপিক। শনিবার প্রদর্শনীর উদ্বোধন করলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত অভিনেতা সব্যসাচী চক্রবর্তী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উত্তর-পূর্ব ভারতের বিশিষ্ট পরিবেশপ্রেমী তথা গবেষক সৌম্যদীপ দত্ত, সংস্থার সদস্য এবং অন্যরা।

এদিনের অনুষ্ঠান থেকে ছয়জন রেঞ্জ অফিসার এবং ময়নাগুড়ির পরিবেশপ্রেমী সংগঠনকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এছাড়া সমাজের আরও বিভিন্ন ক্ষেত্রের মানুষদেরও সংবর্ধনা প্রদান করে অপ্টোপিক। অপ্টোপিকের এই উদ্যোগকে এদিন সাধুবাদ জানান মেয়র। সব্যসাচী চক্রবর্তী বলেন, 'ভিডিও প্রোজেক্টরে অপ্টোপিকের কাজ এবং প্রচুর মানুষের তোলা ছবি যাতে দেখানো যায় সেই ব্যবস্থা করা হোক।'

অপ্টোপিকের সভাপতি দীপজ্যোতি চক্রবর্তী জানালেন, রাজ্য থেকে প্রচুর ছবি পেয়েছেন। উত্তরবঙ্গের বাস্তুতন্ত্রের প্রাণীদের ছবিকে মূলত প্রাধান্য দেওয়া হয়। রবিবার সকালে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা রয়েছে এবং বর্তমানে বন্যপ্রাণের বাসস্থানের ওপর যে প্রভাব পড়ছে, তা নিয়ে আলোচনা রয়েছে বিকেলে।

অপ্টোপিকের প্রদর্শনীতে সব্যসাচী চক্রবর্তীর সঙ্গে মেয়র। ছবি : সূত্রধর

দার্জিলিং মোড়ে ব্রাউন সুগার সহ গ্রেপ্তার দুই

শিলিগুড়ি, ১৪ মার্চ : বিপুল পরিমাণ ব্রাউন সুগার সহ দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃতরা হলেন মোহাম্মদ সাদ্দাম ও রাজা মাহাতো। দুজনেই কয়লাডিপোর বাসিন্দা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার গভীর রাতে গোপন সূত্র মারফত পুলিশের কাছে খবর আসে ওই দুই তরুণ সন্দেহজনকভাবে দার্জিলিং মোড় এলাকায় ঘোরাঘুরি করছেন। এরপর পুলিশ গিয়ে ওই দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পাশাপাশি তল্লাশি চালাতেই ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করা হয়। ধৃতদের রবিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

পৃথিবীর পাঠশালা

আঠারো হাজার ফুট থেকে লাফ

প্যারাসুট ছাড়া আঠারো হাজার ফুট ওপর থেকে পড়লে মানুষের কী অবস্থা হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ বিমানবাহিনীর গানার নিকোলাস অ্যালকেমেড এই মৃত্যুফাঁদ থেকে বেঁচে ফিরেছিলেন। জার্মানদের হামলায় তাঁর বোমারু বিমানে আগুন ধরে যায়। তাঁর প্যারাসুটটিও পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। আগুনে পুড়ে মারার চেয়ে ঝাঁপ দেওয়াই ভালো ভেবে তিনি বিমান থেকে শূন্যে লাফ দেন। কিন্তু কপাল ভালো থাকলে যা হয়, তিনি এসে পড়েন এক গভীর পাইন বনের ওপর, আর মাটি ঢাকা ছিল কয়েক ফুট পুরু নরম বরফে। আশ্চর্যের বিষয়, এত ওপর থেকে পড়েও তাঁর কেবল একটি পা মচকে গিয়েছিল। এই অবিশ্বাস্য ঘটনার পর স্বয়ং জার্মান সেনাপতিরাও তাঁকে স্যালুট জানিয়েছিলেন।

হাতুড়ি দিয়ে পাহাড় জয়

স্ত্রীর অসুস্থতার সময় তাঁকে সময়মতো হাসপাতালে পৌঁছাতে না পারায় তাঁর মৃত্যু হয়। কারণ গ্রামের আর শহরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিল এক বিশাল পাথরের পাহাড়। বিহারের দশরথ মাঝি সেই পাহাড়কেই নিজের শত্রু বানিয়ে ফেলেন। প্রতিশোধ নিতে তিনি একটি হাতুড়ি আর ছেনি নিয়ে পাহাড় কাটতে শুরু করেন। গ্রামের মানুষ তাঁকে পাগল বলেছিল। কিন্তু টানা বাইশ বছর ধরে রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে একা হাতে তিনি সেই পাহাড় কেটে আস্ত একটি রাস্তা তৈরি করে ফেলেন। তাঁর এই কাজের ফলে গ্রামের সঙ্গে শহরের দূরত্ব পঞ্চান্ন কিলোমিটার থেকে কমে মাত্র পনেরো কিলোমিটারে এসে দাঁড়ায়। ভালোবাসার শক্তিতে একজন সাধারণ মানুষ যে আস্ত পাহাড়কে গুঁড়িয়ে দিতে পারে, দশরথ মাঝি তার জলজ্যান্ত প্রমাণ।

এগারো ঘণ্টার টেনিস ম্যাচ

টেনিস ম্যাচ বড়জোর তিন-চার ঘণ্টা চলে। কিন্তু ২০১০ সালের উইম্বলডনে জন ইসনার এবং নিকোলাস মাহুতের মধ্যে যে ম্যাচটি হয়েছিল, তা এক ঐতিহাসিক পাগলামি। এই ম্যাচটি টানা এগারো ঘণ্টা পাঁচ মিনিট ধরে চলেছিল। খেলোয়াড়রা এতটাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন যে তাঁদের পেশি আর কাজ করছিল না, কিন্তু কেউ হার মানতে রাজি ছিলেন না। তিনদিন ধরে চলা এই ম্যাচে শেষপর্যন্ত ইসনার জেতেন। এই দীর্ঘ লড়াইয়ের পর দর্শকদের মধ্যে উন্মাদনা এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, উইম্বলডন কর্তৃপক্ষ ওই কোর্টে একটি বিশেষ স্মারক বসাতে বাধ্য হয়। ধৈর্য আর শারীরিক সক্ষমতার এমন চূড়ান্ত পরীক্ষা খেলার ইতিহাসে আর কখনও দেখা যায়নি।

ভাসমান ডাকঘর

চিঠি বা পার্সেল পাঠাতে আমরা পাড়ার পোস্ট অফিসে যাই। কিন্তু কাশ্মীরের শ্রীনগরে গেলে আপনাকে চিঠি পাঠাতে হবে নৌকায় চেপে। ডাল লেকের শান্ত জলের ওপর ভাসমান নৌকায় তৈরি হয়েছে বিশ্বের একমাত্র ভাসমান ডাকঘর। এটি একটি বিশাল হাউসবোটের ওপর তৈরি। ডাকঘরের কর্মীরা রোজ সকালে নৌকায় করে এসে অফিস খোলেন এবং চিঠি বিলি করার জন্য ছোট ছোট নৌকায় করে লেকের ভেতরের বাড়িগুলোতে যান। পর্যটকদের কাছে এই পোস্ট অফিসটি দারুণ আকর্ষণীয়। এখান থেকে চিঠি পাঠালে স্ট্যাম্পের ওপর সাধারণ সিলমোহরের বদলে এক বিশেষ শিকারা নৌকার সিল দেওয়া হয়। জলের বুকে আধুনিক যোগাযোগের এই মাধ্যম সত্যিই এক অদ্ভুত সুন্দর অভিজ্ঞতা।

ভোট ঘোষণার সম্ভাবনায় তড়িঘড়ি টেন্ডার ডাকল সেচ দপ্তর

৬ নদীতে ড্রেজিংয়ের উদ্যোগ

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৪ মার্চ : তিস্তা সহ উত্তরবঙ্গের আরও ৫টি নদীতে ড্রেজিং করে সেচ দপ্তর ৯৭ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকার রাজস্ব পাবে। ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার আগেই শুক্রবার তড়িঘড়ি তিস্তা, জলঢাকা, বাংড়ি, পাগলি, গাবুরজ্যোতি এবং হাসিমারা নদীতে ড্রেজিংয়ের জন্য টেন্ডার ডাকা হয়েছে। তবে তিস্তার প্রথম ধাপের ড্রেজিং প্রক্রিয়ার সময়সীমা রাখা হয়েছে ১ বছর। অন্যদিকে বাকি নদীগুলিতে ড্রেজিংয়ের সময়সীমা রাখা হয়েছে ৬ মাস পর্যন্ত। ভোট প্রক্রিয়া শেষ হতেই বর্ষার মরশুম শুরু হয়ে যাবে উত্তরবঙ্গে। তাই চলতি বছর বর্ষার আগে ড্রেজিংয়ের কাজ যে শেষ হবে না, তা মনে করা হচ্ছে। যদিও শনিবার ফোনে সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া বলেছেন, 'টেন্ডার করে কাজ এগিয়ে রাখা হল, যাতে ভোটের সময় ঘোষণা হলেও বর্ষার আগে অবস্থা বুঝে ড্রেজিং শুরু করা যায়।'

গত কয়েক বছরে একদিকে সিকিম পাহাড়ে লেক বিপর্যয় ও ভূমিধসের কারণে বালি, নুড়িতে চরা পড়ে তিস্তা নদীর নাব্যতা কমে গিয়েছে। ২০২৩ সালের মতো সিকিমে ফের প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটলে, তার ভয়াবহ প্রভাব সমতলে তিস্তার উপর পড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। একইসঙ্গে ভূমিধসের জন্য ভুটান পাহাড় থেকে নেমে আসা নুড়ি, বোল্ডার, বালি আলিপুরদুয়ারের নদীগুলিতে জমে নাব্যতা কমে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আগামী বর্ষায় ডুয়ার্সের ভুটান সীমান্তে নদীগুলি ফুলেফেঁপে উঠে পার্শ্ববর্তী এলাকা প্লাবিত করার আশঙ্কা করছে সেচ দপ্তর।

সেচ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতি কিউবিক মিটার পলিমাটি, বালি উত্তোলনের জন্য ১১০ টাকা করে রাজস্ব নেবে সেচ দপ্তর। সবচেয়ে বেশি রাজস্ব আসবে তিস্তা নদীর ড্রেজিং থেকে। যদিও তিস্তা নদীর ৩২ কিমি এলাকার মধ্যে মাত্র ৮ থেকে ১২ কিমি এলাকায় বালি তোলা হবে। যার পরিমাণ ৫৪ লক্ষ ১৫ হাজার ৬২০ কিউবিক মিটার। রাজস্ব আসবে ৫৯ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা। সেবক, বার্নিস, ধর্মপুর, খড়িয়া, মণ্ডলঘাট এলাকার মধ্যে ড্রেজিং করা হবে।

মাদারিহাটের বাংড়ি নদীতে নুড়ি ও বালির পাহাড় জমেছে।

এরপরেই ময়নাগুড়ির আমগুড়ি এলাকায় জলঢাকা নদীর ৩৮০০ মিটার এলাকাজুড়ে ১৫ লক্ষ ৪০ হাজার কিউবিক মিটার সামগ্রী উত্তোলন করে রাজস্ব আসবে ১৬ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা। তাছাড়া মেখলিগঞ্জের কাছে জলঢাকা নদীতে ২.৭৬ কিমি এলাকায় খনন করে উত্তোলন হবে ১০ লক্ষ ১৩ হাজার কিউবিক মিটার সামগ্রী। এর থেকে রাজস্ব আদায় হবে ১১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা।

এছাড়া মাদারিহাটের লঙ্কাপাড়া পঞ্চায়েত এলাকায় ভুটান সীমান্তে বাংড়ি নদীর ১ কিমি এলাকাজুড়ে ৫৪ হাজার ১৫৬ কিউবিক মিটার সামগ্রী উত্তোলন করা হবে। যা থেকে সরকারি রাজস্ব আসবে ৬০ লক্ষ টাকা। লঙ্কাপাড়া পঞ্চায়েত এলাকাতেই ভুটান সীমান্তে পাগলি নদীর ২ কিমি এলাকাজুড়ে ৫ লক্ষ ২ হাজার কিউবিক মিটার সামগ্রী উত্তোলন করা হবে, যা থেকে রাজস্ব আসবে সাড়ে ৫ কোটি টাকা। এছাড়া কালচিনি ব্লকের জয়গা ১ নম্বর পঞ্চায়েতের তোরিবাড়ি ও খোকলাবস্তি এলাকায় গাবুরজ্যোতি নদী থেকে ৩.৪ কিমি এলাকাজুড়ে ৩ লক্ষ ৪২ কিউবিক মিটার সামগ্রী উত্তোলন করা হবে। রাজস্ব আদায় হবে ৩ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা। কালচিনির ছোট মেচবস্তি ও ডারাগাঁও এলাকায় হাসিমারা নদীখাত থেকে ৩৫ হাজার ৩১৮ কিউবিক মিটার সামগ্রী উত্তোলন করা হবে ১.৩ কিমি এলাকাজুড়ে। রাজস্ব মিলবে প্রায় ৩৮ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা।

ব্রিগেডে পদ্মের মঞ্চে কোচবিহার রাজবাড়ি

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১৪ মার্চ : দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দির থেকে বাঁকুড়ার পোড়ামাটির ঘোড়া- রাজ্যের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরতে শনিবার কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভামঞ্চকে কৌশলে ব্যবহার করেছে বঙ্গ বিজেপি। এদিন ৮০ ফুট লম্বা মঞ্চে তুলে ধরা হয়েছিল কোচবিহার রাজবাড়িকেও। লক্ষ লক্ষ কর্মী-সমর্থকের এই সমাবেশে কোচবিহারের রাজআমলের 'আইকনিক' স্থাপত্যকে যথাযোগ্য মর্যাদায় স্থান দেওয়ার নেপথ্যে অন্য সমীকরণ দেখছে রাজ্য রাজনীতির ওয়াকিবহাল মহল। আপামর কোচবিহারবাসী, বিশেষত রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষের আবেগ ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে রাজবাড়ির সঙ্গে। জোর গুঞ্জন, সেই কথা মাথায় রেখেই ভোটের আগে অত্যন্ত দূরদর্শী, ইঙ্গিতবহ বার্তা দিল গেরুয়া শিবির। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক এবং দলের জেলা সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় চক্রবর্তী জানান, রাজবাড়ির সঙ্গে কোচবিহারবাসীর আবেগ ও সম্মান জড়িত। সেই আবেগকে সম্মান জানাতে প্রধানমন্ত্রীর জনসভা মঞ্চে রাজবাড়ির ছবি রাখা হয়েছে।

এদিকে, পশ্চিমবঙ্গের মসনদ পেতে মরিয়া বিজেপি। এই অবস্থায় বিজেপির শক্তিশালী গড় হয়ে উঠতে পারে কোচবিহার। কারণ, গত বিধানসভা নির্বাচনে জেলার ৯টি আসনের মধ্যে ৭টি আসনে পদ্ম ফুটেছিল। তবে দিনহাটা বিধানসভা কেন্দ্রে জিতেও নিশীথ ইস্তফা দেওয়ায় উপনির্বাচনে তা ছিনিয়ে নেয় তৃণমূল। এখন কোচবিহারে ৯টি আসনের মধ্যে ৬টি রয়েছে বিজেপির দখলে। গতবারের তুলনায় এবার আসন সংখ্যা আরও বাড়াতে চায় বিজেপি।

এদিকে, রাজবংশী ভোটের ভরসাতেই ২০১৯ সালের লোকসভা এবং ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কোচবিহারে ভালো ফল করেছিল তৃণমূল। আবার এই ভোটের একটা বড় অংশ রয়েছে নগেন রায়পন্থী গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের হাতে। কিন্তু, ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে থেকে বিজেপির সঙ্গে নগেনের দূরত্ব বাড়ছে। বর্তমানে নগেন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ। তবে তৃণমূলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। ভাষা দিবসে রাজ্য সরকারের তরফে বঙ্গবিভূষণ সম্মান দেওয়া হয় তাঁকে।

সভায় ধুন্ধুমার

কিশনগঞ্জ, ১৪ মার্চ : শনিবার বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার বেগুসরাইয়ের জিডি কলেজ ময়দানে সমৃদ্ধি যাত্রায় আসেন। এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী আসার আগে তাঁর হেলিপ্যাডের পাশে একটি পাগলা ষাঁড়ের উৎপাতে নাজেহাল হয়ে ওঠেন সভার উদ্যোক্তারা। ঘটনার একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে (ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ)। জন্তুটি অনুষ্ঠান মঞ্চে মোতায়েন পুলিশকর্মীদের ওপর হঠাৎ হামলা চালায়। পুলিশকর্মীরা পালিয়ে প্রাণে বাঁচেন। শেষপর্যন্ত পুলিশ ও বিহার সরকারের পশুপালন দপ্তরের কর্মীরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

ধৃত এক

কিশনগঞ্জ, ১৪ মার্চ : বিহারের আরারিয়া থানার পুলিশ শুক্রবার রাতে ৩২৭ই জাতীয় সড়কে মূর্বল্লা নহর চকে নাকা চেকিং চলাকালীন একটি ছোট চার চাকার গাড়ি থেকে দেড় কেজি ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করেছে। বাজেয়াপ্ত মাদকের আনুমানিক মূল্য প্রায় ২০ লাখ টাকারও বেশি। মাদক পাচারের অভিযোগে মহম্মদ আবিদুর মোমিনকে (৩০) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

ঘুরছেন প্রশান্ত

প্রথম পাতার পর

এসআইআর-এর কাজে অফিসে আসা কর্মী থেকে স্থানীয় ব্যবসায়ী সকলেই। এদিন বিডিও অফিস চত্বরে থাকা এক ঠিকাদার বলেন, 'এর আগেও প্রশান্ত অফিসে এসেছিলেন বলে শুনেছিলাম, তবে বিশ্বাস করিনি। এদিন ওকে দেখে চমকে যাই। যাওয়ার সময় বলে গিয়েছে কয়েকদিনের মধ্যেই নাকি আবার কাজে যোগ দেবে।' স্থানীয় এক ব্যবসায়ীর কথা, 'সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরেও যদি প্রশান্তর কোনও শাস্তি না হয় তাহলে আর আইনে বিশ্বাস রাখা দায়। সবাই ভয়ে আছে।'

এদিন সকালে শিলিগুড়ির হিলকার্ট রোডের একটি সরকারি অতিথিশালা থেকে কয়েকজনের সঙ্গে নীল বাতির গাড়ি চড়ে বের হতে দেখা গিয়েছে প্রশান্তকে। অতিথিশালা সূত্রের খবর, সেখানে ময়নাগুড়ির জল্পেশে যাওয়ার বিষয়ে আলোচনা করছিলেন প্রশান্ত। জল্পেশ মন্দিরে এদিন সকালে নীল বাতির গাড়ি নিয়ে এসে কয়েকজন পুজো দিয়েছেন বলে মন্দিরের এক কর্মী জানিয়েছেন। তবে সেখানে প্রশান্ত ছিলেন কি না তা অবশ্য বলতে পারেননি তিনি। দিনকয়েক আগে কার্সিয়াংয়ে এক মধ্যবয়স্ক মহিলার সঙ্গে প্রশান্তকে ঘুরতে দেখেন শিলিগুড়ি শহরের এক বাসিন্দা। ওই বাসিন্দার কথা, 'প্রকাশ্যেই ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন প্রশান্ত ও তাঁর সঙ্গী। দেখে অবাক হয়ে যাই।'

সংবাদমাধ্যমের লাগাতার প্রশ্ন তোলা এবং বিভিন্ন মহলের চাপে প্রশান্তকে নাম কা ওয়াস্তে বিডিওর দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে মাত্র। আশ্চর্যজনক বিষয় হল, খুনের মামলায় অভিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত কোনও প্রশাসনিক পদক্ষেপ করা হয়নি বা তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়নি। আইন বলছে, কোনও আধিকারিকের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হলে তাঁকে অবিলম্বে সাসপেন্ড করা বাধ্যতামূলক। কিন্তু রাজগঞ্জের ওই প্রভাবশালীর ক্ষেত্রে আইনের বই সম্ভবত আলমারিতেই বন্দি। জেলা প্রশাসনের শীর্ষকর্তাদের ভূমিকাও এখন আতশকাচের তলায়। জলপাইগুড়ির জেলা শাসক শামা পারভিন বা মহকুমা শাসক তমোজিৎ চক্রবর্তী, কেউই বিষয়টি নিয়ে কোনও কথা বলতে নারাজ। পুলিশের বড়কর্তারাও যেন আচমকা বোবা হয়ে গিয়েছেন। স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনের মামলার তদন্তের দায়িত্বে থাকা বিধাননগর কমিশনারেটের গোয়েন্দা শাখার কোনও আধিকারিক প্রশান্তকে নিয়ে মন্তব্য করতে চাননি। কার্সিয়াং থেকে শিলিগুড়ির শিবমন্দির, সর্বত্রই রাজকীয় মেজাজে ঘুরে বেড়াচ্ছেন অভিযুক্ত, অথচ পুলিশের স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম তো দূর থাক, সিভিক ভলান্টিয়ারের নজরেও তিনি পড়ছেন না!

প্রশান্তর প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ানোর কথা শুনে হতবাক স্বপন কামিল্যার শ্যালক দেবাশিস কামিল্যা। তাঁর প্রশ্ন, 'প্রশান্তর অনেক ক্ষমতা। এত সবের পরেও যদি পুলিশ ওকে না গ্রেপ্তার করে তাহলে আমরা কোথায় যাব? কার উপর ভরসা রাখব?' তিনি বলেন, 'ওই বিডিওকে যারা বাঁচাতে চাইছে তাদেরও কঠিন শাস্তি দিতে হবে।'

রাজ্য প্রশাসনেরই এক প্রাক্তন সচিবের মতে, খুনের মামলার আসামি নিখোঁজ হলে জেলা প্রশাসনের উচিত ছিল বিশেষ টিম গঠন করা এবং নির্বাচন কমিশনকে বিষয়টি জানানো। কিন্তু এখানে সবকিছুই চলছে উলটো রথে। প্রশান্ত ছুটি নিয়েছেন কি না, বা তাঁকে শোকজ করা হয়েছে কি না— সে উত্তর দেওয়ার প্রয়োজনও বোধ করছেন না প্রশাসনের কর্তারা।

যখন সুপ্রিম কোর্টও সুরক্ষা দিতে অস্বীকার করে, তখন কার ছায়ায় এত বড় আসামি বুক ফুলিয়ে নীল বাতি চড়ে ঘুরে বেড়ান সেই প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

কিশনগঞ্জ, ১৪ মার্চ : সাইকেল চালিয়ে বাড়ি ফেরার সময় দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় পাণ্ডব কুমার নামে আটচল্লিশ বছরের এক ব্যক্তির। শুক্রবার রাত ১১টার পরে কিশনগঞ্জের নেপাল সীমান্তের দীঘলব্যাংক স্কুল চকের কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে। কোনও গাড়ি ওই সাইকেল আরোহীকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায় বলে অনুমান। দীঘলব্যাংক থানার আইসি বিপিন কুমার ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কিশনগঞ্জ সদর হাসপাতালে পাঠান। পুলিশ এই দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

পাস বিতর্কে

প্রথম পাতার পর

রাষ্ট্রপতির সভার উদ্যোক্তা আন্তর্জাতিক সাঁওতাল কাউন্সিলের কার্যকরী সভাপতি নরেশ মুর্মু শুক্রবার ফোন ধরেননি। শনিবার সকালে অবশ্য ফোন ধরে তাঁর দাবি, 'আমরা ডেলিগেট পাসের ব্যবস্থা করলেও পুলিশও আলাদাভাবে পাসের ব্যবস্থা করেছিল। ডেলিগেট পাস থাকা সত্ত্বেও পুলিশের দেওয়া ডিআইবি পাস না থাকায় অনেককেই ফিরে যেতে হয়।' শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ সূত্রে অবশ্য খবর, সভার দিন সভামঞ্চ কিংবা রাষ্ট্রপতির আশপাশে যাঁদের থাকার কথা ছিল শুধু তাঁদের জন্যই ডিআইবি পাসের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যাঁদের শুধু সভাস্থলে আসার কথা ছিল, তাঁদের জন্য ডেলিগেট পাসই যথেষ্ট ছিল। পাশাপাশি, সেদিন ডিআইবি পাসের বিষয়ে কোনও কড়াকড়িও করা হয়নি বলে পুলিশের দাবি।

সম্মেলনের জায়গা বদল দিয়ে ইতিমধ্যেই বহু জলঘোলা হয়েছে। এ বিষয়ে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের বক্তব্য, 'জেলা প্রশাসনের সঙ্গে রাষ্ট্রপতি ভবনের আধিকারিকদের বৈঠকে বিধাননগরে অনুষ্ঠান করার কথা হয়েছিল। কিন্তু বিমানবন্দর থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার দূরে ওই জায়গায় সভা করলে সমস্যা হবে জানিয়ে গোঁসাইপুরের জায়গাটিই ওঁরা বেছে নেন।' অনুষ্ঠানের আয়োজন ঠিকমতো করা হচ্ছে কি না দেখতে বলা হলেও তাঁরা সেটি করেননি বলে গৌতমের দাবি। মেয়রের কথায়, 'রাষ্ট্রপতির সার্বিক নিরাপত্তার বিষয়টি কেন্দ্রীয় এজেন্সিই দেখে। অনুষ্ঠানের দুইদিন আগেই ওরা গোটা জায়গার দায়িত্ব নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছিল। রাজ্যকে যা করতে বলা হয়েছে, রাজ্য সেটুকুই করেছে।' গৌতমের বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া জানতে সন্ধ্যায় নরেশকে বেশ কয়েকবার ফোন করা হলেও তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। নয়বার ফোন করা হলেও সংগঠনের সম্পাদক চুনিয়া মুর্মু সাড়া দেননি।

রাষ্ট্রপতি ৭ মার্চ গোঁসাইপুরে আন্তর্জাতিক সাঁওতাল কাউন্সিলের নবম সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে সেভাবে ভিড় না দেখে তিনি আক্ষেপ জানিয়ে এই সম্মেলনের জন্য প্রথমে বাছাই করা বিধাননগরের মাঝিথানে সন্তোষিণী বিদ্যাচক্র হাইস্কুলের মাঠে যান। সেখানে শাল গাছ রোপণ করে তিনি বলেছিলেন, 'প্রশাসন বলেছিল এখানে জায়গা কম। এখানে কিন্তু অনায়াসেই পাঁচ লক্ষ মানুষের জমায়েত করা যেত।' তিনি আরও বলেন, 'সম্মেলনের জন্য পরে যে জায়গাটি বেছে নেওয়া হয় সেটি অনেকটা দূরে হওয়ায় আদিবাসীদের অনেকেই সেখানে যেতে পারেননি। এজন্য আমি দুঃখিত।' প্রশাসনিক গাফিলতির অভিযোগকে কেন্দ্র করে এই বিষয়টি নিয়ে এরপরই রাজ্য ও কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে জোর চর্চা শুরু হয়। তবে যতই সময় গড়াচ্ছে আনুষঙ্গিক নানা বিষয় ততই প্রকট হচ্ছে। আয়োজকরা ১২০০ ডেলিগেটের ব্যবস্থা করেছিলেন। সেটা না জেনেই কি রাষ্ট্রপতি পাঁচ লক্ষ মানুষের দাবি করেছিলেন বলে প্রশ্ন উঠেছে। নরেশের দাবি, 'রাষ্ট্রপতি ও রাষ্ট্রপতি ভবন সবই জানতেন।'

প্রথমে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ তুললেও নরেশরা পরে দার্জিলিং জেলা প্রশাসনের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ তোলেন। তাঁর বক্তব্য, 'সরকারি পাস ছাড়া সম্মেলনে যাওয়া যাবে না বলে প্রশাসন আমাদের জানায়। ওই পাস না থাকায় আমিও সভাস্থলে যেতে বাধাপ্রাপ্ত হই। অসম থেকে আসা অনেকে ফিরে যান।' যদিও সম্মেলনের দিন শুধুমাত্র ডেলিগেট পাস থাকা অনেককেই সভাস্থলে ঢুকতে দেওয়া হয়েছিল। সভাস্থলে প্রত্যেক গেটে তিন-চারজন পুলিশকর্মী ছিলেন। ৭০০ টাকা দিয়ে যাঁরা ডেলিগেট পাস জোগাড় করেছিলেন, তাঁদের ওই সম্মেলনে যোগ দিতে দেওয়া হয়। তাই নরেশের দাবি নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

মহিলা ও ছাত্রী উদ্ধার

বালুরঘাট, ১৪ মার্চ : চোর সন্দেহে এক মহিলাকে ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়াল বালুরঘাট শহরের সাহেবকাছারি এলাকায়। একটি সোনার দোকানে ঢুকে ওই মহিলা গয়না বদলে, তা গায়েব করার মতলব করেছিলেন বলে অভিযোগ দোকানির। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ওই মহিলা মানসিক অবসাদগ্রস্ত বলে পরিচিত। পরে পুলিশ গিয়ে ওই মহিলাকে উদ্ধার করে। যদিও দোকান মালিকের পক্ষ থেকে কোনও অভিযোগ দায়ের করা হয়নি।

অন্যদিকে, দিল্লি থেকে বালুরঘাটে এসে পড়া এক ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রীকে উদ্ধার করল বালুরঘাট থানার পুলিশ। স্কুল থেকে পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফেরার সময়, স্টেশনে গিয়ে ফরাক্কা এক্সপ্রেসে চেপে বসেছিল দিল্লির বাসিন্দা ওই ছাত্রী। অবশেষে গতকাল ওই ছাত্রী বালুরঘাট স্টেশনে এসে পৌঁছায়। এরপর স্টেশন লাগোয়া চকভৃগু এলাকায় তাকে ঘুরে বেড়াতে দেখে সন্দেহ হয় স্থানীয়দের। খবর পেয়ে পুলিশ ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির হেপাজতে দিয়েছে। তার পরিবারের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়েছে।

নমোর মুখে বদল ও বদলা

প্রথম পাতার পর

২০১১ সালে বাংলার ক্ষমতা হাতে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী স্লোগান দিয়েছিলেন, বদলা নয়, বদল চাই। প্রধানমন্ত্রী কিন্তু বুঝিয়ে দিলেন, বিজেপি বাংলার শাসনদণ্ড হাতে নিলে 'অপরাধীদের জায়গা হবে জেলে।' সেই অপরাধীরা যে তৃণমূলের লোক, তার উল্লেখ কার্যত ছিল মোদির ভাষণের ছত্রে ছত্রে। তাঁর কথায়, 'কোনও অত্যাচারীকেই ছাড়া হবে না। খুঁজে খুঁজে হিসাব নেওয়া হবে।' কার্যত বদল ও বদলার কথাই ছিল ওই ভাষণে।

জবাবে তৃণমূলের এক্স হ্যান্ডেলে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, 'হুমকি, হিংসা, সংগঠিত দুষ্কর্মের পথেই কি তাহলে মোদিজি ক্ষমতা দখলে বিশ্বাসী?' গত কয়েক মাসে বেশ কয়েকবার প্রধানমন্ত্রী বাংলায় এলেও শনিবার ব্রিগেডে তাঁর ভাষণ ছিল অনেক চড়া সুরে বাঁধা। তিনি বলেন, 'আমি তৃণমূলকে মনে করাচ্ছি, ওদের গুন্ডামির দিন এবার শেষ হওয়ার মুখে। তৃণমূল সরকারের যাওয়ার কাউন্ট ডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে। বিজেপি সরকার তৈরি হওয়ার পরে সকলের উন্নয়ন হবে একদিকে, অন্যদিকে সব কিছুর হিসাব হবে।'

তাঁর স্পষ্ট বার্তা, 'তৃণমূলের গুন্ডারা, যারা আপনাদের ভয় দেখায়, তাদের খারাপ দিন আসছে। আইনের শাসন হবে। অপরাধীদের একটাই জায়গা জেল... জেল।' এই প্রসঙ্গে মোদি টেনে আনেন বাংলায় নারী সুরক্ষার প্রশ্ন। উদাহরণ টানেন সন্দেশখালির। তাঁর কথায়, 'সন্দেশখালির সেই ছবি, আরজি করের ঘটনা মানুষ ভোলেনি। বাংলায় মেয়েদের বলতে হয়, বাড়ি ফিরে এসো সন্ধ্যা নামার আগে।'

প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস দেন, 'বিজেপি ক্ষমতায় এলে এই পরিস্থিতি বদলে যাবে। এটাই মোদির গ্যারান্টি। এবার তৃণমূলকে কেউ বাঁচাতে পারবে না।' ব্রিগেডে বিজেপির সভা শেষ হওয়ার আগে পালটা কলকাতায় শিল্পমন্ত্রী শশী পাঁজার বাড়িতে আক্রমণের অভিযোগকে হাতিয়ার করেছে তৃণমূল। ঘাড়ে ব্যান্ডেজ নিয়ে দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠকে মোদিকে উদ্দেশ্য করে শশী প্রশ্ন করেন, 'এটাই কি আপনার নারী সুরক্ষার গ্যারান্টি?'

মোদি অবশ্য বাংলায় জঙ্গলরাজ চলছে বলে মন্তব্য করে একের পর এক সমালোচনায় বিদ্ধ করেন তৃণমূলকে। তাঁর ভাষায়, 'গদি বাঁচানোর জন্য এখানকার নির্মম সরকার সব হাতিয়ার বার করে ফেলেছে। আপনাদের আটকাতে গাড়ি থামিয়েছে। সেতু বন্ধ করেছে।' তারপরই তিনি হুমকি দেন, 'নির্মম সরকার, তোমরা কাউকে দমিয়ে রাখতে পারোনি। এবার যে আইন ভাঙবে, তাকে খুঁজে বার করা হবে।'

'একটি কমিউনিটি একজোট হলে আপনাদের বারোটা বাজিয়ে দেবে' বলে ক'দিন আগে ধর্মতলার ধর্না মঞ্চে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণের প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বাংলাকে অসুরক্ষিত করছে তৃণমূল সরকার। খোলাখুলি ধমক দেওয়া হচ্ছে, একটি সম্প্রদায় আপনাদের খতম করে দেবে।' তাঁর ভাষায়, 'সাংবিধানিক পদে বসে এমন কথা আপনার মুখে শোভা পায় না। ধমকানোই তৃণমূলের রাজনীতি। বাংলায় ভয়ের পরিবেশ বানিয়ে রাখা হচ্ছে।'

এরপর তিনি বলেন, 'আমি জানতে চাই তারা কারা। যারা টিএমসি সরকারের ইশারায় কোটি কোটি লোককে খতম করবে?' মোদি বলেন, 'অনুপ্রবেশকারীদের জন্য বাংলার রোটি, বেটি, মাটি সবচেয়ে বিপদে রয়েছে। এরা বাংলার রোজগার কেড়ে নিচ্ছে।' ব্রিগেডের সভায় লোক ভালোই হয়েছে। পরোক্ষে সেই কথা মনে করিয়ে মোদির মুখে ছিল দলের কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশে পরিবর্তনের বার্তা।

যদিও তিনি সতর্ক করেন, 'কিছু লোক আপনাকে ভয় দেখাতে চাইবে। বলবে বদল সম্ভব নয়। মনে রাখবেন জনতা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তারা ইতিহাস বদলাবেই।' তৃণমূলের কেন্দ্র বিরোধিতাকে ভোঁতা করতে তাঁর অভিযোগ, বিশ্বকর্মা যোজনা থেকে পিএম কিষান, আয়ুষ্মান ভারত, বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দিতে পিএম সূর্যঘরের মতো একাধিক কেন্দ্রীয় যোজনা স্রেফ মোদি বিরোধিতা করতেই রাজ্যে চালু করতে দেওয়া হচ্ছে না। তাঁর কথায়, 'এরা না নিজে করবে, না অন্যকে করতে দেবে।'

কলকাতার তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে দলের সাংসদ সায়নী ঘোষ পালটা বলেন, 'বাংলার হকের ২ লক্ষ কোটি টাকা বকেয়া। জল জীবন মিশন, আবাস যোজনার হাজার হাজার কোটি টাকা আটকে রেখেছেন। এখন নির্বাচনের আগে ২ লক্ষ কোটির বদলে ১৮ হাজার কোটি টাকা দিয়ে ললিপপ ধরাচ্ছেন।' বুথে বুথে পৌঁছে নেতা-কর্মীদের মোদি প্রচার করতে বলেন, 'টিএমসি গেলে তবেই গরিব মানুষ ঘর পাবে, চিকিৎসা পাবে, পানীয় জল পাবে। এটাই মোদির গ্যারান্টি।'

তৃণমূলের এসআইআর বিরোধিতার নিন্দা করে তিনি বলেন, 'নির্বাচন কমিশন পরিচ্ছন্ন ভোটার তালিকা তৈরি করতে চাইছে বলে বাংলাজুড়ে তৃণমূল অরাজকতা সৃষ্টি করছে, প্রতিদিন হামলা করছে। এই অরাজকতাকে দিল্লিতে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা চলছে।' রাষ্ট্রপতিকে শিলিগুড়িতে অসম্মানকে তিনি তুলনা করেন গোটা আদিবাসী সমাজের অসম্মানের সঙ্গে।

প্রতিযোগিতার সর্বনেশে ছবি

প্রথম পাতার পর

ভাবুন- 'পুলিশ নিরপেক্ষ থাকলে ৩০ মিনিটে তৃণমূলের খেলাটা শেষ করে দেব।' এই বার্তাতেও ইঙ্গিত স্পষ্ট। বিজেপি সবসময় যুক্তি দেয়, পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিম বাংলাদেশ বানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অসমে আবার হিমন্ত বিশ্বশর্মা সতর্ক করেন, অসমীয়ারা সংখ্যালঘু হয়ে যাচ্ছেন। মুসলিমরা অসমের জনবিন্যাস বদলে দিচ্ছে। বাংলার নতুন রাজ্যপাল রবীন্দ্রনারায়ণ রবিকে একই কথা বলে এসেছেন শুভেন্দু অধিকারী।

তাঁরও অভিযোগ, বাংলার জনবিন্যাস পালটে গিয়েছে। প্রতিকার করতে অসমে হিমন্তর সরকার বুলডোজার দিয়ে একের পর এক মুসলিম বসতি উৎখাত করেছেন। মিয়াঁদের (বাঙালি মুসলিম) কষ্ট দিতে (যেমন রিকশা ভাড়া, মজুরি কম দেওয়া) খোলাখুলি পরামর্শ দিচ্ছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সবসময় বলে থাকেন, বিজেপি বাংলার ক্ষমতায় এলে সব 'ঘুসপেটিয়া'দের (মূলত বাংলাভাষী মুসলিম) তাড়িয়ে দেবে। ধর্মের জিগিরে হিন্দুদের এককাট্টা করার চেষ্টা বিজেপির খুল্লম খুল্লা অ্যাজেন্ডা।

বাংলার মুখ্যমন্ত্রীও বুঝিয়ে দিলেন, মুসলিম জুজুর ভয় দেখাতে তিনি কম যান না। সতর্কও করলেন ভয় ধরানো ভাষায়, 'যদি নিজেদের তেরোটা বাজাতে না চান, তাহলে কেউ অপপ্রচারে কান দেবেন না। আমরা আছি বলেই আপনারা ভালো আছেন।' যেন তৃণমূল সরকার না থাকলে ওই 'একটি কমিউনিটি' অন্যদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। ভাবুন কী সর্বনেশে প্রচার!

এসব বলে আদতে সেই 'কমিউনিটি'কে অপমান করা হল। বোঝানো হল, কমিউনিটিটার চরিত্র এরকমই। যেন তৃণমূল ওই কমিউনিটিকে সামলে-সুমলে রেখেছে। এটা বিজেপি যেভাবে গোটা মুসলিম সমাজকে মৌলবাদী বলে দেগে দেয়, তারই প্রতিধ্বনি যেন। ইসলাম ধর্মকে কেন্দ্র করে দুই পরস্পরবিরোধী এই বক্তব্যে ঈশ্বর বা আল্লা ভক্তি কোথায় বলুন তো! 'কেউ মালা কেউ তসবি গলে/ তাইতে কি জাত ভিন্ন বলে...' গানে লালন ফকিরের আঁকা সমাজের আখ্যান আর নেই।

উলটে ভোটব্যাংকের রাজনীতিতে ধর্মকে প্রধান উপাদান করার সমানতালে প্রতিযোগিতায় এখন বিজেপি ও তৃণমূল। ব্রিগেডে নরেন্দ্র মোদির সভামঞ্চকে দক্ষিণেশ্বরের আদলে সাজানোর পিছনেও সেই প্রতিযোগিতা। যা সমাজকে দলগতভাবে নয় ধর্মীয়ভাবে আড়াআড়ি বিভাজন করে দিচ্ছে। সংবিধান অনুযায়ী দেশটা ধর্মনিরপেক্ষ। বাস্তবে জাতপাতকে ছাপিয়ে ধর্মের পরিচয়ে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে দেশ। বাংলায় কে কোন ধর্মের পক্ষে- সেটাই ভোটপ্রার্থী দলগুলির প্রধান পরিচয় করে তোলা হচ্ছে।

২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে কিঞ্চিৎ ধাক্কা খেয়ে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী 'যে গোরু দুধ দেয়, তার লাথি খাওয়াও ভালো' বলে সেই পরিচয়টা স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন। বাম আমলে 'পার্টি সোসাইটি'র অস্তিত্ব ছিল। যে সমাজকে পার্টিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। পার্টির মতাদর্শগত প্রভাব থাকে সেই সমাজে। বাম শাসনের অবসানে পার্টি সোসাইটি ভেঙে পড়ে। তৃণমূল বা বিজেপির দলগত পরিচয়ে কোনও পার্টি সোসাইটি তৈরি হয়নি।

বরং নানা ধর্মীয় পরিচয়ের সোসাইটি তৈরি হয়ে গিয়েছে নিঃশব্দে। তৃণমূল বা বিজেপির দলগত অস্তিত্ব মানে যেন দুই ধর্মের দুই পার্টি। মতাদর্শ নয়, ভোটে সমর্থনের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের মাপকাঠি হয়ে দাঁড়াচ্ছে দলটি কোন ধর্মের পৃষ্ঠপোষক। নতুন রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে শুভেন্দু বুঝিয়ে এসেছেন, মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তোষণের রাজনীতির অভিযোগ নতুন করে ফেরি করছেন তিনি।

'আমরা না থাকলে একটি কমিউনিটি আপনাদের বারোটা বাজিয়ে দেবে' বলে মমতার সতর্কবার্তা বাস্তবে সেই তোষণের অভিযোগকে খোলাখুলি সিলমোহর দিল। তোষণের বিপরীত চিত্র আবার স্পষ্ট ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর)-তে। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় 'ডিলিটেড' ও বিচারাধীন তকমাধারীদের উল্লেখযোগ্য অংশ ইসলাম ধর্মাবলম্বী। মিশ্র বা মুসলিম এলাকার ভোটার তালিকায় চোখ বোলালে এই সত্য সহজে বোঝা যায়।

মুখে যা-ই বলা হোক, এসআইআর-এর নিশানায় মুসলিমরা। গোড়া থেকে বিজেপির প্রচারই ছিল, অনুপ্রবেশকারী মুসলিম ও রোহিঙ্গামুক্ত ভোটার তালিকা তৈরি করতে এসআইআর হচ্ছে। বাস্তবে অনুপ্রবেশকারী বা রোহিঙ্গা চিহ্নিত করে কাউকে বাদ দেওয়া হয়েছে বলে প্রমাণ নেই। বাদ পড়া বা বিচারাধীন হওয়ার কারণ নিয়ে বিভ্রান্তির শেষ নেই। এমন ঘটনাও আছে যেখানে, পরিবারের বাকি সবাই তালিকায় আছে, নেই শুধু এক তরুণের নাম।

অথচ সেই তরুণের এদেশে জন্মের প্রমাণ আছে, এদেশে পড়াশোনার প্রমাণপত্র আছে, ২০০২-এর ভোটার তালিকায় বাবা-মায়ের নামও রয়েছে। অর্থাৎ ম্যাপিং, লিংকিং- কিছুতে সমস্যা নেই। তবুও তিনি বিচারাধীন কোনও কারণে- তার ব্যাখ্যা নেই। এই জট থেকে নিষ্পত্তির নিশ্চয়তাও পাচ্ছেন না তিনি। ওই পরিবার ও তাদের প্রতিবেশীদের ক্ষোভকে কাজে লাগাচ্ছে তৃণমূল। শুধু ধর্মের পরিচয়ে ভোটে সমর্থন বা দলে জড়িয়ে পড়ার এই প্রবণতা সমাজে অস্থিরতার জন্ম দিচ্ছে। সহাবস্থানের বরাবরের অভ্যাসকে নষ্ট করছে।

সিপিএমের মতো সাম্যবাদে 'বিশ্বাসী' দলগুলিও এই ন্যারেটিভ আটকাতে ব্যর্থ। বরং সুজন চক্রবর্তী, মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়দের মালা পরে মতুয়া মন্দিরে উপস্থিতি পালটা ন্যারেটিভ তৈরির চেষ্টায় ধাক্কা খায়। দলগুলির আগ্রহ নিয়েও সন্দেহ জাগে। ফলে ২০২৬-এর নির্বাচনে যে দলই ক্ষমতায় আসুক না কেনও, সমাজে অস্থিরতা দূর হওয়ার সম্ভাবনা খুব ক্ষীণ।

বারান্দা

এ কি কেবলই ইট-কাঠ-পাথরের স্থাপত্য, নাকি এক টুকরো খোলা আকাশ আর যাপনের দর্পণ? এ কোথাও বিনয়-বাদল-দীনেশের অলিন্দ যুদ্ধের সাক্ষী, কোথাও বিশ্ব রাজনীতির জটিল মেঘে ঢাকা বিপন্ন শৈশবের রূপক, আবার কোথাও যৌথ পরিবারের কোলাহল মাখা একজীবন অবকাশ। সময়ের বিবর্তনে বদলেছে আমাদের নিভৃত অবসরের এই ঘরোয়া নাট্যমঞ্চ।

বিবর্তনে স্থাপত্য ও জীবনধারার সমীকরণ

মৈনাক ভট্টাচার্য

ব্যস্ততার এই ফ্ল্যাট জীবনে বারান্দায় গিয়ে যে একটু বসব তার ফুরসত কোথায়? সকালে ঘুম থেকে উঠে রাতে শুতে যাওয়া, মাপা সময়ে বড়জোর সকালে দুধের প্যাকেট আর খবরের কাগজটা গ্রিলের ফাঁক দিয়ে দড়ি টেনে তুলে আনা কিংবা বাচ্চার স্কুলবাসটা এল কি না দেখা, ব্যাস এইটুকু। যার ব্যস্ততা যতটা, বারান্দাযাপন তার কাছে ততটাই ব্রাত্য। অথচ মানি আর না মানি বারান্দাটাই তো বরাবর আমাদের জীবনের দু'দণ্ড অবসরের শান্তি দানকারী নাটোরের সেই বনলতা সেন, সে যেই তলাতেই থাকি।

ক্যালকুলাস থেকে জ্যামিতি, অঙ্কের ছলাকলাকে দার্শনিক চিন্তায় ডুবিয়ে কবিতা লিখতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন কবি বিনয় মজুমদার। এআই (আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স) মশাইকে দিয়ে কবি বিনয়ের আজকের এই গণিত-প্রভাবিত কাব্যচিন্তায় একটা কবিতা লিখিয়ে নিতে চাইলে, বারান্দাকে হয়তো আধুনিকযাপনের সঙ্গে ইনভার্টলি প্রপোরশনাল বা ব্যস্তানুপাতিকের আঙ্কিক প্রয়োগে তুলে আনবেন। বারান্দায় দাঁড়ালে ঘরের গুমোট মেজাজটা গুনগুনিয়ে ওঠে, বারান্দার ইথারেই তো মিশে থাকে পড়শির সুখ-অসুখের জার্নাল, আমাদের বেঁচে থাকার সব আনন্দ নিকেতন। বাস্তুর হিসেব চুলোয় যাক, কে না জানে বাড়ির হৃৎপিণ্ডটাই তো আসলে বারান্দা।

বারান্দার ইথারেই তো মিশে থাকে পড়শির সুখ-অসুখের জার্নাল, আমাদের বেঁচে থাকার সব আনন্দ নিকেতন। বাস্তুর হিসেব চুলোয় যাক, কে না জানে বাড়ির হৃৎপিণ্ডটাই তো আসলে বারান্দা।

বাবার বিল্ডিং প্ল্যানারের কোনও প্রথাগত পাঠ ছিল না, তবু সাতের দশকজুড়ে, শিলিগুড়ি পুর এলাকায় সত্তর থেকে আশি শতাংশ বিল্ডিং প্ল্যানই বাবার হাতে করা। আমাদের শৈশবে প্ল্যান তৈরি করতে আসা লোকেদের প্রায়শই দেখতাম প্রথম পছন্দ 'এল প্যাটার্ন'-এর টানা বারান্দা। সেটাই তখন ছিল আভিজাত্য। সেই আভিজাত্য আসলে শুধু উত্তরবঙ্গের বনেদি শহরগুলির নানান রাজবাড়ি থেকে জমিদারবাড়ির অনুকরণের বহিঃপ্রকাশ মাত্র ছিল না, ছিল অনুশাসন থেকে অবসরযাপনের এক পরিসর। যৌথ পরিবারে যে যার ভাগের ঘরে স্ত্রী-সন্তান নিয়ে রাত কাটানোটুকু বাদ দিলে তখন অবসরযাপন থেকে অতিথি আপ্যায়নের প্রাথমিক জায়গাটাই ছিল বারান্দা। উত্তরের উন্মুক্ত প্রকৃতির শোভা আর মুক্তবাতাস অনুভবের লোভে সব বাড়ির প্রাধান্যও ছিল এই টানাবারান্দা। বারান্দা পুবের হলে তো কথাই নেই, হাড় কাঁপানো শীতের সকালে বাড়ির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে রোদ পোহাতে পোহাতে শুধু সকালের পড়াশোনাটুকুই নয়, অবসরে মা, ঠাকুমাদের ডালের বড়ি আর সাধের আচার শুকোনোর জারগাও ছিল এই বারান্দা। বাড়ির ছেলেমেয়েদের মজার ষোলোআনায় আবার তাতে আঠারোআনা হিসেবে যুক্ত হয়ে যেত সেই আচারের বয়েম হাতড়ে শাস্ত্রবিরোধী এঁটোর অনাচারী আনন্দ। সেদিনের এই অভিজ্ঞতা যাঁদের, সেই শিশুর দল তো এখন প্রৌঢ়ের খাতায় নাম লিখিয়েও জিভে জল টেনে ভাবে 'আহা শৈশবের সেই বারান্দাই নেই, এই প্রজন্ম তবে আর পেলটা কী?' মামার বাড়ি ছিল বেলাকোবায়। সাতের দশকে উত্তরবঙ্গে গ্রাম অঞ্চলের কৃষিপ্রধান জীবনে প্রায় সব বাড়িগুলির চেহারা ছিল অনেকটা একই রকম, কাঠের খাঁচায় তক্তার বেড়া দিয়ে নীচতলায় গোলাঘর আর দোতলায় লম্বা টানা বারান্দা। এই বারান্দাটা ছিল আসলে দুপুর রোদে গা এলানো থেকে ঘরে বসে বিস্তৃত ধানখেতের কাজকর্ম দেখভাল সহ জমি থেকে কাটা ধান মাড়াইয়ের আগে ফসল ঢিপি পাহারার নজরমিনার। ফি বছর পরীক্ষা শেষে শৈশবযাপনের মামারবাড়ির সেইসব দিনগুলোয় চলত বারান্দা থেকে ধান ঢিপিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাইরে বেরোনো, চোর-পুলিশ খেলার মতো আমাদের তুতোভাই সহ আশপাশ বাড়ির ছেলেমেয়েদের লুকোচুরির লাখো মজা। স্কুলে ক্লাসঘরের অপ্রতুলতা থাকলেও টানা বারান্দার মধ্যে আভিজাত্যের বাধ্যবাধকতার চেয়ে ক্লাস ছুটির ভিড় সামলানোটা যদিও স্কুলের ক্ষেত্রে ছিল বড় কারণ, তবু নিজেদের স্কুলবেলায় টানা বারান্দার দৌলতে হঠাৎ কখনও হেডস্যরটির পেছন করা দুই হাতের উপর ফিঙে পাখির লেজ নাচানোর মতো যতক্ষণ অ্যান্টেনা তরঙ্গে দূরন্তপনার অ্যান্টি ভাইরাসের মতো বেতের নাচন দেখা যেত, ততক্ষণ ছাত্রদের সমস্ত উদ্যমতাও যেন মিইয়ে থাকত।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

একফালি রোদ্দুর ও একজীবন অবকাশ

অনিন্দিতা গুপ্ত রায়

জীবন যদি বসতবাড়ি হয় তবে বারান্দা সেখানে একঝলক সেই খোলা বাতাস যা সবসময় ততটা প্রয়োজনের নয় যতটা আরামের স্বস্তির আর আনন্দের। আমাদের সবারই একান্ত স্মৃতির দালান বাড়িটা আসলে অনেকগুলো বারান্দা দিয়ে ঘেরা। তার কোনওটায় রোদ্দুর আর আরামকেদারায় বসে দুই পা নাচানো তো কোনওটায় অবিশ্রান্ত বৃষ্টিজল। কোথাও বসন্তের ঝুরোফুল করতলে উদাসী হাওয়া তো কোথাও ঠান্ডা মৃত্যুশীতল হিম। কোথাও অবকাশ কোথাও অবসর কোথাও অপেক্ষা যত্নে সাজানো। কোনওটা অন্তরমহলের কোনওটা আবার অন্দরের। এইসব বারান্দাগুলো আমাদের অলিন্দে নিলয়ের ভাঁজে ভাঁজে লুকোনো থাকে নিজের শর্তেই। অবান্তর স্মৃতির ভিতর অশ্রু ছলছল চোখের মতো।

এরকমই একটা বারান্দার গল্প ছেলেবেলার বিরাট বাড়িটার যৌথ পরিবারের। মস্ত উঠোন ঘিরে লম্বা টানা হলুদ রঙের সেই বারান্দা আর তাকে ঘিরে সারি সারি ঘরগুলো। সে বারান্দা ভিতরবাড়ির। অন্দরমহলের সঙ্গে তার যোগ বেশি। সকাল সন্ধ্যার মজলিশ বা লম্বাভাবে পাতা টানা আসনে বসে হইহই করে ছুটির দিনের সমবেত খাওয়াদাওয়া--- যে সব দৃশ্য শুধু কিছু বাংলা সিরিয়ালেরই বাস্তবতা এখন। সে বাড়িরই একটা বারান্দা বাইরের দিকে মস্ত গোল আধখানা প্রাচীর ঘেরা খোলা হাওয়ার। তার গায়ে হেলে পড়া বসন্তে তীব্র বেগুনি লাল বোগেনভেলিয়া গাছে ঘুঘু পাখির বাসা। গোল্ডেন ভাইন লতার আগুন হয়ে ফুলে ফুলে ঢেকে ফেলা থাম জড়িয়ে উঠে ছাদের কার্নিশ। সেই বারান্দায় সাজানো বেতের টেবিল চেয়ার, সামনে দিয়ে ফটক অবধি পাতাবাহারের কেয়ারি করা রাস্তা। সেই বারান্দায় পিঠোপিঠি ভাইবোনেদের হাসি কান্না ঝগড়া খুনশুটির ইতিবৃত্ত। সারা পাড়ার ছেলেমেয়েদের খেলতে আসার আশ্রয়, পাড়ার ফাংশনের রিহার্সাল মঞ্চ। সেই বারান্দাতেই আছাড় খেয়ে থুতনিতে পাঁচটা সেলাই। সেই বারান্দাতেই ছোটমামার কেনা নতুন ক্যামেরায় সদ্য কিশোরী পিঠোপিঠি দুই বোনের রংমশাল হাতে ছবি। সে বারান্দা বিকেলের চায়ের কাপ, সকালের খবরের কাগজ, বৃষ্টির সন্ধ্যায় হাসনুহানার গন্ধে ঝোড়ো হাওয়ার লোডশেডিংয়ে ছমছমে কান্না চেপে রাখার। মায়ের বইয়ের আলমারি লুকিয়ে খুলে বড়দের গল্পের বই এনে গোপনে পড়ার একান্ত কোন। মা হারানো বিড়ালছানার নিশ্চিন্ত আশ্রয় বারান্দাটার সিমেন্টের বেঞ্চের নীচে জুতোর বাক্স ক্রমে মার্জার কলোনি হয়ে ওঠা।

প্রতিটি ঘরের দরজা বাইরের দিকে সেই বারান্দায়। নিজের শহর পরিচিত আবহ ছেড়ে অনেকদূর চলে আসা এক তরুণীর মনে হয়েছিল এখানে খোপ কেটে এক্কাদোক্কা খেলা গেলে বেশ হত!

ক্রমশ বদলে যাওয়া দিনের সঙ্গে বাড়ির অবয়ব অদলবদল হয়ে বারান্দারও গ্রিলবন্দি লালমেঝের চারকোনা হয়ে আসা। সেই বারান্দায় নীল সাইকেল থেকে উড়ে আসা চিঠির কাগজ, দোলের দিন গান গাইতে আসা বোস্টুমীর আবির মাখা পায়ের ছাপ। সেই বারান্দা থেকে পাশের ক্লাবে দুর্গা প্রতিমার চক্ষুদান দেখে নেওয়া। লাল মেঝের ওপর কোজাগরি আলপনা। সেই বারান্দায় সন্ধ্যায় আলো নিভিয়ে মধ্যবয়সি মা-বাবার একলা বসে থাকা, নিজের স্মৃতির মুখোমুখি। পথচলতি প্রতিবেশীর সঙ্গে আলাপচারিতা। প্রবাসী সন্তান ক'টা দিন বাড়িতে কাটিয়ে ফেরার সময় বারবার পিছন ফিরে তাকানো যতদূর অবধি লম্বা রাস্তাটা থেকে দেখা যায়---গ্রিলের বারান্দা ধরে দাঁড়িয়ে থাকা দুজন মানুষের হাত নাড়া ঝাপসা চোখের আড়াল হওয়া অবধি। ক্রমে দুজনের একজন একা হয়ে যান। বার্ধক্য আর একাকিত্বের সঙ্গী হয়ে ওঠে বারান্দা। নিঝুম শীতের সন্ধ্যায় একা বসে থাকেন কাঠের চেয়ারটায়। সঙ্গী মানুষটাকে শেষবারের মতো এই বারান্দার মেঝেতেই তো সাজিয়ে দিয়েছিলেন নিজে হাতে! অনেকদিনের পুরোনো মানিপ্ল্যান্ট গাছটার মতোই তারও শেকড় আলগা হচ্ছে টের পান। পাশের পাড়া থেকে মেয়ে জামাই আসে রোজ এসময়। ওদের ছোট্ট মেয়েটার পায়ের স্পর্শে পুরোনো স্মৃতির গন্ধে লাল মেঝেটা খুব হেসে ওঠে তখন।

অন্য শহরের আর একটা বারান্দা গোটা বাড়িটা ঘিরে চাঁদের মতো। প্রতিটি ঘরের দরজা বাইরের দিকে সেই বারান্দায়। নিজের শহর পরিচিত আবহ ছেড়ে অনেকদূর চলে আসা এক তরুণীর মনে হয়েছিল এখানে খোপ কেটে এক্কাদোক্কা খেলা গেলে বেশ হত! বাড়ির কচিকাঁচা খুদেদের নিয়ে হলুদ শাড়ির প্যান্ডেল বানিয়ে সেই বারান্দায় সরস্বতীপুজোর সকাল। বিকেলে দুই প্রজন্মের দুই নারীর মুখোমুখি বসে নিজের নিজের ফেলে আসা স্মৃতির ঝাঁপি উপুড়। সম্পর্কে শাশুড়ি বৌমা--এ অভিজ্ঞান কখন ভুলে গিয়ে সব চাওয়া ও না পাওয়ার গল্পগুলোর হাত ধরে ঝুপ করে নেমে আসা সন্ধ্যা কুল গাছের ঘন ঝোপটায়।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

আড্ডার রসদখানা ও প্রতিবাদের মঞ্চ

প্রসূন সিকদার

পড়ন্ত বিকেলে গুটিগুটি পায়ে বন্ধুরা হাজির হয় গোপালদের বাড়িতে। কোনও এক অমোঘ টানে সকলে জড়ো হয় ওদের বাড়ির সামনের চাতালে। আমের মুকুলের সুবাস যখন ছড়িয়ে পড়ে এপাড়া থেকে ওপাড়ায়, গোপালের বাড়িতে তখনও ওরা ওয়েটিংয়ে। গোপালের বাবা ও তাঁর বন্ধুদের তাসের আসর প্রায় শেষের দিকে। তাঁরা উঠলেই বারান্দার দখল নেবে ছেলের বন্ধুরা। মোড়ের মাথায় আপাত নিরীহ একটা বাড়ির বারান্দায় অলিখিত রোস্টারে কখনও বয়স্করা দ্বিপ্রাহরিক তাসের আসরে এনার্জি বুস্ট আপ করেন, আবার কখনও নবীনদের ক্যারমের গুটি সাজানোর ফাঁকে ফাঁকে কলেজ ইউনিয়নের আন্দোলনের কর্মসূচিও ক্রমশ অক্সিজেন পায়। অস্ত্রশিক্ষা শেষে রাজপুত্রেরা পাখির চোখ দেখতে না পেলেও এখনকার নবীনেরা যথেষ্ট একাগ্র নজরে ক্যারম বোর্ডের পকেট দেখতে পায়। স্ট্রাইকার, ঘুঁটি ও পকেটের অন্তর্গত জ্যামিতি যেন তাদের আন্দোলনের পরিধি ও ক্ষেত্রফলের পরিমিতি নির্ণয় করে দেয়।

সন্ধের আগে ক্যারমের কারুকাজ শেষ হয়ে যায়। ততক্ষণে আশপাশের বাড়িতে মঙ্গলশাঁখ আর কাঁসরঘণ্টার আওয়াজে সন্ধ্যাকে আবাহন করা হয়। গোপাল ও তার বন্ধুরা যে যার গন্তব্যে ফিরে যায় আর ঠিক তখনই পরের এপিসোড শুরু হয়। আশপাশের কাকিমা-পিসিমারা ততক্ষণে বারান্দার দখল নিয়ে নেন। সারাদিনের অনেক না-বলা কথার উদ্গিরণ ঘটে। কোন বাড়িতে পচা মাছ রান্না হয়েছে, কোন বাড়িতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কেমন ঝগড়া হয়— ইত্যাদি পিএনপিসি-র নানা বিষয়ে আলোকপাত হয় সন্ধের অনুজ্জ্বল বারান্দায়। বারান্দা একটি অথচ তার বহুবিধ ব্যবহার থেকেই তার গুরুত্ব সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পোষণ করা যায়। বারান্দা শব্দটি মূলত ফারসি শব্দ 'বরামদহ' বা 'বারামদা' থেকে বাংলায় এসেছে। প্রাচীন গ্রিস ও পারস্যে দুই সহস্রাধিক বছর আগে বায়ু চলাচল ও আলো বাড়ানোর জন্য বারান্দার ব্যবহার শুরু হয়েছিল। আধুনিককালে বারান্দার উৎপত্তি মূলত ভারতীয় উপমহাদেশে বলে মনে করা হয়। তবে পরবর্তী সময়ে ঔপনিবেশিক আমলে বারান্দা বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয়তা লাভ করে। ভারতীয় গৃহনির্মাণশৈলীতে প্রচণ্ড তাপ ও বর্ষা থেকে ঘরকে বাঁচানো এবং আলো-বাতাস বাড়ানোর লক্ষ্যে বারান্দার ব্যবহার শুরু হয়েছিল। এই উপমহাদেশে এছাড়াও বিশ্রাম ও সামাজিক সমাগমস্থল হিসেবে বারান্দা ব্যবহৃত হত।
পরবর্তী সময়ে ব্যাপকতা ও গুরুত্বের দিক থেকে বারান্দা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

ইতিহাস-সাহিত্য-সংস্কৃতি-স্বাধীনতা আন্দোলন ইত্যাদি নানা দিক থেকে পৃথিবীতে বারান্দা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও যে কোনও দেশের অর্থনীতিতে বারান্দা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। গ্রামবাংলায় গৃহের সামনে বারান্দার বাইরে, আকাশের নীচে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণটি উঠান বা উঠোন নামে পরিচিত যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। গ্রামবাংলার নানা জনজাতির নারী-পুরুষেরা তাদের মাটির কুটিরের বারান্দাটিকে অত্যন্ত সুচারুভাবে সাজিয়ে রাখে। কেবলমাত্র বারান্দার শিল্পকলার বৈশিষ্ট্য দেখে জনগোষ্ঠীকে চেনা যায়। বিভিন্ন জনজাতি গোষ্ঠীর বিভিন্ন রীতি পালনের ক্ষেত্রে তাদের উঠোন বা প্রাঙ্গণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মেচ ও রাভা জনগোষ্ঠীর রমণীরা বসন্তকালীন নৃত্যের মধ্য দিয়ে প্রকৃতির কাছে নিজেদের মেলে ধরেন। গৃহের উঠোনে বা আঙিনায় নানা অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে বৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে সারারাত ধরে নৃত্য-গীত পরিবেশিত হয়। কুলের বাঁধায় আবদ্ধ না থেকে (অর্থাৎ এদের মধ্যেও একই গোত্রের মধ্যে বিবাহ হয় না) ঝরনার ধারার মতো স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রিয়জনের সঙ্গে মিলনের আবেদন জানায়। তাঁদের জীবনসঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে গৃহের উঠোনের গুরুত্ব অপরিসীম।

সান্ধ্য-বাতাস গায়ে মেখে অনুপম ধীর পায়ে লক্ষ্মীদের বারান্দায় এসে বসে। সামনে সবুজে মোড়া জেলখানার বড় মাঠ। বাড়ির সামনে দিয়ে অলস রাস্তায় সাইকেলের টুংটাং। লক্ষ্মী যে

বারান্দা শব্দটি মূলত ফারসি শব্দ 'বরামদহ' বা 'বারামদা' থেকে বাংলায় এসেছে। প্রাচীন গ্রিস ও পারস্যে দুই সহস্রাধিক বছর আগে বায়ু চলাচল ও আলো বাড়ানোর জন্য বারান্দার ব্যবহার শুরু হয়েছিল।

রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী, অনুপম তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন মতাদর্শের অনুগামী হলেও বারান্দার আড্ডায় কখনোই তার প্রভাব পড়েনি। সামনের সীমানা বরাবর ঝাঁকড়া একটি গাছের ফাঁকফোকর গলে স্ট্রিটলাইটের কিছু আলো বারান্দায় এসে এক মায়াবী পরিবেশ সৃষ্টি করে। এই বারান্দায় এসে পৌঁছে গেলে দুজনেরই যেন নবদিগন্তের উন্মোচন হয়। লক্ষ্মী আর অনুপমের একান্ত আড্ডায় রাজনীতি, সমাজনীতি, জীবনদর্শন, পড়াশোনা ইত্যাদি নানাবিধ বিষয় প্রতিদিন চর্চিত হয়। মাঝেমধ্যে মাসিমার গরম-গরম খাবার আড্ডাকে প্রাণবন্ত করে তোলে। অনেক কথার মাঝেও দুটি নবীন হৃদয়ের না-বলা কথাগুলো হয়তো সেই বারান্দায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে ইতিহাসের পাতায় কোথাও হারিয়ে যায়।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

লো বাজেট স্পাই ইউনিভার্স

অরিন্দম ঘোষ

বিশ্বের বাঘা বাঘা গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর নাম শুনলে আমাদের মনে একটা সম্ভ্রম জাগে। যেমন ভারতের 'র' কিংবা আইবি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিআইএ কিংবা এফবিআই, ইউকের এমআইসিক্স, রাশিয়ার কেজিবি কিংবা ইজরায়েলের মোসাদ প্রভৃতি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এদের বাজেট থাকে হাজার হাজার কোটি টাকার, এদের কাছে থাকে জেমস বন্ডের মতো দুর্ধর্ষ এজেন্ট, পেগাসাস স্পাইওয়্যারের মতো টেকনলজি, স্যাটেলাইট, ড্রোন এবং আরও কত কী! কিন্তু এই সমস্ত জাঁদরেল গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে যদি আমাদের পাড়ার মোড়ে এনে ছেড়ে দেওয়া হয়, তবে গ্যারান্টি দিয়ে বলা যায়, মাত্র তিনদিনের মাথায় তারা লজ্জায়, অপমানে আর হীনম্মন্যতায় ভুগতে শুরু করবে। কারণ, আমাদের পাড়ায় পাড়ায় সম্পূর্ণ বিনা বেতনে, বিনা প্রযুক্তিতে এবং একশো শতাংশ লোকাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ব্যবহার করে যে গোয়েন্দা নেটওয়ার্কটি দিবারাত্র কাজ করে চলেছে, তার কাছে জেমস বন্ড নেহাতই পাড়ার ছোকরা এবং শার্লক হোমস, ফেলুদা কিংবা ব্যোমকেশ একজন শিক্ষানবিশ মাত্র। এই প্যারালাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির নাম দেওয়া যেতে পারে এলবিএসইউ (লো বাজেট স্পাই ইউনিভার্স)। এবং এই দুর্ধর্ষ এজেন্সির কার্যপদ্ধতি, রাডার সিস্টেম এবং ইন্টারোগেশন টেকনিক-এর প্রশংসা না করে উপায় নেই।

যে কোনও গোয়েন্দা সংস্থার ক্ষেত্রে একটা বড় সমস্যা হল 'ব্লাইন্ড স্পট'। অর্থাৎ, নজরদারির বাইরে একটা অন্ধকার জায়গা, যেখানে অপরাধীরা লুকিয়ে পড়তে পারে। কিন্তু পাড়ার কাকিমাদের নেটওয়ার্কে কোনও ব্লাইন্ড স্পট বলে কিছু নেই। বিকেল চারটে বাজলেই প্রত্যেক বাড়ির দোতলার বারান্দায়, জানলার গ্রিলের পেছনে বা ছাদে এক একজন 'এজেন্ট' পজিশন নিয়ে নেন। কারণ নজরদারির জন্য বিকেল সবচেয়ে আদর্শ সময়। সংসারের কাজ সামলে, শেষ করে ডিউটি শুরু হয় তখন থেকে। বলা বাহুল্য, নজরদারির সময় তখন এঁদের ঘাড়ের ফ্লেক্সিবিলিটি দেখলে মাইকেল জ্যাকসন বা হৃত্বিক রোশনের নাচ মনে পড়তে পারে।

আরেকটি ব্যাপার আরও সাংঘাতিক। অপটিকাল জুম। এঁদের চোখে হাই পাওয়ারের চশমা থাকতে পারে, সুচে সুতো পড়াতে গিয়ে এঁরা হয়তো দশবার ব্যর্থ হন, কিন্তু

গলির মোড়ে মিত্তিরদের মেয়ে কার বাইকের পেছনে বসে হুস করে বেরিয়ে গেল, তার বাইকের নম্বর থেকে শুরু করে ছেলেটির হেলমেটের স্টিকার— সবকিছু এঁরা সেকেন্ডের ভগ্নাংশে স্ক্যান করে নেন। এই অপটিকাল জুমের কাছে হালের আইফোনের প্রো-ম্যাক্স ক্যামেরাও শিশু।

নজরদারির ক্ষেত্রে যে কোনও গোয়েন্দার একটি অস্ত্র হল ক্যামোফ্লাজ বা ছদ্মবেশ। ভালো করে লক্ষ করলে দেখা যাবে, পাড়ার কাকিমাদের ক্ষেত্রে ছাদে কাপড় মেলার সঙ্গে এর একটা মিল আছে। নাহলে একটা নাইটি আর দুটো তোয়ালে তারে মেলতে ঘণ্টাখানেক সময় লাগার কথা নয়। সেই সময় আসলে পাশের বাড়ির শাশুড়ি-বৌমার অন্তঃকলহের কারণ ঠিক কী কী হতে পারে সেটা কান

রসরঙ্গ

পেতে যাচাই করে নেওয়া হয়।

এরপরেও আরও কতগুলো প্রসেস আছে। যেমন প্রথম প্রসেস, ডিপ স্ক্যানিং। ধরুন, আপনি সাধারণ চাকরিজীবী। মাসের শেষে সাধারণত পাঙাশ বা তেলাপিয়া খেয়েই দিন গুজরান করেন। হঠাৎ একদিন আপনি বাজার থেকে দু'কিলো ওজনের একটা রুই মাছ বা পেল্লায় সাইজের এক জোড়া ইলিশ নিয়ে ফিরছেন। ব্যাস! পাড়ার কাকিমাদের কারও না কারও 'ডিপ স্ক্যানিং'-এ আপনি ধরা পড়ে যাবেন। সঙ্গে সঙ্গে ডেটা প্রসেসিং শুরু হবে, কী ব্যাপার, মাসের ২৮ তারিখ, অথচ হাতে জোড়া ইলিশ? নির্ঘাত, অফিসের টেবিলের তলার ঘুষের টাকা।

দ্বিতীয় প্রসেস হল পার্সেল অ্যানালাইসিস রিপোর্ট। ফ্লিপকার্ট বা অ্যামাজনের ডেলিভারি বয় আপনার বাড়িতে ঢোকা মানেই কাকিমাদের অ্যালার্ম বেজে ওঠা। পার্সেলের সাইজ, বাড়িতে ঘনঘন পার্সেল আসার ফ্রিকোয়েন্সি এবং পার্সেল নেওয়ার সময় আপনার মুখের হাসি ক্যালকুলেট করে ওঁরা নির্ভুলভাবে বলে দিতে পারেন আপনি আইফোন কিনেছেন নাকি বাথরুম পরিষ্কার করার হারপিক।

তৃতীয় প্রসেস ডেটা এনক্রিপশন এবং ডিকোডিং। কাকিমাদের ভাষার নিজস্ব একটি ডিকশনারি আছে। এঁরা সরাসরি কখনও কিছু বলেন না। বলবেন আদর মাখানো উদ্বেগে। অর্থাৎ কোড ল্যাংগুয়েজে। যদি কেউ বলেন, 'মেয়েটা বড় ভালো, তবে বড্ড মডার্ন', তার মানে ডিকোড করলে দাঁড়ায়— মেয়েটা জিনস পরে এবং পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে কথা বলে। অন্যদিকে যদি বলা হয়, 'ছেলেটা একটু স্বাধীনচেতা', তার মানে ছেলেটি আসলে বখাটে এবং বাড়ির কারও কথা শোনে না। ধরুন, আপনি

কাকিমাদের ভাষার নিজস্ব একটি ডিকশনারি আছে। যদি কেউ বলেন, 'মেয়েটা বড় ভালো, তবে বড্ড মডার্ন', তার মানে ডিকোড করলে দাঁড়ায়— মেয়েটা জিনস পরে এবং পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে কথা বলে।

চাকরি খুঁজছেন। রাস্তায় দেখা হতেই শুরু হবে: 'কী রে বাবা, চেহারাটা এমন শুকিয়ে গেল কেন তোর? তা এখন কী করছিস? ওমা, এখনও সেই চাকরির চেষ্টাই করছিস? তা ওই যে শর্মাদের ছেলেটা, ও তো দিব্যি ব্যাংকে ঢুকে গেল। তা তোর আর কদ্দিন লাগবে?' লক্ষ করে দেখুন, এই একটি বাক্যের মধ্যে আপনার বর্তমান স্ট্যাটাস জানা হল, আপনার কনফিডেন্স ধুলোয় মেশানো হল। অর্থাৎ এক ঢিলে দুই পাখি।

এ প্রসঙ্গে মনে পড়ল, আমাদের পাড়ায় হারু নামের একটি ছেলে ছিল। ছোটবেলায় ক্লাসে ফার্স্ট হলেই কাকিমারা বলতেন, জানতাম ফার্স্ট হবে। তার মানে হল, কীভাবে ফার্স্ট হয়েছে জানি, নির্ঘাত কোনও স্যারের সঙ্গে সেটিং ইত্যাদি। হারু যেবার ফেল করেছিল, সেবারও একই কথা শুনেছি। অর্থাৎ, জানতাম ফেল করবে। তার মানে হল, ও তো অনেকদিন আগেই গোল্লায় গিয়েছিল। অর্থাৎ আপনি ফার্স্ট হোন বা লাস্ট, পালাবার পথ নেই। আমি হারুকে মজা করে বলতাম, তোর সাফল্যের পিছনে পাড়ার কাকিমাদের অবদান অনস্বীকার্য।

তবে কাকুরাও কিন্তু খুব একটা পিছিয়ে নেই। কাকিমারা যেমন সামলান ডোমেস্টিক ইন্টেলিজেন্স, কাকুরা তেমন অনায়াসে সামলে দেন ইন্টারন্যাশনাল এবং পলিটিকাল ডেস্ক। এঁদের অপারেশনাল হেডকোয়ার্টার্স হল পাড়ার মোড়ের ভোম্বলদার চায়ের দোকান এবং সকালের পার্কের বেঞ্চ। চায়ে চুমুক দিয়ে এঁরা আন্তর্জাতিক রাজনীতি থেকে শুরু করে পাড়ার ক্লাবের দুর্নীতির এমন নিখুঁত পোস্ট মর্টেম করেন যে, রাষ্ট্রসংঘের পর্যবেক্ষকরা শুনলে ডায়েরি নিয়ে নোট করতে বসে যেতেন। ট্রাম্প কিন্তু পুতিনকে ভয় পায় থেকে শুরু করে পাড়ার ক্লাবের সেক্রেটারি দেড় লাখ ঝেড়েছে... নানা বিষয়ে এঁদের অগাধ পাণ্ডিত্য।

ছোটবেলায় স্কুল ইউনিফর্ম পরে স্কুলে যাওয়ার সময় এক পাড়ার কাকু আমাকে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করতেন, স্কুলে যাচ্ছিস? স্কুলের ড্রেস পরে আর কোথায় কোথায় যাওয়া যায় বহুদিন সেকথা পালটা জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে থাকলেও পারিনি। অতিরিক্ত কৌতূহল অনেক সময় চরম বিরক্তি ডেকে আনে সেকথা ঠিক। তবে মুদ্রার উলটো দিকটাও তো আছে। এই অতিসক্রিয় স্পাই ইউনিভার্সই কিন্তু আমাদের সমাজের এক অদৃশ্য সুরক্ষা বলয়। যে কাকিমা সারাদিন আপনার নামে সমালোচনা করেন, আপনি অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়লে দেখবেন, তিনিই হয়তো সবার আগে এক বাটি গরম স্যুপ বা সাবু মাখা হাতে আপনার দরজায় কড়া নাড়ছেন। যে কাকু আপনার দেরিতে ফেরা নিয়ে গোয়েন্দাগিরি করেন, রাতবিরেতে পাড়ায় কোনও অচেনা লোক ঢুকলে বা কোনও বিপদে পড়লে তিনিই লাঠি হাতে লুঙ্গি মালকোঁচা মেরে সবার আগে রাস্তায় বেরিয়ে আসেন।

তাই শহরের ফ্ল্যাটবাড়ির কালচারে আজ যখন পাশের ফ্ল্যাটে কে মারা গেল আমরা জানতে পারি না, তখন পাড়ার এই কাকু-কাকিমারা প্রমাণ করেন যে আমরা এখনও একে অপরের সঙ্গে যুক্ত। তাঁরা হয়তো আমাদের প্রাইভেসি বা ব্যক্তিগত গোপনীয়তার বারোটা বাজিয়ে দেন ঠিকই, কিন্তু দিনের শেষে এঁরা না থাকলে পাড়ার মোড়টা বড্ড ফাঁকা আর প্রাণহীন মনে হত।

পাড়ার এই লো বাজেটের সিসিটিভিরা আসলে আমাদের পাড়াটাকে একটা অদ্ভুত মায়ার জালে, একটা নিখাদ বাঙালি আবেগে বেঁধে রাখেন। মডার্ন এআই কাজপাগল, সে একটু নাটক আর অনেকখানি সাসপেন্স কী জিনিস জানে না। আপনারা যে যাই বলুন, লো বাজেটের সিসিটিভিরা মানে আমাদের লো বাজেট স্পাই ইউনিভার্স পাড়ায় না থাকলে নাটক আর সাসপেন্স ঠিক জমে না।

একফালি রোদ্দুর ও একজীবন অবকাশ

তেরোর পাতার পর

নতুন সদস্য শিশুটির টলমল হাঁটতে শেখা সেই বারান্দার দেওয়াল ধরে ধরে। তুমুল বৃষ্টির রাতে প্রিয়জনের হাতে হাত রেখে নিশ্চুপে ভিজে যাওয়া গা শিরশিরে রোমাঞ্চ বারান্দার সিঁড়িগুলো জমিয়ে রাখে। অনেক একলা রাতের মন খারাপ, অনেক অভিমানের কান্নাজল, অজস্র ভালোলাগার উদযাপন বারান্দাটা লিখে রাখে ঝকঝকে মেঝের আয়নায়। বারান্দার কোণে রাখা থাকে বাড়ির কিশোরী মেয়েটির লাল সাইকেল। বন্ধুর দল এলে বারান্দা জুড়ে একঝাঁক পাখিদের কলকাকলি। এত বড় পরিসরে দিব্যি ব্যাডমিন্টন খেলায় মেতে ওঠে নতুন বৌ আর শ্বশুরমশাই। অফিস ফেরত নিজে হাতে রোজ বারান্দা ধুয়ে পরিষ্কার করা মানুষটি হঠাৎ মাঝ পঞ্চাশে অন্য ভুবনের টিকিট কেটে ফেলেন। কালজানি নদীতে মিশে যাওয়ার আগে তার নিথর শরীর বারান্দাটার ওপর কী নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাকে। বারান্দাটা বিবর্ণ হতে হতে অবশেষে মালিকানা বদল করে ফেলে। সেই ফেলে আসা বারান্দার শরীরে নতুন মালিকের নিয়মে বসে লোহার খাঁচা---মুক্তির আকাশ হারিয়ে পুরোনো মানুষগুলো অন্য শহরমুখী হয়। অন্য বারান্দার কাছে গিয়ে হাত পাতে।

আশপাশে বড় বড় বাড়ি উঠে সমস্ত জানলা দিয়ে আকাশ ঢোকা বন্ধ করে দেয়, বাতাসের চলাচল সীমিত হয়ে আসে। হাতে পড়ে থাকে ছোট্ট বারান্দা। তার কাছে দাঁড়ালে পিছনদিকের নদী আর ঘাটে বাঁধা নৌকো দেখা যায়।

তিস্তাপাড়ের শহরে ভাড়া বাড়ির ছোট্ট বারান্দাটা ব্লিডিং হার্ট আর দোলনচাঁপার গন্ধে থইথই। সেখানে একটা ছোট্ট ছেলের সঙ্গে গল্প তার দুপুর থেকে। অনেক জমজমাট একটা পরিবার থেকে যে আচমকাই চলে এসেছে একটা নিঃসঙ্গ একাকিত্বে। ভ্যানকাকু স্কুল থেকে নামিয়ে দিয়ে যাওয়ার পরেই যার মায়ের স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার অপেক্ষার গুনগুন বারান্দার গ্রিল ধরে। ওই যে বাস থেকে মা নামছে---ছোট্ট মাথাটা আঙুলে ভর করে দাঁড়িয়ে থাকে কতক্ষণে বড় একটা টিপ কপালে মায়ের হাসিমুখটা চোখে পড়বে। আকাশে ঘুড়ি ওড়া দেখে ছেলেটা, পাখি ওড়া দেখে গ্রিলের ফাঁকে। মাঝে মাঝে কাঠের তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করে গ্রিলে লাগানো ভারী তালাটার সঙ্গে লাফিয়ে লাফিয়ে। বৃষ্টি নেমে আসা দেখে ওর মনে হয় একটা জলের খাঁচায় আটকে গেছে রাস্তার মানুষগুলো। ঠাকুমার সঙ্গে কাগজ নৌকো বানায় আর বারান্দা থেকেই সামনের চাতালের জমা জলে ভাসিয়ে দেয়। বারান্দার খুব আনন্দ তখন। সেও মাঝে মাঝে জলকে তুলে আনে সামান্য এবড়োখেবড়ো মেঝের ওপর। ছেলেটা নদী খুঁজে পায় পায়ের পাতায়। ছোট্ট তিনচাকার সাইকেলটা নিয়ে বারান্দা আর ঘর ঘুরঘুর করে একা একা।

সেই বারান্দাকে ছেড়ে রেখে তারপর অন্য আরেকটা বারান্দার গল্প জীবন লিখে নিতে থাকে। সে বারান্দা ফ্ল্যাটবাড়ির ছোট্ট চৌখুপি।

একফালি রুমালের মতো আকাশ আর বিকেলের পড়ে আসা রোদের আলপনায় সারা বাড়ির একমাত্র শ্বাসবায়ু। গ্রিলে ঝোলানো টবে মাধবীলতা গন্ধরাজ শিউলির পাশাপাশি মরশুমি ফুল আর সারাবছরের টগর নয়নতারা জবাদের সহাবস্থান। পাখি আর প্রজাপতিদের গুনগুন ঘিরে বারান্দার গর্বিত হেসে ওঠার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বছর গড়ায়। বারান্দার টবেরা পুরোনো হয়, ফাটল ধরে। গ্রিলে সামান্য জং। হৃদয়েও কি? মাঝবয়সের বিপন্নতায় সকাল বিকেলটুকু কোথা দিয়ে যাওয়া আসা করে টের পাওয়া যায় না সহসা। ছোট্ট ছেলেটিও প্রবাসী হয় ক্রমে। চাকা কেমন গড়াতে থাকে। আশপাশে বড় বড় বাড়ি উঠে সমস্ত জানলা দিয়ে আকাশ ঢোকা বন্ধ করে দেয়, বাতাসের চলাচল সীমিত হয়ে আসে। হাতে পড়ে থাকে ছোট্ট বারান্দা। তার কাছে দাঁড়ালে পিছনদিকের নদী আর ঘাটে বাঁধা নৌকো দেখা যায়। বর্ষায় নদীতীর অপার্থিব সবুজে টলটল করে। সারাদিন মাছরাঙা আর চিলের ওড়াউড়ি। বারান্দার দখল নেয় কাঠঠোকরা বুলবুলি দোয়েল চড়াই। বাড়ির মানুষদের এতটুকু ভয় পায় না তারা। নিঃসংকোচে বসে থাকে জলে ভিজে ঝুপপুস পালক ফুলিয়ে। মহামারির দিনে বারান্দাটুকু হয়ে ওঠে সারাদিনের আশ্রয় প্রশ্রয়। ওখানে দাঁড়ালে ওই রাস্তাটায় অনেকদিন দেখা না হওয়া চেনা কোনও মুখ দেখা যায় কি? মুখোশসহই যাকে চিনে নেওয়া যায় এমন স্বজন গেল বুঝি সামনের পথ দিয়ে? দীপাবলির রাতে দুজনে মিলে সাজিয়ে তোলা ছোট্ট বারান্দাটুকুতে মোমের আলোর আদর আর ফুটে থাকা কয়েকটা শিউলি। টবের গাছের এইটুকু লালিত্যে বুকের ভিতর খুশির হাওয়াটা ছটফট করে আটকে যায়। কেউ বুঝি আকাশপ্রদীপ জ্বালিয়েছে হেমন্তের আকাশে... গ্রিলের ফাঁক দিয়ে দেখা যাওয়া ওই কাটাকুটি আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে ওরা, বারান্দাটাও।

অনেকদূরে একটা নিঝুম জনমানবহীন বাড়িতে একলা একটা শিউলি গাছ ফুল ঝরিয়ে যায়। সে বাড়ির ধুলোমাখা লাল বারান্দাটায় আজ আর কোনও অপেক্ষা বসে নেই কোথাও।

বিবর্তনে স্থাপত্য ও জীবনধারার

তেরোর পাতার পর

এই সব ছোট ছোট চিত্রকল্প যদি না লেগে থাকে তবে তো আজকের আমাদের জেন এক্স বা তার আগের ছাত্রজীবনটাই বড্ড সাদামাটা হয়ে যায়, কেননা সেই সময় আমাদের ছাত্রজীবনে প্রায় সবারই তো কোনও স্কুলবাস ছিল না, ছিল না পরিপাটি স্কুল ইউনিফর্ম, হয়তো টিফিন পিরিওডেও ছিল না স্বাদে আহ্লাদের জিভটানা টিফিন ভাণ্ড। তবে আমাদের টিফিনের ঘণ্টা মানেই ছিল লম্বা একটা বারান্দার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে প্রজাপতির মতো উড়ে বেরানোর অফুরান প্রাণশক্তি, আর মাঝে মাঝে ক্লাসঘরগুলির বেঞ্চের উপর নীচ দিয়ে লুকোচুরি থেকে টানাটানির মুক্ত জিমখানা।

কাঠের সহজলভ্যতা শুধু নয়, পাহাড়ে ভূমিকম্পের প্রবণতাকে মাথায় রেখে, পরিবেশবান্ধব কাঠের বাড়ি পাহাড়ি উত্তরবঙ্গের যে আলাদা শোভা এনে দিয়েছিল তার মূল ভিত্তিটাই ছিল বিস্তৃত বারান্দায় রংবেরঙের অর্কিড থেকে পাহাড়ি ফুলের বাহার। আজকের উত্তরের চিত্রশিল্পীদের যখন আফসোসের সুরে বলতে শুনি 'গ্রাউন্ড ওয়ার্কশপে গিয়ে এখন আর খুঁজে পাই না সেই ফুলগাছওয়ালা কাঠের বারান্দা। ছবিতেও তাই সেই আগের প্রাণ আনতে পারি কোথায়?' মনে পড়ে যায় ভ্যান গগের কথা, তাঁর দারিদ্র্যের ভারে পেট চালানো আর ছবি আকার দায়বদ্ধতার প্রতিদান হিসেবে ভাই থিওকে কিছু ল্যান্ডস্কেপ বিক্রির জন্য পাঠিয়ে লিখেছিলেন 'ভাই থিও, একজন শিল্পীকে তাঁর কাজে চরিত্র এবং আবেগ ঢেলে দিতে হয়। শিল্পীর ছবি হিসেবে যা বিক্রি হয় তা কিন্তু শুধু মাত্র আঁকা নয়।' শিল্পীবন্ধুদের এই হাহাকারের আড়ালে, এইভাবেই তো ক্ষয়ে যাচ্ছে উত্তরবঙ্গের আলাদা একটা বৈচিত্র্য। আমরা উত্তরবঙ্গবাসীরা জানি ওই রং, ওই চিত্রণ ভাবনার সঙ্গে মিশিয়ে তুলির টানে থাকত উত্তরের এক মৌলিক অনুভূতি।

বারান্দারাও ড্রয়িং, ডাইনিং কিচেন, বেডরুমদের সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করতে করতে একচিলতে চার বাই চারের কিউবিকল সেজে দাঁড়িয়ে।

সময়ের সঙ্গে বদলে যাচ্ছে রুচিবোধ। অথচ পুরোনো বাড়িঘর, হাতে নতুন করে হাল ফ্যাশনের বাড়ি করার পয়সা নেই। কিংবা জমি কিনে এই পশ এলাকায় বাড়ি করবার সামর্থ্য নেই। এইসব ভেবে যখন কূলকিনারা পাচ্ছেন না। এমন একটা সময়ে দেবদূতের মতো হাজির হন প্রোমোটার। এই প্রোমোটারি শিল্পের ছোঁয়ায় হঠাৎ দেখবেন ট্যাকের সমস্যার সমাধান করে আপনার জন্য লোভনীয় এক স্বপ্নপুরীর ছবি এঁকে মুশকিল আসানের মতো সামনে দাঁড়িয়ে আছেন কেউ। 'আরে এ তো দারুণ মজা, ঠিক যেন সুকুমার রায়ের 'হযবরল'- 'ছিল একটা ডিম, হয়ে গেল দিব্যি একটা প্যাঁক প্যাঁকে হাঁস।' সেই মজা থেকে হিসেবনিকেশের পালা ফুরোলে দেখবেন ফ্ল্যাটের চুক্তিতে কথা ছিল হাজার স্কোয়ার ফিট, সে তো সুপার বিল্ট আপ এরিয়া। অর্থাৎ ফ্লোর বা কার্পেট এড়িয়ার সঙ্গে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক দেওয়াল, করিডর, লবি এবং সিঁড়ি অন্তর্ভুক্ত। এক ঝটকায় হিসেবটা তখন অনেকটা যাকে বলে চিংড়ির খোসা ছাড়ালে যেমন হয়ে যায় মাছের ওজন।

হিসেব মেলাতে গিয়ে লাভের গুড়ে ততক্ষণে টান পড়ে গেছে বারান্দা ধরে। আর বারান্দারাও গৃহ সংসারে বরাবরের বরাভয় সেই সর্বত্যাগী সেজে ড্রয়িং, ডাইনিং কিচেন, বেডরুমদের সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করতে করতে একচিলতে চার বাই চারের কিউবিকল সেজে দাঁড়িয়ে। শুধু কী তাই, সেই কিউবিকল যেমন বাড়ির বাহ্যিক শোভা বর্ধন করে, একাধারে আবার বারান্দা কাপড় শুকানোর জায়গা থেকে শুরু করে বাড়ির লোকদের পুজোর প্রসেশান, পাড়ার হাল খবরের লাইভ প্রদর্শকও। বোঝার উপর শাকের আঁটির মতো বাড়ির হোর্ডিং ডিজঅর্ডারে আক্রান্ত কত্তা গিন্নির পায়া ভাঙা চেয়ার থেকে কান ভাঙা কড়াই, নাক ভাঙা স্যান্ডেলিয়ার আগলানোর জন্য খুশি মনে ঠিক জায়গা করে দেন বারান্দাবাবুটি।

শুরু করেছিলাম বিনয় মজুমদারের কবিতা দিয়ে। সেই বিনয় মজুমদারেরই কবিতার 'শোবার ঘর ছেড়ে', বারান্দায় দাঁড়ালে কিন্তু বিনয়ের আঙ্কিক মানের কোনও আনুপাতিক হিসেব নয় বরং কবি তখন অনেক রোমান্টিক- 'আমার শোবার ঘর ছেড়ে আমি বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম।/ বারান্দার পাশ দিয়ে একটি মুকুট হেঁটে চলে গেল অতিশয় ধীরে,/ আমি মনোযোগ দিয়ে তার বস্তাবৃত অঙ্গ দেখলাম।'

জীবনধারার এইসব উদাস সমীকরণই তো আগলে রাখে বারান্দা- সেই বাস্তু সংসারের সর্বত্যাগী সেজে।

আড্ডার রসদখানা

তেরোর পাতার পর

ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে বারান্দার গুরুত্ব অপরিসীম। গ্রামবাংলায় বারান্দা বা বারান্দা সংলগ্ন উঠানে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের হরিনাম সংকীর্তন বা ধর্মচর্চার আসর বসে। আমরা জানি শনি ঠাকুরের পুজোর প্রসাদ ঘরের বাইরে বারান্দার নীচে উন্মুক্ত উঠোনে বসে খাওয়ার রীতি যার মধ্য দিয়ে উঠোন বা আঙিনার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। পরিবারে নবজাতকের জন্মের পর সূর্যপূজা কিংবা পঞ্চামৃত থেকে শুরু করে পরলোক গমনের পর আদ্যশ্রাদ্ধ— সব কাজেই বারান্দা ও উঠোনই হল শেষ আশ্রয়।

ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র রমজান মাসে অনেক ক্ষেত্রে বারান্দা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সারাদিন ধরে 'রোজা' বা উপবাস রাখার পর সূর্যাস্তকালীন মাগরিবের আজানের সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণের মাধ্যমে রোজা ভঙ্গ করাকে বলা হয় ইফতার। বারান্দা বা দাওয়ায় বসে পরিবারের সকলে মিলে একসঙ্গে ইফতারের মতো ধর্মীয় আচার পালন করেন। এক্ষেত্রেও বারান্দা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রসঙ্গক্রমে ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক তথা ধর্মীয় দিক থেকে পৃথিবীর বিখ্যাত কয়েকটি বারান্দা সম্পর্কে অতি সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা যাক। বিশ্বের অন্যতম বিখ্যাত বারান্দা হল ইতালির ভেরোনায় অবস্থিত শেক্সপিয়রের 'রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট' নাটকের দৃশ্যপটে 'জুলিয়েটের বারান্দা', যা বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম বিখ্যাত পর্যটনস্থল। এছাড়া উল্লেখযোগ্য আর্জেন্টিনার বুয়েনস আয়ার্সের কাসা রোসাদা নামক গোলাপি প্রাসাদের বারান্দা যেখান থেকে আর্জেন্টিনার ফার্স্ট লেডি তথা সাংস্কৃতিক কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব ইভা পেরন (ওরফে এভিটা) ভাষণ দিতেন। লন্ডনস্থিত 'বাকিংহাম প্যালেসের বারান্দা' আরেকটি অন্যতম বিখ্যাত বারান্দা যেখান থেকে রাজপরিবার জনগণের উদ্দেশ্যে অভিবাদন জানান। ভ্যাটিকান সিটিতে অবস্থিত বিশ্বের বৃহত্তম ও অন্যতম পবিত্র ক্যাথলিক গির্জা হল 'সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকা'। এই গির্জার বারান্দা থেকে খ্রিস্টান ধর্মগুরু খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের উদ্দেশ্যে আশীর্বাদ প্রদান করেন।

এছাড়া বিশ্ববন্দিত বঙ্গ সংস্কৃতির আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বারান্দা হল কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির বিখ্যাত 'দক্ষিণের বারান্দা'। এটি ঠাকুরবাড়ির শিল্প ও সাহিত্যের অন্যতম পীঠস্থান। প্রধানত অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ ও সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর— এই তিন মহারথীর শিল্পচর্চা, বৈঠকখানা ও আড্ডার কেন্দ্রবিন্দু ছিল এই বারান্দাটি।

ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের এক অন্যতম দুঃসাহসিক অধ্যায় হল অলিন্দ যুদ্ধ বা 'ব্যাটল অফ দ্য বারান্দা'। অত্যাচারী পুলিশ অফিসার কর্নেল সিম্পসনকে হত্যা করার পরিকল্পনায় ১৯৩০ সালের ৮ ডিসেম্বর কলকাতার তদানীন্তন রাইটার্স বিল্ডিংয়ে বিপ্লবী বিনয়-বাদল-দীনেশ দুঃসাহসিক অভিযান চালান। করিডর বা বারান্দায় চলা সেই মরণপণ লড়াইয়ে তাঁরা সফলভাবে সিম্পসনকে খতম করেন। যদিও সেই অভিযান থেকে তাঁদের জীবিত ফেরার কোনও পরিকল্পনা ছিল না, তবুও বীরত্ব ও প্রতিবাদের ক্ষেত্র হিসেবে রাইটার্স বিল্ডিংয়ের সেই বারান্দা ইতিহাসের পাতায় চিরস্থায়ী ঠাঁই করে নিয়েছে।

বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে ঋতুবিলাসী বারান্দার ভূমিকা অনস্বীকার্য। বারান্দার আরামকেদারায় শরীর এলিয়ে দিয়ে কুয়াশার জাল কেটে শীতের রোদমাখা অলসযাপন। কমলালেবুর খোসা ছাড়াতে ছাড়তে অনুভব করা যায় ডুয়ার্সের ফ্লেভার। এরকম শীতের রোদে উত্তরের বিভিন্ন স্থানে ঘরোয়া সাহিত্য আড্ডায় উষ্ণ হয়ে ওঠে প্রিয় বারান্দা। বর্ষণসিক্ত শ্রাবণের অবিশ্রান্ত ধারাপাত উপভোগ করবার একমাত্র জায়গা সেই বারান্দা। ঠান্ডা জলীয় বাতাসের জলকণার ছোঁয়ায় চোখেমুখে শীতল সতেজতা। 'ঝরঝরো মুখর বাদল দিনে' চুপচাপ বসে উপন্যাস পড়ুন কিংবা প্রেয়সীকে কবিতা লিখুন আর বারান্দার নিরিবিলিতে বৃষ্টির সখ্যকে মান্যতা দিন।

কবি-লেখক ও সৃজনশীল ব্যক্তিদের কাছে বারান্দা কেবল ইট-কাঠ-পাথরের একটি স্থাপত্য নয়, বরং নিভৃত আশ্রয়স্থল।

এক টুকরো বারান্দা নানাভাবে অর্থনীতিকেও সমৃদ্ধ করে। বাংলার অন্যতম ক্ষুদ্রশিল্প ছাত্র পড়ানো কিংবা আর্ট শেখানো। অনেক বাড়িতেই দেখা যায় বারান্দাটুকু ঘিরে নিয়ে ছোট ছোট ব্যাচে ছাত্র পড়ানো চলে কিংবা কয়েকজন ছাত্রকে ছবি আঁকা শেখানো হয় যা আয়ের অন্যতম উৎস। ঘরেতে যাঁরা বসত করেন, অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের ক্ষুণ্ণিবৃত্তি হয় বারান্দার উপার্জনে।

পৃথিবীর প্রাচীনতম ব্যবসার আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুও সেই বারান্দা। অনেক ছোটবেলাতেই এক ডেঁপো বন্ধু অনুপমকে দেখিয়েছিল লাল-বাতি এলাকা; এলাকার বারান্দায় বসে থাকা গুটিকয় উন্মুখ শরীর। সেই শরীরের ভাষা পড়তে জানা খদ্দের সেখানে আসে, শরীর ভাড়া নেয়। বারান্দা খালি করে ছোট ছোট খুপড়ির আলো-আঁধারিতে তারা শরীর কেনাবেচায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সামনের উঠোনে খেলে বেড়ানো বাচ্চাদের মুখে খানিকটা খাবার তুলে দিতে পারার স্বস্তি যেন এই বিকিকিনির অন্যতম প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়।

বারান্দার আরেকটি অন্ধকার দিক হল ঝগড়াঝাঁটি। দুই প্রতিবেশীর উচ্চৈঃস্বর কলহ, বারান্দার জায়গা দখল কিংবা বসবার জায়গা নিয়ে প্রতিবেশীদের মধ্যে বিবাদ, এমনকি দাম্পত্য কলহের জেরে বারান্দায় তুমুল ঝগড়া, এমনকি হাতাহাতি বা মারামারি হওয়ার মতো ঘটনা প্রায়শই শোনা যায়। অনেক ক্ষেত্রে ছোটখাটো কথা কাটাকাটি থেকে শুরু হওয়া বিবাদ ভয়াবহ পর্যায়ে পৌঁছে যেতে পারে, যা এযাবৎকাল পর্যন্ত চর্চিত বারান্দার সৃজনশীলতাকে কালিমালিপ্ত করে দিতে পারে।

কবি-লেখক ও সৃজনশীল ব্যক্তিদের কাছে বারান্দা কেবল ইট-কাঠ-পাথরের একটি স্থাপত্য নয়, বরং নিভৃত আশ্রয়স্থল। নবনীতা দেব সেন বারান্দাকে ঘরের প্রচণ্ড কোলাহল থেকে পালানোর জায়গা হিসেবে দেখেছেন, অন্যদিকে মন্দাক্রান্তা সেনের কাছে এটি নিঝুম ও আবেগময় আশ্রয় যেখানে রাত ও জ্যোৎস্না মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। আবার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্যচর্চা ও আড্ডায় বারান্দা এক অদ্ভুত রোমান্টিকতা ও মাধুর্য নিয়ে ধরা দেয়।

বারান্দা তার চিরকালীন আবেদন নিয়ে ধরা দিক বারে বারে।

পলাশ কথা

সুমন্ত বাগচী

সামাজিক মাধ্যমে খবরটা দেখে শুভজিৎ দাশগুপ্তের প্রথমেই মনে হল, খবরটা সত্যি তো? এর আগে সামাজিক মাধ্যমের এরকম খবরের উপর ভরসা করে বিড়ম্বনায় পড়তে হয়েছে। গতকাল অবশ্য সুপ্রিম কোর্টের বিচারক জানিয়েছিলেন যে আগামীকাল রায় ঘোষণা হবে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে সংশয় কেটে গেল। এই খবরের সত্যতায় একটুও খাদ নেই। দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়তে লাগল। দুঃসংবাদ এইভাবেই ছড়ায়। সামাজিক মাধ্যমে আছড়ে পড়ছে এই রায়ের প্রতিক্রিয়া। বিভিন্ন সংবাদ চ্যানেল আসরে নেমে পড়েছে। প্রতিক্রিয়া সংগ্রহে ব্যস্ত।

রাজ্যের সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী মিলিয়ে প্রায় ছাব্বিশ হাজারের চাকরি বাতিল হয়ে গেল। কারণ সেই 'দুর্নীতি'। এর আগে রাজ্যের হাইকোর্ট একই রায় দিয়েছিল। আশা করা গিয়েছিল দেশের সর্বোচ্চ আদালত হয়তো একটু নরম হবে। বাস্তবে কঠোরতা আরও বেড়েছে।

শুভজিৎ দাশগুপ্তের প্রধান শিক্ষকের ঘর থেকে শিক্ষকদের কমন রুমের একটা অংশ দেখা যায়। শুভজিৎ দেখতে পাচ্ছেন, পাশে বসা সহকর্মী সৌমিলীর সঙ্গে হেসে হেসে মনামি কথা বলছে। মনামি কি জানে না, আজকে এই রায় ঘোষণা হবে। তা কী করে হয়। গত কয়েকদিন বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের মূল খবর ছিল, আসন্ন রায় কী হতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা, মনামির ভবিষ্যৎ এই রায়ের উপর নির্ভর করছে। শুভজিৎ নিশ্চিত হলেন, মনামি এই রায়ের খবর এখনও জানে না। সবে তো মিনিট তিনেক কেটেছে। দ্বিধায় পড়ে গেলেন। বিদ্যালয় প্রধান হিসাবে মনামিকে এই খবর দেওয়া কি জরুরি? কিন্তু কাল থেকে তোমার চাকরি নেই এই মর্মান্তিক সংবাদ তিনি কী করে দেন? মানুষের জীবন নাটকীয় অনিশ্চয়তায় ভরা। মনামি যেদিন প্রথম আজ থেকে বছর আটেক আগে স্বামীর সঙ্গে শিক্ষিকার পদে যোগদান করতে আসেন সেই দৃশ্য চোখে ভেসে উঠল।

দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যালয়ের এডুকেশনের শিক্ষকের পদ খালি। জেনারেল ট্রান্সফারের সুযোগ নিয়ে আগের শিক্ষিকা বাড়ির কাছে চলে গিয়েছেন। বিদ্যালয়ের একজন স্থানীয় প্রাক্তন ছাত্রী সামান্য অর্থের বিনিময়ে একাদশ-দ্বাদশ স্তরে এডুকেশন পড়ায়। বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকার সুবাদে স্বপ্নার কিছু টিউশন জুটে যায়। এছাড়া ফাটাপুকুরের মতো গ্রাম্য পরিবেশে বেশ সম্মান পাওয়া যায়। গ্রামদেশে ইংরেজি আর অঙ্ক ছাড়া টিউশনির তেমন বাজার নেই। নানা কারণে অনেকদিন ধরে শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ ছিল। তাই যেদিন মনামির স্বামী বিশ্বজিৎবাবু ফোনে শুভজিতের সঙ্গে যোগাযোগ করেন সেদিন খুবই ভালো লেগেছিল। একজন পূর্ণ সময়ের শিক্ষক পেলে অনেক সুবিধা। ক্লাস ফাইভ থেকে ক্লাস টুয়েলভ সব শ্রেণির ক্লাস দেওয়া যাবে। বিশ্বজিৎবাবু নিজেও হাইস্কুলের শিক্ষক।

মনামি বেশ হাসিখুশি স্বভাবের মেয়ে। অল্পদিনেই সহকর্মীদের সঙ্গে মিশে গেল। সৌমিলীর সঙ্গে সখ্য সবচেয়ে গাঢ়। সৌমিলীর মধ্যে সহজেই সহকর্মীদের আস্থা অর্জনের ক্ষমতা আছে। স্বল্পভাষী, সহানুভূতিসম্পন্ন। অযথা অন্যের ব্যক্তিগত বিষয়ে আগ্রহী নয়। পরামর্শ চাইলে সততার সঙ্গে দেওয়ার চেষ্টা করে। সবার উপরে নিজের কাজের ক্ষেত্রে খুবই সিরিয়াস। যেখানে মানুষ দীর্ঘকাল একসঙ্গে কাটায় সেখানে ফাঁকি সহজেই ধরা পড়ে যায়। শিক্ষকতার চাকরি মনামির প্রথম চাকরি। এর আগে মেয়েদের পোশাকের একটা ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিল। শুভজিৎ লক্ষ করেছে, অন্য বিদ্যালয় থেকে বদলি হয়ে আসা শিক্ষকের সঙ্গে, প্রথম চাকরিতে আসা শিক্ষকের আচরণে স্পষ্ট পার্থক্য থাকে। নতুনদের মধ্যে একটা স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত ভাব থাকে। এক ধরনের বাড়তি উৎসাহ লক্ষ করা যায়। যাঁরা বদলি হয়ে আসেন, তাঁরা তুলনায় অনেক আত্মবিশ্বাসী। চোখেমুখে পরিস্থিতি বুঝে নেওয়ার সতর্ক প্রয়াস। পূর্বের কর্মক্ষেত্রের অভিজ্ঞতার ছাপ স্পষ্ট।

বছর চারেক কেটে গিয়েছে। গ্রীষ্মের ছুটি চলছে। হঠাৎ মনামির ফোন- স্যর আমার ভীষণ বিপদ। আমার স্বামীর সেরিব্রাল স্ট্রোক হয়েছে। আমরা কানকি থেকে ওকে শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যাচ্ছি। আপনি আসুন।

শুভজিৎ প্রাথমিক ধাক্কা সামলে, দ্রুত ভেবে নিল- কানকি থেকে ওই নার্সিংহোমে পৌঁছাতে প্রায় ঘণ্টা চারেক সময় লেগে যাবে। রাস্তার অবস্থা তেমন ভালো নয়। এখন বেলা এগারোটা। তিনটার আগে পৌঁছাতে পারবে না। নার্সিংহোমটি শুভজিতের বাড়ি থেকে স্কুটারে মিনিট দশেক লাগে। জ্যাম থাকলে একটু বেশি। দার্জিলিং মোড়ের কাছে প্রায়ই জ্যাম হয়। তাড়াতাড়ি স্নান, খাওয়াদাওয়া সেরে নিতে হবে। বেলা দেড়টার সময় খবর এল। অবস্থার অবনতি ঘটেছে। রাস্তায় আরও বারদুয়েক স্ট্রোক হয়েছে। মাঝবয়সি চিকিৎসক প্রথমেই জানালেন অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক। মস্তিষ্কের অনেকখানি জায়গাজুড়ে রক্ত ছড়িয়ে পড়েছে। মিরাকল ছাড়া কোনও উপায় নেই। মিরাকল ঘটল না।

গ্রীষ্মের ছুটির পর বিদ্যালয় খুললে মনামি বিদ্যালয়ে যোগ দিল। একটু রোগা হয়ে গিয়েছে, কিন্তু শোকের প্রাথমিক ধাক্কা সামলে উঠেছে বলেই মনে হয়। মনামির কোনও সন্তান নেই। শুভজিৎ বুঝতে পারেন না- এটা সুবিধা না অসুবিধা। সন্তান থাকলে বেঁচে থাকার একটা মস্ত অবলম্বন থাকে। আবার সন্তান থাকলে নতুন করে জীবন শুরু করতে অসুবিধে হয়।

মাঝে মাঝেই মনামি শুভজিতের কাছে আসে, মৃত স্বামীর পেনশন, গ্র্যাচুইটি, প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা কীভাবে পাওয়া যাবে? কী কী করতে হবে? বিশ্বজিৎবাবুর স্কুলের প্রধান শিক্ষকের করণীয় কী?- এইসব জানতে। সঠিকভাবে নমিনি করা না থাকলে অসুবিধা হয়। একাধিক দাবিদার চলে আসে। সব শুভজিতের জানা নেই। যাঁরা জানেন তাঁদের সাহায্য নিয়ে মনামিকে সাহায্য করেন। এইসব কাজ মানুষকে ব্যস্ত রাখে, শোক ভুলতে সাহায্য করে। ধীরে ধীরে মনামি আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এল।

এখন সে শিলিগুড়ির গায়েই মেডিকেল কলেজের কাছে ফ্ল্যাট কিনে সেখানে থাকে। কানকির পাট চুকে গিয়েছে। এইখানে ওর মা মাঝে মাঝে হলদিবাড়ি থেকে এসে থাকে।

শুভজিৎদের স্কুল শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি জাতীয় সড়কের একদম গা ঘেঁষে। রাস্তা থেকে প্রায় পুরো স্কুল বিল্ডিং দেখা যায়। এই অবস্থানগত সুবিধার জন্য মাধ্যমিক পরীক্ষা ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার সিট প্রত্যেক বছর পড়ে। গ্রামাঞ্চলে বিদ্যালয় সংখ্যা কম। তাই শহরের মতো এক স্কুলে মাধ্যমিক এবং অন্য স্কুলে উচ্চমাধ্যমিক সিট ফেলার সুযোগ নেই। এই সময় অনেক আগে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হতে হয়। ঝুঁকি নেওয়া যায় না, শিলিগুড়ি থেকে যেসব শিক্ষক-শিক্ষিকা যান সবাই মিলে গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়। ছোট গাড়ি ভাড়া করলে পুষিয়ে যায়। ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসের এই সময়ে ভোরের দিকে সবাই একসঙ্গে যেতে ভালোই লাগে। ভরা বসন্ত।

একসময় এখন যেখানে উত্তরকন্যা সচিবালয় তৈরি হয়েছে, সেখানে কতগুলি গাছ বসন্তে উজ্জ্বল লাল ফুলে ভরে যেত। নয়নাভিরাম দৃশ্য। উত্তরকন্যা তৈরির সময় কাটা পড়ে। একসঙ্গে গাড়িতে সকালবেলা যেতে যেতে সেদিকে তাকিয়ে শুভজিতের গলায় আক্ষেপ ঝরে পড়ে, 'এইসময় পলাশ গাছগুলো ফুলে ভরে থাকত। এখন কিছুই নেই। শিলিগুড়িতে পলাশ চোখেই পড়ে না। কোকিলের ডাক প্রায় শোনাই যায় না। বসন্তকাল বোঝার উপায় নেই।'

মনামি হেসে উঠেছিল, 'স্যর আপনি যে গাছগুলোর কথা বলছেন, ওগুলো পলাশ নয়, শিমুল।'

তারপর একটু থেমে যোগ করল, 'ভুটকি পেরিয়ে বাঁদিকে একটা পলাশ গাছ আছে।'

শুভজিৎ একটু অবাকই হয়েছিল। মনামি এতসব লক্ষ করে? এখনকার বেশিরভাগ মোবাইলেই ব্যস্ত থাকে। বাসে কোনও তরুণ-তরুণী চোখে পড়ে না যে জানলা দিয়ে তন্ময় চোখে বাইরের প্রকৃতিকে দেখছে। কানে ইয়ারফোন দিয়ে চোখ বুজে এক কল্প জগতে মগ্ন থাকতেই এরা ভালোবাসে।

দিন তিনেক পরে চোখে পড়ল ভুটকি ছাড়িয়ে ডানদিকে একটি মাঝারি উচ্চতার গাছে লাল ফুল ফুটে আছে। সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই পুরো গাছটা লাল ফুলে ঢেকে গেল। পাতা প্রায় চোখেই পড়ে না। শিমুল, পলাশ ছাড়াও বসন্তকালে মাদার বা মান্দার গাছে লাল ফুল ফোটে। লঙ্কায় যে অশোক গাছের নীচে সীতা আশ্রয় নিয়েছিলেন, সেই অশোক বৃক্ষ এই সময় লাল ফুলে ঢেকে যায়। রবীন্দ্রনাথ প্রিয় ঋতু বসন্তের বর্ণনায় লিখেছেন, 'তোমার অশোকে-কিংশুকে অলক্ষ্য রঙ লাগলো আমার অকারণের সুখে।' আর কে না জানে পলাশেরই আর এক নাম 'কিংশুক'।

রাস্তা সম্প্রসারণের কাজ জোরকদমে শুরু হয়েছে। শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ির সংযোগকারী এই জাতীয় সড়কের গুরুত্ব অপরিসীম। পলাশ গাছটির গা ঘেঁষে রাস্তা যাওয়ায় গাছটার খুব ক্ষতি হল। প্রচুর শিকড় কাটা পড়েছে। বাঁচবে কি না বলা মুশকিল। গত বসন্তে কোনও ফুল ফোটেনি। কোনওমতে বেঁচে আছে।

শুভজিতের মুখে সুপ্রিম কোর্টের রায় শুনে মনামি চুপ করে গেল। তেমন কোনও প্রতিক্রিয়া দিল না। শুধু চোখের দৃষ্টির মধ্যে এক গভীর শূন্যতা শুভজিতের চোখ এড়িয়ে গেল না। শুভজিতের অবসর আসন্ন। আর বছর দুয়েক। হঠাৎ হঠাৎ মনামির কথা মনে হয়। মেয়েটা কীভাবে বেঁচে আছে? বেঁচে থাকার অবলম্বন কী হবে? এখনও তো বয়স চল্লিশ ছোঁয়নি। জীবনের অনেকটাই বাকি। ধীরে ধীরে মনামির কথা মন থেকে প্রায় হারিয়েই গেল। সেই পলাশ গাছটির কথাও মনে নেই।

আবার মাধ্যমিক পরীক্ষার ডিউটি দিতে সকালসকাল গাড়িতে স্কুলে যাওয়ার পথে ভুটকি ছাড়িয়ে বাঁদিকে সেই পলাশ গাছটিকে হঠাৎ চোখে পড়ল। চোখে পড়ার কারণ, অনেকদিন পর আবার লাল ফুল ফুটেছে।

স্কুলে গিয়ে মনামির কথা সৌমিলীকে বলতেই, পাশে বসা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা রুমা ম্যাডাম জানাল সে সপ্তাহখানেক আগে শিলিগুড়ির গৌরীশঙ্কর মার্কেটে মনামিকে দেখেছে। হয়তো মহিলাদের জামাকাপড়ের ব্যবসা আবার শুরু করেছে। রুমা ম্যাডামের মনামিকে বেশ স্বাভাবিক মনে হয়েছে।

এখন শুভজিৎ দিন শেষে ফাটাপুকুর থেকে শিলিগুড়ি ফেরার পথে বাসের ডানদিকের জানলার পাশের সিটের জন্য ব্যাকুল হয়। ফেরার পথে পলাশ গাছটি রাস্তার বাঁদিকে পড়ে। বাস গাছটির প্রায় গা ঘেঁষে যায়।

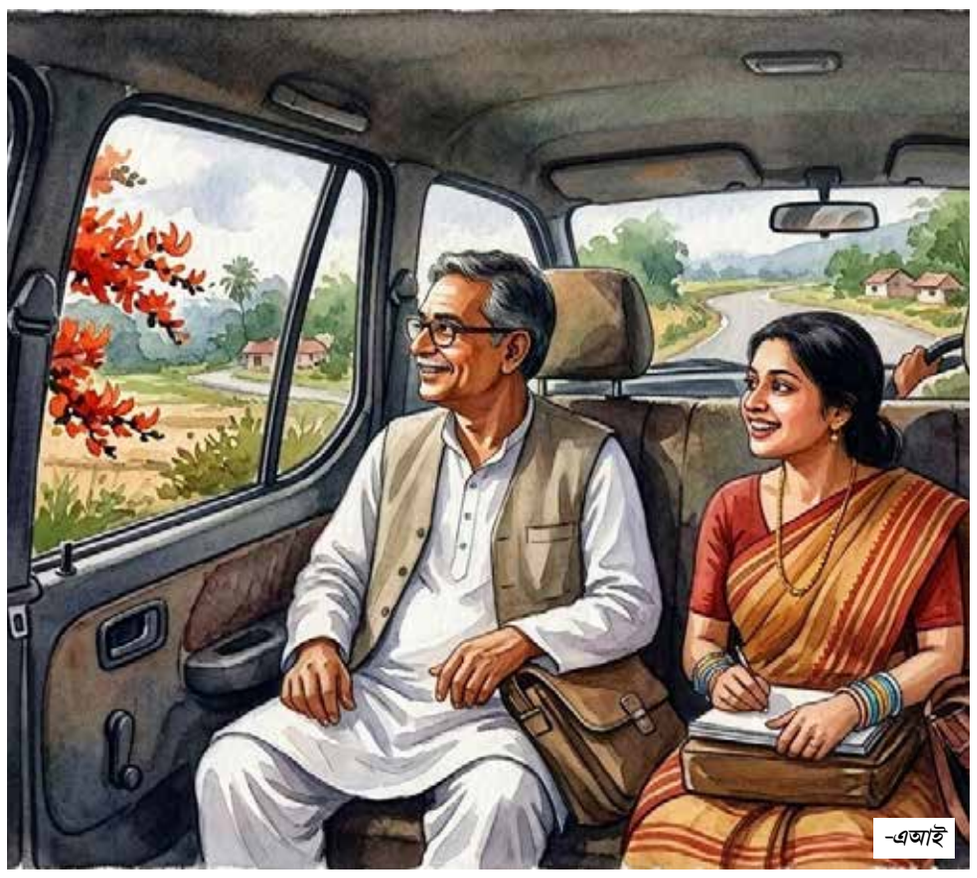

-এআই

একসময় এখন যেখানে উত্তরকন্যা সচিবালয় তৈরি হয়েছে, সেখানে কতগুলি গাছ বসন্তে উজ্জ্বল লাল ফুলে ভরে যেত। নয়নাভিরাম দৃশ্য। উত্তরকন্যা তৈরির সময় কাটা পড়ে। একসঙ্গে গাড়িতে সকালবেলা যেতে যেতে সেদিকে তাকিয়ে শুভজিতের গলায় আক্ষেপ ঝরে পড়ে, 'এইসময় পলাশ গাছগুলো ফুলে ভরে থাকত। এখন কিছুই নেই। শিলিগুড়িতে পলাশ চোখেই পড়ে না। কোকিলের ডাক প্রায় শোনাই যায় না। বসন্তকাল বোঝার উপায় নেই।'

উত্তরের ছড়াকার

সপ্তাশ্ব ভৌমিক

অল্প বয়স থেকেই কবিতার সঙ্গে স্বল্প সখ্য। কিন্তু বিশেষ কারণে হঠাৎ করেই ছড়া লেখার প্রচেষ্টা। সেই পর্বেই একবার উত্তরবঙ্গ সংবাদে চারটি ছড়া পাঠিয়েছিলেন। দু'সপ্তাহ পর পত্রিকায় একইসঙ্গে সেই চারটি ছড়াই প্রকাশিত হয়। জলপাইগুড়ি অশোকনগরের বাসিন্দা সপ্তাশ্ব ভেমিকের ছড়াচর্চা এরপর থেকে পুরোদমে চলেছে। উত্তরবঙ্গ সংবাদ ছাড়াও বেশ কয়েকটি নামী পত্রপত্রিকায় তাঁর ছড়া প্রকাশিত হয়েছে। প্রশংসা কুড়িয়েছে। এভাবে কয়েক বছর চলার পর, সম্ভবত অলসতার কারণে, অনিয়মিতভাবে লেখা যাবতীয় ছড়া মূলত ফেসবুকের পাতায় আজকাল সীমাবদ্ধ।

শ্রেষ্ঠ গতিবেগ

লেকের ধারে আড্ডা মারে সুনীল, কানাই, অর্ক,
ওদের বাবার কার কত স্পিড এটা নিয়েই তর্ক।

সুনীল বলে, 'আমার বাবা টেনিস খেলেন একা,
বিশ্বাস তো করবি না কেউ, নিজের চোখেই দেখা!
এদিক থেকে ওদিক যেতেন এমন দ্রুততায়,
দু'দিক থেকে একাই তিনি খেলতেন হেলায়।'

কানাই বলে, 'আমিও তবে বাবার কথাই বলি,
দৌড়ে গিয়ে ধরে ফেলতেন বন্দুকেরই গুলি।
এমনি করেই বাঁচিয়েছেন বহু জনের প্রাণ,
বাবা ছিলেন তাঁদের চোখে অবাক পরিত্রাণ।'

অর্ক বলে, 'আমার বাবার স্পিড মাপাটাই দায়,
অফিস থেকে ছুটি পেতেন ঠিক সাড়ে পাঁচটায়;
কিন্তু বাড়ি ফিরে আসতেন চারটে বাজার আগে—
আলোর বেগও বাবার পাশে তুচ্ছ বড়ো লাগে!'

বাইসনের খুলির নীচে

জাকির হোসেন

পৈতৃক পাথর থেকে চোখ নামাও
মুছে ফেলো উত্তরাধিকার

প্রপিতামহের চিতা শিকারের গল্প
দেয়ালে ঝোলানো হরিণবৃক্ষ
ওসব শোভা পাক অতীতের আলমারিতে

বরং, বাইসনের খুলির নীচে খোঁজো কাঙ্ক্ষিত চাবি
হাতে তুলে নাও আগ্নেয় ভবিষ্যৎ
দাবাও এক্সেলেটর...

ধ্রুবতারাটিকে সাক্ষী রাখো
উল্কার সাথে পাল্লা দিয়েই ছোটাও রাজতরী

আমিও সমুদ্র ছোঁব বলেই নদীর গান গাইছি
উজানে ভাসিয়েছি নিজস্ব তরী।

আমার পণ্য তুলে দিলাম মহাকালের নৌকোয়
আমি না হয় বসেই থাকবো একলা তীর হয়ে!

অযুত ঊর্মির থেকে জেনে নেবো অমোঘ নির্বাণ...

কবিতা

ঘাটের সাক্ষী

কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়

সূর্যের আলো মুখোমুখি হলে সে জীবন বদলে যায়,
অন্ধকারে ডুবে যাওয়া সময় গ্রীবা তুলে দু'চোখে
এঁকে নেয় আস্ত একটা দিনের কোলাজ। জং ধরা
বিকেল গড়িয়ে যে পড়ন্ত সন্ধে ডাক দেয়, অচিরে
তাকে নিয়ে চমৎকার গল্প শোনায় জ্যোৎস্না মুখেরা।
ঘাটের সাক্ষী ছিল যত নৌকা বাহিনী, প্রাণ বেগে
সমুদ্দুর ছুটে যেতে চায় দূর অন্বেষণে। এ সময়ে
গান বাঁধে হাওয়া। খোলামেলা বুকে বাউল জেগে
ওঠে অচিরে। তুমি ভেবে নাও এই তো মাহেন্দ্রক্ষণ,
বকুল ফুলের গন্ধ মেখে জুড়িয়ে যাবে যাবতীয়
ক্লান্তি। দু'হাতে অন্ধকার ডিঙিয়ে ফুটে উঠবে ভাবে
ভোরের বার্তা। কল্পনা এমনই এক আশ্চর্য মায়া।
ঘুম ঘুম চোখটান জুড়ে নির্দ্বিধায় বাঁচিয়ে রাখে সে
অমৃতের পথে।

ঝরা পাতার অন্তরালে

বেলা দাস

শীতের শেষে ঝরা পাতার কলরব,
অন্তরালে লুকিয়ে হাসে-
ফাল্গুনের গোপন উষ্ণতা।
যেন কোন পুরনো প্রতিশ্রুতির
নব উন্মোচন।
ঘাসের শিশিরভেজা সকালে
রোদ, আঙুলে আনে সোনালি আগুনের আভায়
শিমুল ফুল।
শুকনো পাতার দীর্ঘশ্বাসেই
জন্ম নেয় কুড়ির প্রথম হাসি,

শীতের বিষাদ ও বসন্তের আনন্দের মাঝে,
নীরবতায় জীবন রহস্যময় অথচ চিরচেনা।

বসন্তের রঙ

মৌসুমী মজুমদার

বসন্ত এবার রঙ নিয়ে আসেনি,
চুপি চুপি এসেছে ঘাসের ডগায়;
এক ফোঁটা সবুজ হয়ে।
লাল পলাশ আজ আগুন নয়-
পুরনো চিঠির ভাঁজে খামে ভরে রাখা,
একটি অপ্রকাশিত স্বীকারোক্তি।
ভালোবাসার মানচিত্র আঁকবে বলে;
হলুদ রোদ ঝরে পড়ছে জানালার কাচে,
নীল আকাশ আজ খুব কাছে,
হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়–
ছোঁয়া যায় না শুধু সেই মনখানা,
কিছু ফেলে আসা স্মৃতি,
আর বদলে যাওয়া মনের মানুষ।
বসন্ত কেবলই রঙের উল্লাস?
রঙ আজ শুধু বাইরে নয়,
লুকিয়ে আছে চোখের কোণে,
অপেক্ষার ভাঁজে-
আর নতুন করে এগিয়ে চলার সাহসে।

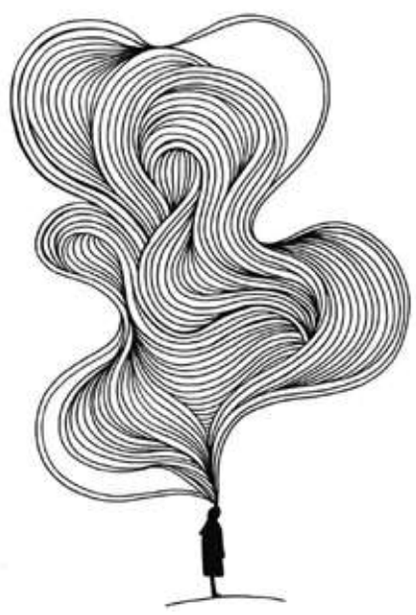

অণুগল্প

বাহুবলী তনয়া

মৌ চক্রবর্তী

-'তাপু, কোথায় গেলি... সারাদিন বাইরে... আমার হয়েছে জ্বালা... ধিঙ্গি মেয়ে, কুটোটি ছিঁড়ে দুটো করে না... সাতসকালে উঠে ক্যারাটে। বাপের আশকারাতে এমন হয়েছে। বুঝবে ঠেলা বিয়ে দিতে...'

সোমেশবাবু বললেন, 'আহা, শিশুরা হল চারাগাছ, ওদের মুক্ত পরিবেশে বাড়তে দাও... খ্যাচখ্যাচ কোরো না।'

- 'ডানপিটে, দস্যি, বলে কিনা শিশু!'

পেয়ারা চিবোতে চিবোতে এল তাপসী।

শ্যামবর্ণা, সুঠাম গড়ন।

মঞ্জুলাদেবী রাগে গজগজ করে বলল, 'মেয়ে মাথা হেঁট করালে বুঝবে।'

কিছুদিন পর...

সংবাদপত্রে শিরোনাম, 'ইভটিজিং থেকে কিশোরীকে বাঁচাল অষ্টাদশী তাপসী রায়।'

'কীরে, বলিসনি তো', সংবাদপত্র থেকে চোখ উঠিয়ে তাপসীকে শুধালেন সমরেশবাবু।

'মেয়েটিকে জ্বালাচ্ছিল, দিয়েছি লাগিয়ে', বলল বাবাকে।

টাউন হলে সংবর্ধনার ভাষণে তাপসী বলল, 'মেয়েদের শিখতে হবে আত্মরক্ষার কৌশল।' বলিষ্ঠ বাহু সর্বসমক্ষে প্রদর্শন করিয়ে লজ্জাবনত হয়ে হাসল। শক্তিশালী হলেও লজ্জাও যে নারীর ভূষণ।

সংগ্রামী

সুপ্রিয় দেবরায়

দুজনেই আসে অজপাড়াগাঁ ময়নাপাড়া থেকে। রমা রান্না করে। মালতী বাসনমাজা, ঝাড়ু-মোছার কাজ করে। পরিবার- ঠাকুমা-মা-সন্তান। কিছুদিন বাবাকে ঘরে-বাইরে খোঁজার পর রমার মেয়ে দুর্গা আর মালতীর ছেলে বিষ্ণু শিশু অবস্থাতেই বুঝে যায় বাবাকে আর পাবে না। ঠাকুমা-মা'কে আঁকড়ে ধরা সংসারে বড় হয়ে ওঠে দুর্গা আর বিষ্ণু, অত্যন্ত স্বাধীনচেতা হিসেবে। বুঝতে পেরেছে তাদের মায়ের জীবনে পুরুষ এসেছিল কিশোরীবেলায়। ঠাকুমার নির্বাচিত কিংবা হয়তো নিজেরই বেছে নেওয়া মানুষ। তারা ভোগ করেছে, কিন্তু ভালোবাসেনি। শুধু ছেড়ে চলে গেছে আরও একটা প্রাণের সম্ভাবনা টের পেয়ে। কিন্তু দুর্গা, বিষ্ণু কোনওদিন কোনও প্রশ্ন করেনি তাদের ঠাকুমা কিংবা মা'কে। দুর্গা, বিষ্ণু নিজের ভালো-মন্দটুকু বুঝতে শিখেছে তাদের বাস্তব পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে। তাই দুর্গা প্রাথমিক গণ্ডি পেরিয়ে সাইকেল চালিয়ে যায় হাইস্কুলে আর বিকেলে শেখে সেলাইয়ের কাজ। আর বিষ্ণু ক্লাস আটের গণ্ডিটুকু পার করেই পাড়ি জমিয়েছে সদরে কাজ শিখতে। বছর দুয়েক পরেই চলে যাবে ভিনরাজ্যে শ্রম বেচতে। লক্ষ্য দুজনের একটাই। বেরঙিন কাপড়ে রঙিন সুতোয় নকশাকাটার চেষ্টা। আহ্লাদ করার বয়স শৈশবই তাদের পরিণতমনস্ক করে তুলেছে।

১৫০০ শব্দের মধ্যে গল্প এবং ১৫০ শব্দের মধ্যে অণুগল্প পাঠান। কবিতা পাঠাতে হলে ১৬ লাইনের মধ্যে পাঠাতে হবে। ডক ফাইলে (ইউনিকোড ফন্ট) লেখা পাঠানোর ঠিকানা : ubsrobbar@gmail.com

‘ওরা’ মনের গোপন চেনে, ‘ওরা’ হৃদয়ের রং জানে

সুকৃতি মুখার্জি

ক্রিকেটের অন্দরমহলে একসময় মানসিক লড়াইগুলো ছিল নিছকই নীরবতার আড়ালে ঢাকা এক গোপন অধ্যায়। দীর্ঘ সময় ধরে ক্রিকেটের তথাকথিত ‘পুরুষত্ববাদী’ ও কঠোর সংস্কৃতিতে বিষণ্ণতা বা উদ্বেগকে দেখা হত নিছকই ‘ব্যক্তিগত ব্যর্থতা’ বা মানসিক দুর্বলতা হিসেবে। মার্কাস ট্রেসকোথিক কিংবা জোনাথন ট্রটের মতো কিংবদন্তিরাই প্রথম সাহস করে তুলে ধরেছিলেন যে, আন্তর্জাতিক সফরের অবিরাম চাপ, তীব্র মিডিয়া স্ক্রুটিনি এবং ব্যর্থতার কারণে অসহিষ্ণুতা কীভাবে একজন খেলোয়াড়কে মানসিক অবসাদের অতল গহ্বরে ঠেলে দিতে পারে।

ক্রিকেটে মানসিক চাপের বহিঃপ্রকাশ বিভিন্ন রূপ নিতে পারে। ঠাসা ক্রীড়াসূচি আর একঘেয়ে সফরের ধকল থেকে সৃষ্ট ‘বার্নআউট’ বেন স্টোকস বা গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের মতো তারকাদেরও মাঠের বাইরে থাকতে বাধ্য করেছে। আবার অনেক সময় এই মানসিক যন্ত্রণা থেকেই জন্ম নেয় অ্যালকোহলের প্রতি আসক্তি বা তথাকথিত ‘শৃঙ্খলাহীনতা’।

একসময় বিনোদ কাম্বলির মতো তারকারা যখন ব্যক্তিগত জীবন বা মনোযোগের অভাব নিয়ে সমালোচিত হতেন, তখন সমাজ হয়তো বুঝতে পারেনি যে, এগুলো গভীরে থাকা মানসিক অস্থিরতারই বহিঃপ্রকাশ। প্রবীণ কুমারের মতো খেলোয়াড়দের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি ঘুমের সমস্যা বা চরম হতাশা থেকে আত্মহননের চিন্তার মতো পরিস্থিতির কথা। আজ এটি পরিষ্কার যে, ‘জেন্টলম্যানস গেম’ ক্রিকেটে টিকে থাকতে যে মানসিক দৃঢ়তা প্রয়োজন, যথাযথ সহায়তা ও পরিচর্যার অভাব থাকলে তা যেকোনো খেলোয়াড়কে মানসিকভাবে নিঃস্ব করে দিতে পারে।

ঈশান কিষান

ভারতীয় ক্রিকেট দলের উজ্জ্বল তারকা পারফর্মার ইশান কিষান ২০২৪ সালে মানসিক ক্লান্তির কথা জানিয়ে ক্রিকেট থেকে সাময়িক বিরতির আবেদন জানান ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের কাছে। এই ক্লান্তির সুনির্দিষ্ট কারণ তিনি প্রকাশ করেননি। তবে ক্রিকেটমহলের অনেকেই মনে করেন, ঘনঘন ম্যাচসূচি, ধারাবাহিকভাবে উচ্চমানের পারফরমেন্সের প্রত্যাশা, ভালো খেলেও পরপর ম্যাচে বেঞ্চে বসে থাকা এবং দীর্ঘদিনের মানসিক চাপ থেকেই এই বার্নআউটের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। বিরতির আবেদন জানানোর কয়েকদিন পরই তাঁকে একটি পার্টিতে দেখা যায় বলে খবর প্রকাশিত হয়। এর পরই কড়া পদক্ষেপ করে বিসিসিআই—কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে তাঁকে বাদ দেওয়া হয় এবং ঘরোয়া ক্রিকেটে নিজের পারফরমেন্স প্রমাণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়। এই সময়ে ইশান নিজেকে অনেকটাই গুটিয়ে নেন এবং সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করেন শারীরিক ও মানসিক-- এই দুই প্রশিক্ষণে। সেই প্রশিক্ষণের বিস্তারিত কখনও প্রকাশ্যে আসেনি, তবে তাঁর কোচরা জানিয়েছেন, নিয়মিত ধ্যান এবং ভগবদ্ গীতা পাঠ তাঁর মানসিক দৃঢ়তা ও স্থিতধী মনোভাব গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এরপর তিনি দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন করেন সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে। সেখানেই তিনি সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক হন। সেই সঙ্গে ফাইনালে ঝাড়খণ্ড প্রথমবারের মতো এই ট্রফি নিউজিল্যান্ড সিরিজে এবং বিশ্বকাপে মনে আছে।

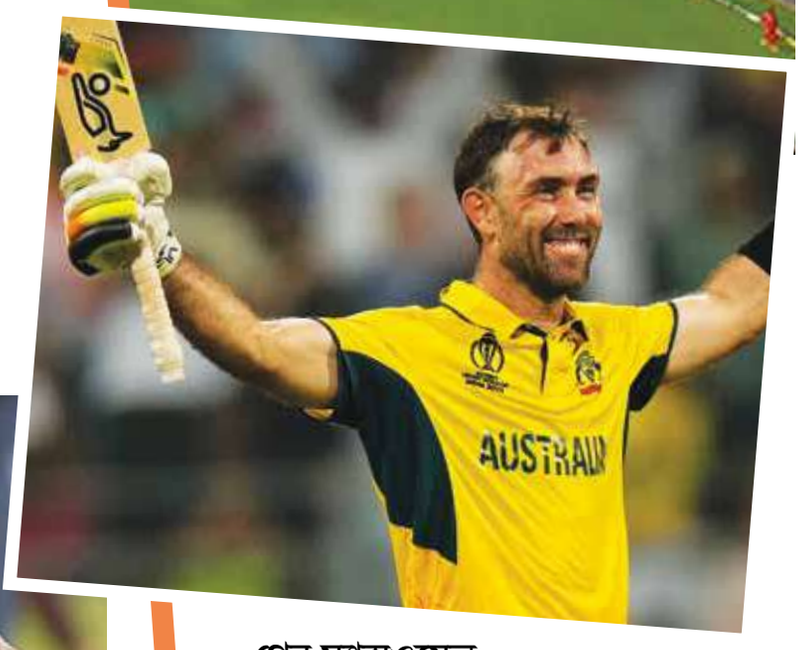

গ্লেন ম্যাক্সওয়েল

গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের ক্যারিয়ার মানসিক লড়াইয়ের এক অনন্য উদাহরণ। ২০১৯ সালে ফর্মের তুঙ্গে থাকা সত্ত্বেও প্রচণ্ড ‘মানসিক ক্লান্তি’র কারণে তিনি হঠাৎ বিরতি নেন, যা ক্রিকেট বিশ্বকে স্তম্ভিত করেছিল। আবার ২০২৪ সালে আইপিএল চলাকালীন অফ-ফর্মে থাকা অবস্থায় তিনি নিজেই বিরতির সিদ্ধান্ত নেন। নিজের এই দুঃসময়ে পাশে পেয়েছেন ক্রিকেট জগতের সঙ্গে জড়িত অনেক মানুষকে। নিয়মিত থেরাপি নিয়েছেন, দু’বারই সুস্থ হয়ে ফিরে এসেছেন মাঠে প্রকৃত চ্যাম্পিয়নের মতো। অন্যদিকে, নিউজিল্যান্ডের নিল ওয়াগনারের লড়াই ছিল দীর্ঘমেয়াদী। লাল বলের ক্রিকেটে ক্লান্তিহীন বোলিং করার যে মানসিক চাপ, তা একসময় তাঁকে অবসাদের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। কিন্তু সঠিক সময়ে পরিবার ও বোর্ডের সহায়তা তাঁর দীর্ঘ কেরিয়ার নিশ্চিত করেছিল।

মার্কাস ট্রেসকোথিক

ক্রিকেটের আঙিনায় ইশান কিষানের মতো ঘুরে দাঁড়ানোর ঘটনা মোটেই বিরল নয়। ইংল্যান্ডের সাবেক বাঁহাতি ওপেনার মার্কাস ট্রেসকোথিক তার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। ২০০৬ সালে ভারত সফর চলাকালীন অ্যাংজাইটি ও ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশনের কারণে তিনি সফরের মাঝপথে দেশে ফিরে যান। কিছুদিন পরে তিনি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়ান। এর পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আর না ফিরলেও তিনি দীর্ঘদিন সফলভাবে কাউন্টি ক্রিকেট খেলেছেন এবং এখন ইংল্যান্ড দলের প্রধান টেস্ট ব্যাটিং কোচ হিসেবে কাজ করছেন। সেই কঠিন সময়ে ইংল্যান্ড জাতীয় দলের সতীর্থ এবং ক্রিকেট বোর্ডের সদস্যরা তাঁর পাশে ছিলেন। আরেকটি আলোচিত উদাহরণ ইংল্যান্ডের বর্তমান অধিনায়ক অলরাউন্ডার বেন স্টোকস। একটি মারামারির ঘটনাকে ঘিরে দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়া ও তীব্র সমালোচনার মুখে পড়ার পর তিনি ভীষণভাবে মানসিক চাপে পড়েন এবং অ্যাংজাইটি ও ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশনের শিকার হন। বর্তমানে এই রোগের প্রভাব কাটিয়ে তিনি আবারও নিজের সেরাটা তুলে ধরছেন এবং আক্রমণাত্মক টেস্ট ক্রিকেটের নতুন ধারা বাজবলের এক গুরুত্বপূর্ণ মুখ হয়ে উঠেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইংল্যান্ড ক্রিকেট দল বর্তমানে খেলোয়াড়দের শারীরিক সক্ষমতার পাশাপাশি মানসিক সক্ষমতা বজায় রাখার দিকে অত্যন্ত যত্নশীল। দলের স্পোর্টস সাইক্যোলজিস্ট এবং তার টিম প্রত্যেকের পারফরমেন্স পর্যালোচনা করেন এবং প্রয়োজনমতো গাইডেন্স ও সাপোর্ট নিয়ে তৈরি থাকেন।

আপনার কী করণীয়

জীবনের ব্যস্ততা ও প্রতিযোগিতার ইঁদুরদৌড়ের ভিড়ে বার্নআউট অনেক সময় নিঃশব্দে ঢুকে পড়ে। তাই আমাদের নিজেদের খেয়াল রাখাটা অত্যন্ত জরুরি। অকারণ ক্লান্তি, কাজের প্রতি অনীহা বা সাফল্যের পরও শূন্যতা অনুভব করা - যদি এইরকম পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয় আমাদের, তবে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এই অবস্থায় নিজেকে একা না রেখে পরিবার, বন্ধু বা সহকর্মীদের সঙ্গে খোলামেলা কথা বলা জরুরি, প্রয়োজনে যে কোন মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞের সাহায্য নিতে দ্বিধা করবেন না। মনে রাখতে হবে, সুস্থ মানসিক অবস্থা ছাড়া দীর্ঘমেয়াদি সাফল্য সম্ভব নয়। জীবনে আনন্দ ও ভারসাম্য বজায় রাখা তাই খুব গুরুত্বপূর্ণ। যখন মানুষ মানসিকভাবে সুখী থাকে, তখন ছোট ছোট প্রাপ্তিও তাকে গভীর তৃপ্তি দেয়। কিন্তু বার্নআউটের সময় ঠিক তার উল্টোটা ঘটে—সবচেয়ে বড় সাফল্যও তখন অর্থহীন মনে হতে পারে। তাই নিজের মানসিক সুস্থতার যত্ন নেওয়াই শেষ পর্যন্ত সবচেয়ে বড় বিনিয়োগ।

(লেখক মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, দীর্ঘদিন বেঙ্গালুরু নিমহ্যান্স এবং কল্যাণী এইমস-এ কর্মরত ছিলেন)

জেমিমা রডরিগেজ

ভারতের জেমিমা রডরিগেজ ২০২২ বিশ্বকাপের দল থেকে বাদ পড়ার পর গভীর হতাশায় ডুবে গিয়েছিলেন। তিনি স্বীকার করেছিলেন যে, সেই সময়টা তাঁর কাছে ছিল নরকযন্ত্রণার মতো। ধীরে ধীরে তিনি সেই নেতিবাচকতাকে শক্তিতে রূপান্তর করেন। চার্চে যাওয়া, মেডিটেশন এবং ব্যক্তিগত কোচের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে তিনি তাঁর আত্মবিশ্বাস ফিরে পান। ২০২৫ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে আমরা দেখি হার না মানা জেমিমা প্রবল শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে লড়াই করে সেঞ্চুরি করে দলকে ম্যাচ জেতান।

বিরাট কোহলি

টানা তিন বছর সেঞ্চুরি না পাওয়ার পর বিরাট কোহলি ২০২২ সালে জানান যে, তিনি দশ বছরে প্রথমবার এক মাস ব্যাট পর্যন্ত স্পর্শ করেননি এবং মানসিকভাবে অত্যন্ত ভেঙে পড়েছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন, জনসমক্ষে হাসিখুশি থাকলেও ভেতরে তিনি ‘অত্যন্ত একাকী’ বোধ করতেন। এই কঠিন সময়ে তিনি, নিজের পরিবারের সঙ্গে নিজের মধ্যে জমে থাকা মানসিক সমস্যাগুলোকে নিয়ে পর্যালোচনা করেন। পরবর্তীকালে তিনি অনেকখানি চাপমুক্ত হয়ে ক্রিকেটে মন দিতে পারেন এবং তারপরের সাফল্য সকলের কাছে দৃশ্যমান।

কুইন্টন ডি কক

দক্ষিণ আফ্রিকার কুইন্টন ডি কক সবসময়ই প্রচারের আলো থেকে দূরে থাকতে পছন্দ করতেন। কোয়ারেন্টাইন বাবল এবং দীর্ঘ সফরের চাপ তাঁকে মানসিকভাবে নিঃস্ব করে দিয়েছিল। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে এবং মানসিক প্রশান্তি বজায় রাখতে তিনি মাত্র ২৯ বছর বয়সেই টেস্ট ক্রিকেটকে বিদায় জানান। একইভাবে নিউজিল্যান্ডের তারকা অলরাউন্ডার অ্যামেলিয়া কের ২০২১ সালে মাত্র ২১ বছর বয়সে ক্রিকেট থেকে বিরতি নেন। কিশোর বয়স থেকেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলার প্রবল চাপ তাঁকে মানসিকভাবে ক্লান্ত করে তুলেছিল। নিয়মিত চিকিৎসার পরে আজ তারা আবার আগের মতো মাঠে রাজত্ব করছেন।

বিদায় ঘণ্টা বাজল অস্কারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ মার্চ : আর কবে! প্রশ্নটা ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের।

কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে পয়েন্ট নষ্টে লাল-হলুদের আইএসএল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বপ্ন ফের ফিকে হওয়ার পথে। অস্কার ব্রুজোঁর অহেতুক পরীক্ষানিরীক্ষা, ভুল স্ট্র্যাটেজির ফল সমর্থকদের চোখের জল। তাদের হতাশাও খুব স্বাভাবিক। অথচ একদিন আগে সাংবাদিক সম্মেলনে তা অস্বীকার করে গিয়েছিলেন লাল-হলুদ কোচ। আর কেরালা ম্যাচে পয়েন্ট নষ্টের সঙ্গে সঙ্গে ব্রুজোঁর বিদায়ঘণ্টাও বেজে গেল।

শনিবার ম্যাচে শেষ বাঁশি বাজার পর এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করলেন না অস্কার। সোজা হাঁটা দিলেন সাজঘরের দিকে। ততক্ষণে 'গো ব্যাক অস্কার' ধ্বনিতে সরগরম যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের গ্যালারি। অন্যদিকে, তখন লাল-হলুদের হেড অফ ফুটবল ও ম্যানেজমেন্টের এক কর্তার সঙ্গে আলোচনায় বসে পড়েছেন ক্লাব শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার। বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়, আলোচ্য বিষয়, ইস্টবেঙ্গলের ব্রুজোঁর ভবিষ্যৎ। সূত্রের খবর, খুব তাড়াতাড়ি চুক্তি ছিন্ন করার চিঠি স্প্যানিশ কোচের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

আসলে নিজের বিপদ নিজেই ডেকে এনেছেন অস্কার। লাল-হলুদে তাঁর সাফল্যের ভাঁড়ার শূন্য। অথচ যখনই কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন ব্রুজোঁ, ঢাল হিসাবে কখনও ব্যবহার করেছেন পরিসংখ্যান আবার কখনও সমর্থকদের। ক্ষমতার দম্ভে তাঁর ঔদ্ধত্য চরমে পৌঁছেছে। তবে অস্কারের বোঝা উচিত সমর্থকদের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙছে। অজানা ছিল না কেরালা ম্যাচে এদিক-ওদিক হলে আগুন জ্বলবে যুবভারতীতে। হলও তাই। ম্যাচ শেষে লাল-হলুদ সমর্থকদের ক্ষোভের আগুন আছড়ে পড়ল। সেই আগুন থেকে রেহাই পাচ্ছেন না অস্কার। মুখ চুন করে যুবভারতী ছাড়ছেন দেখেই তা বোঝা গেল।

ইস্টবেঙ্গল-১ (এজেজজারি)
কেরালা ব্লাস্টার্স-১ (আজসাল)

ব্রুজোঁর ভুল, ফের পয়েন্ট নষ্ট ইস্টবেঙ্গলের

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৪ মার্চ : হতশ্রী ফুটবল। দুর্বল কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধেও ইস্টবেঙ্গলের প্রাপ্তি মাত্র ১ পয়েন্ট।

ম্যাচের শেষ লগ্নে গোল হজম। ১-১ গোলে ড্র। নিশ্চিত তিন পয়েন্ট হাতছাড়া। যদিও এদিন কেরালার বিরুদ্ধে জেতার মতো খেলেওনি ইস্টবেঙ্গল। বেশ বোঝা গেল মাঠের বাইরের বিষয়ে নিয়ে ভাবতে গিয়ে অস্কার ব্রুজোঁর ফোকাসটাই নড়ে গিয়েছে। নইলে কি আর এমন গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে অহেতুক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে যেতেন তিনি।

গোটা ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের তুলনায় বেশি সক্রিয় ছিল ডেভিড কাটালার কেরালাই। সুযোগ থাকলে সন্ধানী স্ট্রাইকার এদিন হয়তো পুরো পয়েন্ট নিয়েই মাঠ ছাড়তে পারত তারা। যদিও ইস্টবেঙ্গল শুরুটা ভালোই করেছিল। ৯ মিনিটে ইউসেফ এজেজ্জারিকে উদ্দেশ্য করে বক্সের মধ্যে থেকেই ছোট্ট মাইনাস এডমুন্ড লালরিনডিকার। ইউসেফ বলে পা ছোঁয়ানোর আগেই তাঁকে ফাউল করেন কেরালার এক ডিফেন্ডার। পেনাল্টি পায় ইস্টবেঙ্গল। স্পটকিক থেকে নিখুঁত শটে লক্ষ্যভেদ ইউসেফের।

এরপর ইস্টবেঙ্গলের যেখানে আরও গোলের জন্য ঝাঁপানো উচিত ছিল সেখানে নিস্তেজ হয়ে পড়ল গোটা দলটা। গত দুটো ম্যাচের মতো মিগুয়েল ফিগুয়েরাকে এদিনও নিষ্প্রভ রাখলেন কাটালার ছেলেরা। তাতেই বাকি কাজটা হয়ে গেল। মাঝমাঠ থেকে লাল-হলুদের সাপ্লাই লাইন বন্ধ। যা আক্রমণ হল দুটো প্রান্ত থেকে। ইস্টবেঙ্গল যে একেবারেই সুযোগ পায়নি তা নয়। তবে গোল হল কই। একটা গোল করার পর দুটো সহজ সুযোগ নষ্ট করলেন ইউসেফ।

উলটোদিকে গোল হজমের পর দুটো প্রান্তকে কাজে লাগিয়ে অনবরত লাল-হলুদ রক্ষণে চাপ তৈরির চেষ্টা করছিল কেরালা। অস্কার কি বুঝতে পারেননি অতিরিক্ত রক্ষণ আগলে খেলতে গেলে বিপদ বাড়বে! শেষবেলায় গিয়ে সেই ভুলটাই যে করে বসলেন জিকসন সিং, মহম্মদ বসিম রশিদরা। সংযুক্তি সময়ে গোল শোধ কেরালার। কর্নার থেকে ভেসে আসা বল হেডে গোলে পাঠান ফাঁকায় থাকা মহম্মদ আজসাল। লাল-হলুদের একাধিক ফুটবলার সামনেই ছিলেন। অথচ ফাঁকায় থাকা আজসালকে আটকানোর জন্য কেউ এগোলেন না।

প্রথম দুটো ম্যাচে দলের মধ্যে যে লড়াকু মানসিকতা দেখা গিয়েছিল এদিন তার ছিটেফোঁটাও লক্ষ্য করা গেল না। আর এই পরিস্থিতির জন্য কোনওভাবেই দায় এড়াতে পারেন না ব্রুজোঁ। স্ট্র্যাটেজিতে তিনি ডাহা ফেল। ম্যান ম্যানেজমেন্টেও শূন্য। যার প্রভাব পড়ছে দলের পারফরম্যান্সেও। লাল-হলুদ শিবিরের অন্দরে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে, সাজঘরের নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছেন স্প্যানিশ কোচ। তা ঢাকতেই কেরালা ম্যাচের আগে হাওয়ায় মন্তব্য ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর বোঝা উচিত ছিল কোন দলের দায়িত্বে আছেন। হাজার হাজার সমর্থকদের স্বপ্ন তাঁর কাঁধে।

১৩ ম্যাচের লিগে ইস্টবেঙ্গলের ঝুলিতে এখন ৫ ম্যাচে ৮ পয়েন্ট। খেতাবের দৌড়ে এখন অনেকটাই ব্যাকফুটে লাল-হলুদ ব্রিগেড। শুধু তাই নয়, এদিন ইস্টবেঙ্গল যেভাবে খেলল তাতে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধেও তারা যে কাঙ্ক্ষিত জয় ছিনিয়ে আনতে পারবে তা বলা বেশ মুশকিল।

ইস্টবেঙ্গল : প্রভসুখান, রাকিপ, জিকসন, আনোয়ার, বিষ্ণু, রশিদ, এডমুন্ড (জয়), সাউল (সৌভিক), মিগুয়েল, বিপিন (মহেশ), ইউসেফ।

উচ্ছ্বাস ও হতাশা। ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দিয়ে ইউসেফ এজেজ্জারি। শেষবেলায় গোল হজম করে ভেঙে পড়লেন আনোয়ার আলি। -ডি মণ্ডল

ইস্টবেঙ্গলের টিম বাসের সামনে বিক্ষোভ লাল-হলুদ সমর্থকদের।

বেঙ্গালুরুর কাছে আটকে চাপ বাড়ল মোহনবাগানের

বেঙ্গালুরু এফসি-০
মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-০

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৪ মার্চ : ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে একইদিনে পয়েন্ট নষ্ট মোহনবাগান সুপার জায়েন্টেরও। এবং এবারের লিগে এই প্রথম অ্যাওয়ে ম্যাচেই আটকে গেল সের্জিও লোবেরার দল। ফলে চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াইয়ে পিছিয়ে পড়ল মোহনবাগান।

মেহতাব সিং দলের সঙ্গে গেলেও তাঁকে খেলানোর ঝুঁকি এদিন নেননি বাগান কোচ। তাই আগের ম্যাচগুলির মতো তিন বিদেশি অ্যাটাকার একসঙ্গে না নামিয়ে ডিফেন্সে টম অ্যালড্রেডকে নামান আলবার্তো রডরিগেজের সঙ্গে। এদিন জেসন কামিন্স ছিলেন না প্রথম একাদশে। নিশ্চিতভাবেই এর দ্বিতীয় কারণ ছিল ডিফেন্স পোক্ত করা। টানা চার ম্যাচ ঘরের মাঠে খেলার পর এই প্রথম বাইরে ম্যাচ। তাছাড়া চিরকালই মোহনবাগান-বেঙ্গালুরু এফসি মানেই হাইভোল্টেজ ম্যাচ। চ্যাম্পিয়নশিপে থাকতে গেলে এসব ম্যাচ জেতা জরুরি হয়ে পড়ে। খুব স্বাভাবিকভাবেই খানিকটা সাবধানতা অবলম্বন করতেই হয়েছে বাগান কোচকে। কিন্তু রেনেডি সিং যে বুদ্ধিমান কোচ, তার প্রমাণ আগেই পাওয়া গিয়েছে। এদিনও তিনি নিজের স্বল্প শক্তি নিয়েই কিন্তু সেয়ানে সেয়ানে টক্কর দিলেন তারকাখচিত মোহনবাগানের সঙ্গে। মাত্র পাঁচ মিনিটেই রায়ান উইলিয়ামসের একটা দুর্দান্ত শট বিশাল কেইথ না বাঁচালে শুরুতেই পিছিয়ে পড়ত মোহনবাগান। এছাড়া আশিক কুরুনিয়ানের পাস থেকে সুনীল ছেত্রীও প্রায় গোল পেয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু অনিরুদ্ধ থাপার তৎপরতায় গোল হয়নি। সুযোগ অবশ্যই বেশি পেয়েছে মোহনবাগান। কিন্তু গোলমুখে বেঙ্গালুরু ডিফেন্সকে ভাঙতে পারেনি দিমি-জেমি জুটি। এদিন লিস্টন বেশ কয়েকবার হুড়মুড় করে প্রতিপক্ষ ডিফেন্সে ঢুকে পড়লেও কাজের কাজটা করতে পারেননি। ফ্রি কিক থেকে দূরপাল্লার শটে প্রায় গোল করে ফেলেছিলেন দিমিও। কিন্তু শেষপর্যন্ত বারের উপর দিয়ে উড়ে যায়। ৮৪ মিনিটে অবশ্য তাঁর শট ফাঁকা গোলে না ঢোকা দুর্ভাগ্যজনক। বল সাইডনেটে লাগে শেষপর্যন্ত। তবে দিনের সহজতম সুযোগ সম্ভবত পান জেমি ম্যাকলারেন। গুরপ্রীত সিং সিন্ধুকে পরাস্ত করে তাঁর শট গোলে ঢোকার মুখে এক ডিফেন্ডারের পায়ে লেগে বেরিয়ে আসে। নিজের সাত গোল তিনি এই সপ্তাহেই অর্থাৎ এই ম্যাচেই দুই অঙ্কে নিয়ে যেতে চান, এই কথা বলেছিলেন ম্যাকলারেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত তিনি নিজে যেমন আটকে গেলেন বেঙ্গালুরুর ডিফেন্সে, তেমনি আটকে গেল তাঁর দলও।

সবুজ-মেরুন জার্সি গায়ে দিমির এটা ছিল ১০০তম ম্যাচ। স্মরণীয় করে রাখার একটা প্রচেষ্টা যে তাঁর তরফে থাকবে, সেই কথা বোঝাই যাচ্ছিল। কিন্তু এদিন বেঙ্গালুরুর নিশ্ছিদ্র ডিফেন্স এবং খানিকটা হলেও তাদের গোলমুখে ব্যর্থতাও কিন্তু পয়েন্ট নষ্টের জন্য দায়ী। মোহনবাগানের পরের ম্যাচ মুম্বই সিটি এফসি-র বিপক্ষে। তবে ম্যাচটা ঘরের মাঠে বলেই হয়তো চিন্তা কম থাকবে লোবেরার। তবে রবিবার নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র বিপক্ষে জামশেদপুর এফসি জিতে গেলে অবশ্যই চাপ বাড়বে।

এদিন এক অভিনব উদ্যোগ নেয় বেঙ্গালুরু এফসি। সদ্য হয়ে যাওয়া আন্তর্জাতিক মহিলা দিবস উদযাপনের জন্য স্ত্রী-সন্তান এবং মহিলা ফুটবলারদের হাত ধরে মাঠে নামে দুই দল।

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট : বিশাল, অভিষেক (অময়), অ্যালড্রেড (কামিন্স), আলবার্তো, শুভাশিস, মনবীর (মেহতাব), আপুইয়া, অনিরুদ্ধ, লিস্টন (কিয়ান), দিমি ও ম্যাকলারেন।

নিখুঁত ট্যাকলে বেঙ্গালুরুর রায়ান উইলিয়ামসকে আটকে দিলেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের অধিনায়ক শুভাশিস বসু।

আঘার স্পোর্টসম্যান স্পিরিটের খোঁচা

ঢাকা, ১৪ মার্চ : বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে বাংলাদেশকে হারিয়ে সিরিজে সমতা (১-১) ফেরালেও, বাইশ গজে পাকিস্তানের সেই সাফল্য ঢাকা পড়ে গিয়েছে রানআউট বিতর্কে। রীতিমতো ধাক্কা খেয়েছে 'বাংলাদেশ-পাকিস্তান ভাই ভাই' চলতি ভাবনা। ম্যাচ শেষে বাংলাদেশ দলের স্পোর্টসম্যান স্পিরিট নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল পাক শিবির। কিন্তু কড়া ভাষায় তার পালটা জবাব দিয়েছেন লিটন দাস, মেহিদি হাসান মিরাজরা।

ম্যাচ শেষে পাক অধিনায়ক সলমন আলি আঘা অভিযোগ করেন, 'কেউ যদি ভাবে আমাকে এভাবে আউট করে ঠিক করেছে, সেটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু আমি হলে কখনোই এভাবে কাউকে আউট করতাম না। আমার রান নেওয়ার কোনও ইচ্ছেই ছিল না, শুধু বলটা ফেরত দিতে চেয়েছিলাম।'

পাক অধিনায়কের এই যুক্তি মানতে নারাজ মিরাজ। তিনি পালটা দাবি করেন, 'সলমন ক্রিজের অনেকটা বাইরে ছিল। আমার চোখ ছিল বলের ওপর। যদি মিসফিল্ড হত, তাহলে তো ও ঠিকই রান নেওয়ার জন্য দৌড়াত! তাই ওকে রানআউট করে আমি ক্রিকেটের নিয়ম অনুযায়ী কোনও ভুল করিনি।' তাঁকে সমর্থন করে লিটনের সংযোজন, এটা কোনও চ্যারিটি লিগ নয়, আন্তর্জাতিক ম্যাচ চলছিল। যতক্ষণ নিয়মের মধ্যে থেকে আউট করা হচ্ছে, ততক্ষণ আমি ভুল কিছু দেখছি না।'

পালটা তোপ মিরাজের

এদিকে, স্পোর্টসম্যান স্পিরিটের জ্ঞান দিলেও, মাঠে অক্রিকেটীয় আচরণের দায়ে খোদ পাক অধিনায়ক আঘাকেই শাস্তি দিল আইসিসি। আউট হওয়ার পর ক্ষোভে ফেটে পড়ে লিটনের সঙ্গে বচসায় জড়ান আঘা। এমনকি গ্লাভস ও হেলমেট মাটিতে আছড়ে ফেলেন। এই অশালীন আচরণের জন্য তাঁকে কড়া ভর্ৎসনার পাশাপাশি ১টি ডিমেরিট পয়েন্ট দিয়েছে আইসিসি ম্যাচ রেফারি।

থাকতে পারেন ইংল্যান্ডের কোচের দৌড়ে

দিল্লি ক্যাপিটালসের দায়িত্ব ছাড়লেন কেপি

নয়াদিল্লি, ১৪ মার্চ : আসন্ন আইপিএলের আগে দিল্লি ক্যাপিটালসের মেন্টর পদ থেকে আচমকাই সরে দাঁড়ালেন কেভিন পিটারসেন। গত মরশুমের ঠিক আগেই দিল্লির দায়িত্ব নিয়েছিলেন ইংল্যান্ডের এই প্রাক্তন তারকা ব্যাটার। কিন্তু এবার মেন্টরশিপের জন্য পর্যাপ্ত সময় দিতে পারবেন না জানিয়েই দায়িত্ব ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।

নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় কেপি লিখেছেন, 'এবারের আইপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালসের মেন্টরের দায়িত্বে আমি থাকছি না। এই কাজের জন্য যে সময় দরকার, তা আমার হাতে নেই। আসন্ন মরশুমের জন্য দলের সব খেলোয়াড়কে আমার আগাম শুভেচ্ছা।'

দিল্লির দায়িত্ব ছাড়লেও, আসন্ন আইপিএলে কেপিকে চেনা মেজাজে কমেন্ট্রি বক্সে দেখা যাবে। সমর্থকদের আশ্বস্ত করে তিনি আরও লেখেন, 'কমেন্ট্রি বক্সে আপনাদের সঙ্গে খুব শিগগিরই দেখা হবে। ক্রিকেট দুনিয়ার সেরা লিগ আইপিএল শুরুর জন্য আমার আর তর সইছে না।' তবে ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা, পিটারসেনের আসল লক্ষ্য হল ইংল্যান্ড জাতীয় দলের হেড কোচের পদ। বর্তমান কোচ ব্রেন্ডন ম্যাককুলামকে নিয়ে ইসিবি-র অন্দরে টানাপোড়েন চলছে। এই সুযোগে মেন্টরশিপ ছেড়ে ইংল্যান্ডের কোচের পদের জন্যই কেপি নিজেকে প্রস্তুত রাখছেন বলে মনে করছেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা।

কুলদীপ যাদব ও বংশিকা চাড্ডার বিয়ের অনুষ্ঠানে যুযবেন্দ্র চাহাল ও সুরেশ রায়না। উত্তরাখণ্ডের মুসৌরিতে শনিবার।

নয়া স্পনসর মহমেডানের

কলকাতা, ১৪ মার্চ : চলতি মরশুমে বিনিয়োগকারীর দেখা নেই। কোনওক্রমে দল তৈরি করে আইএসএল খেলছে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। তবে আর্থিক সমস্যা মেটাতে বাকি মরশুমের জন্য মার্লিন গ্রুপকে স্পনসর হিসেবে পাশে পেয়েছে সাদা-কালো শিবির। পাশাপাশি বিনিয়োগকারী আনার চেষ্টা করে যাচ্ছেন ক্লাবকর্তারা। এদিকে চোট সারিয়ে এখনও সুস্থ নন ডিফেন্ডার জোহেরলিয়িনা। ইস্টবেঙ্গল ম্যাচের আগে তাঁকে ফিট করে তোলার চেষ্টা চলছে। চার ম্যাচে চার হারে লিগ টেবিলে এখন সবার শেষে মহমেডান।

ডায়মন্ডকে জেতালেন লুকা

কলকাতা, ১৪ মার্চ : শনিবার ইন্ডিয়ান ফুটবল লিগে প্রথম অ্যাওয়ে-তে শিলং লাজং এফসি-কে ২-১ গোলে হারাল ডায়মন্ড হারবার এফসি। জোড়া গোলই করেন লুকা মাজসেন। এরমধ্যে দ্বিতীয় গোলটি তিনি সতীর্থ ফুটবলার সদ্য মাতৃহারা লালিয়ানসাঙ্গাকে উৎসর্গ করেন। লাজংয়ের একমাত্র গোলটি গ্ল্যাডি নেলসনের। এই ম্যাচ জিতে ৩ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে উঠে এল কিবু ভিকুনার দল।

মুম্বইয়ের সিদ্ধিবিনায়ক মন্দিরে গৌতম গম্ভীর ও সূর্যকুমার যাদব।

গম্ভীরদের মন্দির অভিযান

মুম্বই, ১৪ মার্চ : টি২০ বিশ্বকাপ অভিযান শুরুর ঠিক আগে দলের সাফল্য কামনায় মুম্বইয়ের বিখ্যাত সিদ্ধিবিনায়ক মন্দিরে পুজো দিয়েছিলেন ভারতের হেড কোচ গৌতম গম্ভীর। ঈশ্বরের কাছে করা তাঁর সেই প্রার্থনা বিফলে যায়নি। তাই বিশ্বকাপ জয়ের পর, সেই সাফল্যের খুশি উদযাপন করতে এবং বাপ্পাকে ধন্যবাদ জানাতে বিশ্বজয়ী অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবকে সঙ্গী করে শুক্রবার ফের সিদ্ধিবিনায়ক মন্দিরে পুজো দিলেন গম্ভীর।

অন্যদিকে, ঈশ্বরের চরণে মাথা ঠেকালেন তরুণ সেনসেশন অভিষেক শর্মাও। দীর্ঘ অফ<ফর্ম কাটিয়ে মেগা ফাইনালে তাঁর ম্যাচ-উইনিং ঝোড়ো ইনিংসই ভারতের বিশ্বজয়ের রাস্তা চওড়া করেছিল। ফর্মে ফেরা এবং বিশ্বসেরার তকমা পাওয়ার আনন্দ ভাগ করে নিতে বৈষ্ণোদেবীর মন্দিরে পুজো দেন অভিষেক। সাদা কুর্তা-পাজামা পরে সাধারণ পুণ্যার্থীদের ভিড়ে দাঁড়িয়েই ভক্তিভরে পুজো দেন তিনি। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ছবি পোস্ট করে বাঁহাতি ওপেনার লিখেছেন, 'জয় মাতা দি'।

শাস্তি হচ্ছে না বাবরদের

ইসলামাবাদ, ১৪ মার্চ : টি২০ বিশ্বকাপের খারাপ পারফরমেন্সের পরও কোনও জরিমানা হচ্ছে না পাক ক্রিকেটারদের। শোনা গিয়েছিল, খারাপ পারফরমেন্সের জন্য প্রত্যেক ক্রিকেটারকে পাকিস্তানি মুদ্রায় ৫০ লক্ষ টাকা জরিমানা করতে চলেছে পাক বোর্ড। এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার পর পাক বোর্ডের সমালোচনায় মুখর হন একাধিক প্রাক্তন তারকা। কিন্তু শনিবার পাক বোর্ডের মুখপাত্র আমির মির বলেছেন, 'কোনও খেলোয়াড়কে জরিমানা করা হচ্ছে না। জরিমানার খবরটি সম্পূর্ণ ভুয়ো।'

জয়ী আর্সেনাল, হার চেলসির

লন্ডন, ১৪ মার্চ : প্রিমিয়ার লিগে আর্সেনাল ২-০ গোলে হারিয়েছে এভার্টনকে। ৮৯ মিনিটে ভিক্টর গিয়োকেরেস এগিয়ে দেন আর্সেনালকে। দ্বিতীয়ার্ধের সংযোজিত সময়ের সপ্তম মিনিটে ম্যাক্স ডাউম্যান ব্যবধান বাড়ান। ৩১ ম্যাচে ৭০ পয়েন্ট নিয়ে আর্সেনাল শীর্ষস্থান আরও মজবুত করল। চেলসিকে ০-১ গোলে হারিয়ে দিল নিউক্যাসল ইউনাইটেড। ১৮ মিনিটে অ্যান্থনি গর্ডন গোল করেন।

লখনউ সুপার জায়েন্টের নেটে ঝড় তুললেন ঋষভ পন্থ।

ছিপছিপে চেহারায় ঋষভ

চেন্নাই, ১৪ মার্চ : আইপিএল শুরুর আগে অচেনা ঋষভ পন্থ। শরীর থেকে বাড়তি মেদ উধাও। চেন্নাইয়ে লখনউ সুপার জায়েন্টসের প্রস্তুতি শিবিরে ছিপছিপে চেহারায় দেখা গেল অধিনায়ক ঋষভকে। চোট সারিয়ে ফেরার পর কয়েক কেজি ওজন কমিয়েছেন তিনি। সেইসঙ্গে প্রাক্তন তারকা যুবরাজ সিংয়ের অধীনেও পাঁচদিন আলাদা অনুশীলন করেছেন এই বাঁহাতি ব্যাটার। এবার দেখার, নয়া চেহারায় আইপিএলে ঝড় তুলতে পারেন কি না।

শ্রেয়স ইস্যুতে নাইটদের কুম্বলের খোঁচা

বেঙ্গালুরু, ১৪ মার্চ : আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির দল গঠন এবং প্লেয়ার রিটেনশনের সিদ্ধান্তে ধারাবাহিকতার অভাব রয়েছে বলে মনে করেন ভারতের কিংবদন্তি স্পিনার অনিল কুম্বলে। আর নিজের এই দাবির পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে কলকাতা নাইট রাইডার্স টিম ম্যানেজমেন্টকেই কাঠগড়ায় তুললেন তিনি। ২০২৪ সালে কেকেআরের ট্রফি জয়ের অন্যতম দুই কাণ্ডারি শ্রেয়স আইয়ার এবং ফিল সল্টকে গত মরশুমে বাতিলের সিদ্ধান্তকে 'চরম ভুল' বলে আখ্যা দিয়েছেন জাম্বো।

একটি টিভি শোয়ে কুম্বলে বলেছেন, 'দুই বছর আগে কেকেআর চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল শ্রেয়স আর সল্টের হাত ধরে। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে ওদের দুইজনকেই ছেড়ে দিল ফ্র্যাঞ্চাইজি! এটা নিঃসন্দেহে একটা ভুল সিদ্ধান্ত। আমি মানছি আজিঙ্কা রাহানে অভিজ্ঞ অধিনায়ক, কিন্তু ও তো আইপিএল জেতেনি। অথচ যার নেতৃত্বে ট্রফি এল, সেই শ্রেয়সকেই ছাঁটাই করা হল!'

কুম্বলের মতে, একজন চ্যাম্পিয়ন অধিনায়ককে ছেড়ে দেওয়া মানে নিজেদের পায়ে নিজেরাই কুড়ুল মারা। মজার ব্যাপার হল, ২০২৫ সালে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর প্রথম আইপিএল জয়ের নেপথ্যে ছিলেন কেকেআরের বাতিল করা সেই সল্ট! আর ফাইনালে আরসিবি-র প্রতিপক্ষ ছিল পাঞ্জাব কিংস, যাদের অধিনায়ক ছিলেন স্বয়ং শ্রেয়স। তিনটি ভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজিকে (দিল্লি, কেকেআর, পাঞ্জাব) ফাইনালে তোলার বিরল কৃতিত্বের অধিকারী শ্রেয়সের প্রশংসা করে কুম্বলে বলেছেন, 'অধিনায়ক হিসেবে শ্রেয়স ওর প্রাপ্য সম্মানটা পায় না। কেকেআর থেকে এসে এমন একটা দলকে ও ফাইনালে তুলল, যারা গত দশ বছরে ফাইনালই খেলেনি। এটা মুখের কথা নয়।'

পঞ্জিকা বলতে একটাই
নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য
©শ্রীমদন গুপ্তের ফুল পঞ্জিকা®
Trade Mark Registered
©শ্রীমদন গুপ্তের ফুল পঞ্জিকা®
১৪৩৩ ১৪৩৩
The Best Panjika
ভারত সরকার প্রদত্ত
চিহ্ন দেখিয়া পঞ্জিকা কিনুন
© COPYRIGHT REGISTERED
THE BEST PANJIKA

পাক-জটে ব্লেসিং

আসন্ন আইপিএলের জন্য কলকাতা নাইট রাইডার্সের নতুন জার্সি গায়ে আজিঙ্কা রাহানে।

কলকাতা, ১৪ মার্চ : ২০২৬ আইপিএলের জন্য নিজেদের নতুন জার্সি প্রকাশ্যে আনল কলকাতা নাইট রাইডার্স। শাহরুখ খান ব্রিগেডের এবারের জার্সিতে রয়েছে অভিনবত্বের ছোঁয়া। 'লাইন্স অফ লিগ্যাসি' ভাবনায় জার্সিতে অসংখ্য সরু রেখা দিয়ে ফুটে উঠেছে 'কেকেআর' লেখাটি। পাশাপাশি, তিনটি আইপিএল ট্রফি জয়ের স্মারক হিসেবে জার্সিতে তিনটি তারাও স্থান পেয়েছে।

চিরাচরিত প্রথা মেনে গাঢ় বেগুনি রঙের জার্সির কাঁধে ও দুই পাশে সোনালি রঙের যুগলবন্দি রাখা হয়েছে। মূলত কিং খান ব্রিগেডের ঐতিহ্য ও দলগত সংহতির বার্তাই ফুটে উঠেছে এই নতুন জার্সিতে। অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে, সুনীল নারায়ণ, রিঙ্কু সিং, বরুণ চক্রবর্তীর সঙ্গে নয়া সদস্য ক্যামেরন গ্রিনের নতুন জার্সি পরিহিত ছবি নিজেদের এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছে নাইট কর্তৃপক্ষ। সিইও ভেঙ্কি মাইসোর বলেছেন, 'এই জার্সি মূলত আমাদের দীর্ঘ আইপিএল সফর ও সাফল্যকে তুলে ধরেছে। প্রতিটি রেখা কেকেআরের ক্রিকেট ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তের প্রতিফলন।'

নতুন জার্সি নিয়ে উৎসবের মাঝেই অবশ্য অস্বস্তির

প্রকাশ্যে কেকেআরের নতুন জার্সি

কালো মেঘ ঘনিয়েছে নতুন রিক্রুট জিম্বাবোয়ের পেসার ব্লেসিং মুজারাবানিকে নিয়ে। মুস্তাফিজুর রহমানের পরিবর্ত হিসেবে তাঁর নাম ঘোষণার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই পাক-জটে জড়িয়েছেন তিনি। নাইট সংসারে যোগ দিতে পাকিস্তান সুপার লিগের দল ইসলামাবাদ ইউনাইটেডের সঙ্গে পুরোনো চুক্তি একতরফাভাবে বাতিল করেছেন মুজারাবানি। যা মোটেও ভালোভাবে নেয়নি পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। সূত্রের খবর, চুক্তিভঙ্গের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে কড়া আইনি পদক্ষেপ করতে চলেছে পিসিবি। প্রাথমিক শাস্তি হিসেবে আগামী কয়েক বছর পিএসএল-এর দরজা তাঁর জন্য বন্ধ হতে পারে। জল বেশি দূর গড়ালে আইপিএলে তাঁর খেলা নিয়েও টানাপোড়েন তৈরি হতে পারে বলে আশঙ্কা।

জিতল শিলিগুড়ি, দার্জিলিং

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৪ মার্চ : উত্তরের দিশারীর ষষ্ঠ বর্ষের অল বেঙ্গল ভিশন ওয়ান চ্যালেঞ্জার্স কাপ ক্রিকেটে শনিবার সূর্যনগর পুরনিগম মাঠে দার্জিলিং রয়্যালস ৩ উইকেটে জিতেছে ডুয়ার্স তেরাই সুপার ইলেভেনের বিরুদ্ধে। প্রথমে ডুয়ার্স ১৯ ওভারে ১০৪ রানে অল আউট হয়। জবাবে দার্জিলিং ১৭.৪ ওভারে ৭ উইকেট ১০৫ রানে তুলে নেয়। ২০২২ সালে দৃষ্টিহীনদের টি২০ বিশ্বকাপ জয়ী ভারতীয় দলের সদস্য শুভেন্দু মাহাতোর সুন্দরবন টাইগার্সকে হারিয়ে দেয় দুর্গাপুর চ্যালেঞ্জার্স। দিনের শেষ খেলাতে সুন্দরবন হেরে যায় শিলিগুড়ি রাইজার্সের কাছে। রবিবার লিগের শেষ খেলায় কলকাতা ক্যাপিটাল মুখোমুখি হবে দার্জিলিং রয়্যালসের। এরপর ফাইনাল।

সূর্যনগর মাঠে ফিল্ডিং দিচ্ছেন ২০২২ সালে দৃষ্টিহীনদের টি২০ বিশ্বকাপ জয়ী ভারতীয় দলের সদস্য শুভেন্দু মাহাতো। শনিবার।

খেতাব জিতে উচ্ছ্বাস ইসলামপুর উইমেন্স কোচিং সেন্টারের। -রাহুল দেব

চ্যাম্পিয়ন ইসলামপুর

রায়গঞ্জ, ১৪ মার্চ : রায়গঞ্জ স্পোর্টস ক্লাবের ৪ দলীয় অসীমা দত্ত ট্রফি মহিলা ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল ইসলামপুর উইমেন্স কোচিং সেন্টার। শনিবার ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে নন্দঝাড় ছাত্র সমাজকে হারিয়েছে। স্পোর্টস ক্লাব মাঠে নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ ১-১ ছিল। ফাইনালের সেরা ইসলামপুরের বিশাখা বর্মন। প্রথম ম্যাচে নন্দঝাড় ১-০ গোলে নুরিপুর মহিলা ফুটবল কোচিং সেন্টারের বিরুদ্ধে জয় পায়। পরে ইসলামপুর ১-০ গোলে সরলা মহিলা ফুটবল অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। স্পোর্টস ক্লাবের সচিব কমলেশ কুণ্ডু জানিয়েছেন, রবিবার বলাইকান্তি ট্রফি একদিনের ৪ দলীয় ভেটেরান্স ফুটবল অনুষ্ঠিত হবে। সোমবার শুরু হবে ৮ দলীয় অলকানন্দ দে ট্রফি পুরুষদের ফুটবল। ফাইনাল ২২ মার্চ।

জেলা দলে ৭

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৪ মার্চ : ভবানীপুরে পুরুষ ও মহিলাদের রাজ্য পাওয়ার লিফটিং শনিবার শুরু হল। প্রতিযোগিতায় জেলা দলে দার্জিলিং জেলা ফিজিকাল কালচার অ্যাসোসিয়েশনের সাতজন সুযোগ পেয়েছেন। তারা হলেন সন্দীপ সোনি, অজয় বর্মন, প্রিয়া মণ্ডল, শিবু রায়, উজ্জ্বল সরকার, বিপুল সরকার ও আশাদি চৌধুরী। কোচ ও ম্যানেজার যথাক্রমে মানব সরকার এবং গোপাল দাস।

জিতল রথখোলা

নকশালবাড়ি, ১৪ মার্চ : রথখোলা ফুটবল অ্যাকাডেমির ইন্দো-নেপাল ফ্রেন্ডশিপ ফুটবলে শনিবার রথখোলা মহিলা ফুটবল দল ২-১ গোলে কাঁকরভিটা নেপাল মহিলা দলকে হারিয়েছে। ম্যাচের সেরা রথখোলার মলিতা মুন্ডা। অন্য ম্যাচে ভারতীয় সাংবাদিক টিম ১-০ গোলে নেপালের সাংবাদিক টিমের বিরুদ্ধে জয় পায়। ম্যাচের সেরা হয়েছেন নগেন রায়।